বেগম আশমান তারা

[ঐতিহাসিক নাটক]

পাঁচ পয়সার পৃথিবী, রক্তে রোয়া ধান, মাটির কেল্লা প্রণেতা

শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

—কলিকাতার সু-প্রসিদ্ধ—

নট্ট কোম্পানীর দলে সগৌরবে অভিনীত

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
৩৬৮ রবীন্দ্র সরণী কলিকাতা-৬

[দাম—চার টাকা।

—লোকনাট্যের নূতন জ্যোতিষ্ক—

শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

পাঁচ পয়সার পৃথিবী

পাঁচ কোটি টাকার দুনিয়ায় দেখা যায় ইয়া'কি কালচারের জলসায় নগ্ননৃত্যের মাতামাতি—মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়ে মঞ্জুষা হলো রাতের রঙ্গিনী অভিনেত্রী। কিন্তু নিচের তলার মেয়ে শানিয়া কি বিক্রি করেছিল তার দেহ পশরা? না সর্ব্বহারা মানুষের অধীকার আদায়ের দাবী ঘোষণা করেছিল অবহেলিত অঞ্জন। পাশ্চাত্ত সভ্যতার উলঙ্গ ফ্যাসানে বাঙ্গালী মেয়ে আইভীর যৌবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, ব্যারিষ্টার শঙ্কর চ্যাটার্জীর আইন নিয়ে বে-আইনি ব্যবসা, যাযাবর নিগার হোসেনের কাছে এই পৃথিবীর দাম মাত্র পাঁচ পয়সা। কিন্তু সত্য-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরাশর বলেন—ওরা মানুষকে অমানুষ করার কারখানা করেছে। ওদেরই শোষণের ফলে মানুষ সর্ব্বহারা আর নিত্য নূতন মাথা তুলছে পাঁচ পয়সার পৃথিবী। দাম ৪'০০ টাকা।

নিহত গোলাপ

নিউ প্রভাস অপেরার বৈজয়ন্তী মালা

শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

এক সুন্দরী তরুণীকে একটি গোলাপ উপহার দিয়ে এক তরুণ বললো, তুমি আমার জীবনের গোলাপ। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল তরুণের কথা সত্য হলো না। গোলাপ চলে গেল জানোয়ারের হাতে। তরুণের জীবনে এলো শিমুল। তরুণের ক্ষণিকের ভুলে সৃষ্টি হলো অভিনব নাট্য কাহিনী...যে কাহিনী যাত্রা সাহিত্যে এক অভিনব আবিষ্কার। জীবনের মধু নিংড়ে দিয়ে সব কটি চরিত্রই পেলে শুধু বিষ আর বিষ। গণিকালয়ের দরজা খুলে ঘরে গিয়ে তরুণ দেখলো কি? দেখলো—অপমানের ঝড়ে ভূলুণ্ঠিতা তার প্রিয়া, হাতে তার শুকনো গোলাপ। সমাজের ছুরিকাঘাতে গোলাপ আজ নিহত। "নিহত গোলাপ"। দাম ৪'০০ টাকা।

—প্রকাশক—

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী

৩৬৮, রবীন্দ্র সরণী

কলিকাতা—৬

একালের সব সেরা নাটক

পূর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সোনা বউ

প্রসাদ বাবুর

রক্ত দিয়ে কিনলাম

সম্রাট স্কন্দগুপ্ত

ভৈরব বাবুর

পাঁচ পয়সার পৃথিবী

অরুণ বরুণ কিরণমালা

বেগম আশমান তারা

দিন বদলের ডাক

একটি পয়সা

রক্তে রোয়া ধান

মাটির কেল্লা

গৌর ভড়ের

জীবন্ত কবর বা জলসাঘর

সত্য প্রকাশের

জব চার্ণক, নাগিনীর বিষ

পাঁচকড়ি বাবুর

তরণী সেন বধ

মুদ্রাকর—শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ

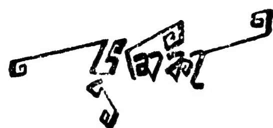
ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস

১৯।এ।এইচ।২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৬



যার চরিত্রের অনেকখানি ধার করে গড়ে তুলেছি, চিন্ময়ী এবং
আশমান তারার মত দুটি প্রতিমা। সেই অনন্যা,
আমার সহধর্মিণী কল্যাণীয়া শ্রীমতি ছায়ারাণী
গঙ্গোপাধ্যায়কে—



উত্তর বঙ্গের কোন এক অখ্যাত নামা কবির কাব্যগ্রন্থ "রিয়াস উস্ সালাতিন" তার বুকে স্থান দিয়েছে এক শাশ্বতি নারীকে, সে নারী ফুলজানি। ফুলজানির প্রকৃত নাম আশমান তারা। ইতিহাস বলে রাজা গণেশ নারায়ণ তদনিস্তন বাংলার রাজনীতির আকাশে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর প্রজার প্রতি ছিল তার সমান প্রীতি। কিন্তু ধ্বংস প্রায় ইলিয়াছ শাহী বংশের শেষ প্রদীপকে জ্বালিয়ে রাখতে সেদিনের ধর্মান্ধ দরবেশ নুর কুতুব আলমের চক্রান্তের বলি হয়ে ছিল—ফুলের মত মেয়ে ফুলজানি,—ওমরাহ্ কন্যা আশমান তারা। গণেশ নারায়ণের পুত্র যদু নারায়ণ বিপদগ্রস্থা আশমান তারাকে রক্ষা করতে গিয়ে ধর্ম হারালো। চিন্ময়ী হারালো স্বামী, পিতা হারালো পুত্র, কিন্তু আশমান তারা হারালো কি? সেই মর্মন্তুদ কাহিনীর নাট্যরূপ এই বেগম আশমান তারা।

কলিকাতার সু-প্রসিদ্ধ যাত্রাসংস্থা বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজ বা নট্ট কোম্পানী এই নাটকখানি অভিনয় করেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত মাখন নট্ট মহাশয় আমার এই নাট্য-নৈবেদ্য গণদেবতার পূজায় উৎসর্গ করতে অনেক অর্থব্যয় করেন। স্বনামধন্য নট শ্রীযুক্ত অরুণ দাসগুপ্ত মহাশয় অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। সংস্থার প্রতিটি শিল্পী অকুতো শ্রম দান করেন। তাই আমি সবার কাছে চিরঋণে ঋণী। ছাপার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র ধর মহাশয়,—নাটকখানি লিখতে সাহায্য করেছেন আমার বন্ধুরা, তাই তাদের কাছেও অসীম ঋণ স্বীকার করে ভূমিকায় টানলাম। ইতি—

শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



—পুরুষ—

গণেশ নারায়ণ ... ... ভাতুরীয়ার রাজা।

যদু নারায়ণ }
মহেন্দ্র নারায়ণ } ... ... ঐ পুত্রদ্বয়।

শ্যাম সুন্দর ... ... যদু নারায়ণের পুত্র।

ব্রজ দাস ... ... রাজভৃত্য।

বলদেব ঠাকুর ... ... সমাজপতি।

পদ্মনাভ ... ... সন্ন্যাসী।

আজিম শাহ ... ... প্রধান ওমরাহ।

নাসির উদ্দিন }
মণির উদ্দিন } ... ... ঐ ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়।

নুর কুতুব আলম ... ... দরবেশ।

যাদব ঘোষ ... ... কৃষক।

দুলাল ... ... ঐ পুত্র।

আবদুল রসিদ ... ... প্রতিবেশী কৃষক যুবক।

ফকির ... ... ফকির।

—স্ত্রী—

চিন্ময়ী ... ... যদু নারায়ণের স্ত্রী।

আশমান তারা ... ... আজিম শাহের কন্যা।

কমলা ... ... যাদব ঘোষের স্ত্রী।

সোনা-বৌ ... ... দুলালের স্ত্রী।

———

রূপসজ্জা

১। গণেশ নারায়ণ :—বয়স ষাটএর মধ্যে। বিশালদেহী। সুদর্শন। সুন্দর গোঁফ। স্বভাব :—সুন্দর, প্রজানুরঞ্জক। পোষাক :—কমদামী অথচ রাজকীয়।

২। যদু নারায়ণ :—বয়স তিরিশের মধ্যে। সুন্দর দর্শন। স্বভাব :—মিষ্টি, প্রেমিক, বীর। পোষাক :—যুবরাজ সুলভ।

৩। মহেন্দ্র নারায়ণ :—বয়স পঁচিশের মধ্যে। সুন্দর দর্শন। স্বভাব :—মধুর, স্পষ্টবাদী, কর্ত্তব্যপরায়ণ। পোষাক :—রাজকুমার সুলভ।

৪। শ্যাম সুন্দর :—বয়স দশএর মধ্যে। প্রিয়দর্শন। স্বভাব :—সুন্দর, গায়ক। পোষাক :—রাজবংশীয় বালক সুলভ।

৫। ব্রজ দাস :—বয়স ষাটএর মধ্যে। সুদর্শন। স্বভাব :—মিষ্টি, স্পষ্টবাদী, কর্তব্যপরায়ণ। আনন্দপ্রিয়। পোষাক :—রাজভৃত্য সুলভ।

৬। বলদেব ঠাকুর :—বয়স চল্লিশের মধ্যে। কুদর্শন। স্বভাব :—ধর্মান্ধ, গোঁড়া। পোষাক :—ধুতি, চাদর, হাতে লাঠি, পায়ে খড়ম, গায়ে নামাবলী।

৭। আজিম শাহ :—বয়স পঞ্চাশের মধ্যে। সৌম্যদর্শন। দাড়ি। স্বভাব :—মধুর। সংসারে বৈরাগ্য। পোষাক :—ওমরাহ সুলভ।

৮। নাসির উদ্দিন :—বয়স পঁচিশের মধ্যে। মধ্যম দর্শন। স্বভাব :—খল, নারী লোভী, মিথ্যাবাদী। পোষাক :—সেনাপতি সুলভ।

৯। মণির উদ্দিন :—বয়স কুড়ির মধ্যে। প্রিয়দর্শন। স্বভাব :—

মধুর। সর্ব্বধর্ম্মে বিশ্বাসী। স্পষ্টবাদী, জিতেন্দ্রিয়। পোষাক :—সেনাপতি সুলভ।

১০। মুর কুতুব আলম :—বয়স পঞ্চাশের মধ্যে। কুদর্শন। স্বভাব :—ধর্ম্মান্ধ। গোঁড়া, হিন্দুবিদ্বেষী। পোষাক :—দরবেশ সুলভ।

১১। ফকির :—বয়স চল্লিশের মধ্যে। সুদর্শন। স্বভাব :—মধুর, গায়ক। পোষাক :—ফকির সুলভ।

১২। পদ্মনাভ :—বয়স চল্লিশের মধ্যে। সুদর্শন। স্বভাব সুন্দর। গায়ক। পোষাক :—সন্ন্যাসী সুলভ।

১৩। রসিদ :—বয়স পঁচিশের মধ্যে। মধ্যম দর্শন। স্বভাব :—মিষ্টি, স্পষ্টবাদী, হিন্দুপ্রিয়। কৃষক। পোষাক :—কৃষক সুলভ।

১৪। যাদব ঘোষ :—বয়স পঞ্চাশের মধ্যে। মধ্যম দর্শন। স্বভাব :—উদার। পোষাক :—কৃষক সুলভ।

১৫। দুলাল :—বয়স পঁচিশের মধ্যে। সুন্দর দর্শন। স্বভাব :—মিষ্টি, প্রেমিক। পোষাক :—কৃষক সুলভ।

১৬। চিন্ময়ী :—বয়স পঁচিশের মধ্যে। সুন্দরী। স্বভাব :—মধুর। প্রিয়ংবদা। প্রেমিকা, কর্ত্তব্যপরায়ণা। পোষাক :—যুবরাণী সুলভ।

১৭। আশমান তারা :—বয়স আঠারোর মধ্যে। সুন্দরী। স্বভাব :—মধুর, প্রেমিকা। প্রিয়ভাষিণী। পোষাক :—খানদানী মুসলমানী সুলভ। পরে হিন্দুয়ানী পোষাক।

১৮। কমলা :—বয়স চল্লিশের মধ্যে। সুদর্শনা। স্বভাব :—মধুর, প্রিয়ভাষিণী। পোষাক :—সাধারণ কৃষাণী সুলভ।

১৯। সোনা-বৌ :—বয়স কুড়ির মধ্যে। প্রিয়দর্শনা। স্বভাব :—চঞ্চলা, প্রিয়ংবদা, উদার। পোষাক :—কৃষাণী সুলভ। ডুরেল শাড়ী পরলে ভাল হয়।

———

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নাটকাবলী—

মাটির কেল্লা—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত নূতন আঙ্গিকের বিস্ময়কর ঐতিহাসিক নাটক। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। এর কাহিনী অভূতপূর্ব্ব, এর সংলাপে নূতনত্বের স্বাদ। এর চরিত্রগুলি বাস্তব পটভূমিকায় জীবন্ত। বাঙ্গালীরা দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। কেঁপে উঠেছে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তোগলক। বাংলায় পাঠালেন সুবাদার খানই-জাহান খাঁকে। বাঙ্গালীদের শায়েস্তা করে বাংলার বিপ্লব খতম কর। কিন্তু বাংলার দরদী সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম এক বলিষ্ঠ হিন্দু যুবকের সাহায্যে মাটির কেল্লাকে করলেন দুর্ভেদ্য। দিল্লীর কামান গর্জন করেও ভাঙ্গতে পারল না মাটির কেল্লা। দাম ৪.০০ টাকা।

পদধ্বনি—দরদী কথাশিল্পী শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের যুগ-যন্ত্রণার বিস্ময়কর নাট্যরূপ। লোকনাট্যের একনিষ্ঠ সেবক সত্যম্বর অপেরার অবিস্মরণীয় অবদান। আপনি কি শুনেছেন? আপনি কি দেখেছেন তাকে? যার কথা আজ সারা দেশের লোকের মুখে মুখে? দেখেন নি, মণি-মাণিক দুই ভাই আর লক্ষ্মীপ্রতিমা লক্ষ্মীকে? দেখেন নি, মণিলালের পাঁজর থেকে কুহকিনী পাপিয়া চৌধুরী কেমন করে মাণিককে কেড়ে নিয়েছে? কেমন করে লক্ষ্মী আজ অলক্ষ্মী সেজে বসেছে, আপনি কি সিষ্টার ছবি, তার বেকার ভাই শিশিরকে কখনও ভেবেছেন? না—ভাবেন নি। জানেন না শিক্ষিত বেকার, কিসের জন্য তার যুবতী বোনকে বিক্রি করে নিজেও বিক্রি হয়ে গেল। পল্লী বাংলার রাঙা মাটির পথ ধরে যদি কখনও গিয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই দেখেছেন, সাঁওতাল যুবক ডমরু আর যুবতী কামিন ফুলকিকে। প্রকৃতির স্বভাব সুলভ সৌন্দর্য্যে যারা ছিল অকৃত্রিম, কিসের চাপে পড়ে তারা ককিয়ে কেঁদে ওঠে, তাকি চিন্তা করেছেন? ভাবছেন? কারণ মনের কথা কাউকে বলতে পারছেন না। শুধু অবক্ষয়ী সমাজ জীবনের যন্ত্রণার গ্যালারীতে বসে কান পেতে শুনছেন পদধ্বনি? সে পদধ্বনি কার? দাম ৪.০০ টাকা।

বেগম আশমান তারা

প্রথম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

পদ্মনাভের কুটির।

গেরুয়া কাপড় পড়িয়া আশমান তারা প্রবেশ করিল। তাহার বেণীর প্রান্তে নার্গিশের কুঁড়ি। তার চোখে মুখে আতংকের ছায়া। সে বলিল।

আশমান। না-না-না, বিশ্বাস করিনা। তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করিনা। তুমি শয়তান—তুমি বে-ইমান—তুমি—

যদু নারায়ণের প্রবেশ।

যদু। বেয়াদব।

আশমান। জরুর।

যদু। না।

আশমান। না মানে?

যদু। আপনি আমার পরিচয় জানেন না।

আশমান। জানি।

যদু। কি করে জানলেন?

আশমান। তোমার চোখ দেখে। মুখ দেখে।

যদু। কি দেখলেন?

আশমান। তোমার চোখে জানোয়ারের তসবীর।

যদু। নারি!

আশমান। তোমার মুখে শয়তানের হাসি।

যদু। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

আশমান। বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও ইবলিশ!

যদু। আপনি ভুল বুঝছেন।

আশমান। না। ভুল আমি বুঝিনি। আমি ঠিকই বুঝেছি। আমি বুঝেছি, তুমি খুনী—তুমি লম্পট—তুমি লুটেরা।

যদু। লুটেরা!

আশমান। নয়তো কি? কে আমার বজরায় হানা দিয়েছিল? কে খুন করেছে মাঝি মাল্লাদের? কে আমাকে লুট করে নিয়ে এসেছে এই মাটির মঞ্জিলে?

যদু। বুঝেছি।

আশমান। কি বুঝেছো কাফের হিন্দু?

যদু। এখনও আপনি অসুস্থ।

আশমান। ঝুট্ বাত্। আমি বহাল তবিয়তেই আছি।

যদু। তাহলে বজরা থেকে মহানন্দার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা মনে পড়ছে না?

আশমান। হ্যাঁ-হ্যাঁ পড়ছে—এইবার আমার সব মনে পড়ছে। লুটেরার দল যখন মাঝি মাল্লাদের খুন করল তখন আমি জানের ভয়ে, ইজ্জত রক্ষার জন্য তুফানী মহানন্দার পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

যদু। তারপর?

আশমান। তারপর! তারপর! না-না আর আমার কিছু মনে নেই।

যদু। কিন্তু আমার মনে আছে।

আশমান। জওয়ান।

যদু। হ্যাঁ নারী। মহানন্দার দারুণ টানে আপনি ভেসে যাচ্ছিলেন। আমি ঘোড়া থেকে আপনার অবস্থা দেখে ঝাঁপিয়ে পড়লাম মহানন্দার বুকে। জীবন পণ করে তুফানের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে আপনাকে যখন পাড়ে তুললাম তখন আপনি জ্ঞান হারিয়েছেন।

আশমান। থাক আর বলতে হবে না। তোমার বিবিকে ডাকো।

যদু। বিবি! বিবি কোথায় পাবো।

আশমান। তোমার শাদী হয়নি?

যদু। হয়েছে।

আশমান। তবে বিবি নেই বলছো?

যদু। ঠিকই বলছি। আমার স্ত্রী আমাদের বাড়ীতে আছেন।

আশমান। এ বাড়ী তাহলে কার?

যদু। পদ্মনাভ ঠাকুরের।

আশমান। সে আবার কে?

যদু। বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ।

আশমান। তাহলে তার বিবিকেই ডাকো।

যদু। তারা কেউ বাড়ীতে নেই।

আশমান। তাহলে কে আমার দেহ থেকে খানদানী পোষাক খুলে নিয়ে এই কাপড়টা পরিয়ে দিয়েছে?

যদু। আমি।

আশমান। তুমি!

যদু। আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে তখন আমি চোখ বুজেছিলাম।

আশমান। তোমার সাহস তো কম নয়?

যদু। ক্ষমা করবেন। সেই ভিজে পোষাক বদলে না দিলে আপনি মারা যেতেন। তাছাড়া—

আশমান। তাছাড়া কি কাফের হিন্দু?

যদু। সারা রাত জেগে সেক দিয়েছি।

আশমান। কোথায়?

যদু। আপনার হাতে, পায়ে, গায়ে, সর্ব্বাঙ্গে।

আশমান। তোবা-তোবা, এর চেয়ে মউৎ এসে আমার কলিজার খুন জমিয়ে দিয়ে গেল না কেন? কেন আমার মৃত্যু হলো না!

যদু। আপনি—

আশমান। থামোশ বে-শরম জিম্মি। তুমি জানো না যে কত বড় বে-আদবী করেছো। আজিম মঞ্জিলে এ খবর পৌছে গেলে তোমাকে তারা জীবন্ত কবর দেবে।

যদু। কবরের ভয় আমি করি না। কিন্তু আপনি কি তাহলে—

আশমান। ওমরাহ আজিমশাহের কন্যা আশমান তারা।

যদু। আপনার রূপের কথা শুনেছিলাম, কিন্তু দীলের খবর জানা ছিল না।

আশমান। কি বললে?

যদু। আপনার দীল যে এত কালো তা আমার জানা ছিল না।

আশমান। চোপরাও বে-আদব!

যদু। না। বেয়াদব আমি নই। পর্দ্দানসীন আশমান তারার সঙ্গে আমি কোন বে-আদবী করিনি।

আশমান। হিন্দু!

যদু। আমি যা করেছি তা আপনার ভালোর জন্যই করেছি। নদী মহানন্দার রাক্ষসী তুফান থেকে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আমি

আপনাকে তুলে এনেছি। আপনার হিম শীতল দেহ-দেউলের অন্ধকারে জ্বেলে দিয়েছি নতুন প্রাণের আলো!

আশমান। কিন্তু—

যদু। আপনি আমার মানবতার কি মূল্য দিয়েছেন?

আশমান। তোমার—

যদু। কল্যাণ ব্রতকে আপনি ঘৃণা করেছেন।

আশমান। আমি—

যদু। লম্পট, খুনে, লুটেরা বলে যাকে উপহাস করেছেন, তার পরিচয় এখনও জানেন না। আজিম মঞ্জিলে ফিরে গিয়ে মহানুভব আজিম শাহকে বলবেন—আশমান তারাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে যে রক্ষা করেছে—সে লম্পট নয়, খুনে নয়, লুটেরা নয়, সে রাজা গণেশ নারায়ণের পুত্র কুমার যদু নারায়ণ।

আশমান। কুমার যদু নারায়ণ!

যদু নারায়ণ প্রস্থানোদ্যত হইলে আশমান তারার আহ্বানে
ফিরিয়া দাঁড়ালো। আশমান অপলক চেয়েছিল।
যদু নারায়ণ মাথা নত করিল।
গীতকণ্ঠে পদ্মনাভ আসিল।

পদ্মনাভ। **গীত।**

মন গেল যে চুরি,
রাধার মন গেল যে চুরি।
[তাই] সাঁঝের বেলায় যায় যমুনায় ভরিতে গাগরি।

যদু। ঠাকুর!

পূর্ব্ব গীতাংশ।

রাধা রাধা বলে শ্যাম বাঁশরী বাজায়।
তনু মন উচাটন কি হবে উপায়?
বল বিশাখা, বল ললিতা, কি করি কি করি?

যদু। হাসছেন কেন ঠাকুর?

পদ্মনাভ। লীলাময়ের লীলা দেখে না হেসে যে পারছি না যুবরাজ। ঠাকুর আমার কত লীলাই জানে।

আশমান। আপনি—

পদ্মনাভ। সবই শুনেছি মা!

যদু। কোথায় শুনলেন?

পদ্মনাভ। আহত এক মাল্লার কাছে। ভালই করেছেন যুবরাজ। ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।

[প্রস্থান।

যদু। ঠাকুর এসে ভালই হলো। আমি তাহলে চলি!

আশমান। দাঁড়ান!

যদু। কেন!

আশমান। আপনি আমার গোস্তাকী মাফ করুন কুমার বাহাদুর।

[সহসা আশমান তারা যদু নারায়ণের হাত চাপিয়া ধরিল।]

ঠিক সেই সময়ে নাসিরউদ্দিন প্রবেশ করিল।

নাসির। ইয়ে হ্যায় বেহেস্ত কি তসবীর। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

আশমান। নাসির!

নাসির। বে-আদবী মাফ কর দিজিয়ে আশমান তারা।

যদু। আপনি—

নাসির। এসে মউজের খোয়াব বরবাদ করে দিলাম।

আশমান। তার মানে—

নাসির। আশনাই আগে থেকেই ছিল।

যদু। নাসিরউদ্দিন!

নাসির। বদ-মেজাজ দেখাবেন না কুমার যদু নারায়ণ! আপনার মতলব আমি বুঝেছি।

আশমান। কি বুঝেছো নাসির?

নাসির। ইলিয়াছ শাহী বংশের এক্তিয়ার থেকে বাংলার মসনদ বেড়ে নিয়েই ওরা খুশী হতে পারেনি—ওরা খুশী হতে চায় সেই বংশের ঔরৎকে বে-ইজ্জত করে।

আশমান। না নাসির, না। আমি—

নাসির। খামোশ বে-শরমী! মিঠি বাত বলে, আজগুবি কেচ্ছা শুনিয়ে তুমি আমাকে ভোলাতে পারবে না। তোমার দীলের খবর আমার জানা হয়ে গেছে।

আশমান। তুমি ভুল জেনেছো নাসির!

নাসির। লেকিন ভুল দেখিনি আশমান তারা! আমি দেখেছি ওই কাফের হিন্দুর হাত ধরে তুমি ওকে মিঠি রোজের পয়গম শোনাচ্ছিলে। আমি এসে না পড়লে তোমার আঙ্গুর মাফিক দেহটা নিয়ে ওই কাফের—

যদু। সাবধান ইসলাম! স্পর্ধার সীমা ছাড়িয়ো না।

নাসির। বহোৎ কসুর হিন্দু, বহোৎ কসুর হো গিয়া।

আশমান। তুমি তোমার নিজের নজোর দিয়ে দুনিয়াকে বিচার করোনা নাসির।

নাসির। আশমান তারা! ওই কাফের হিন্দুই যে তোমার বজরায় হানা দেয়নি, তার কোন প্রমাণ আছে?

আশমান। আছে।

নাসির। কোথায়?

আশমান। আমার দীলে।

নাসির। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

আশমান। হাসছো নাসির? হাসো! তবু জেনে রেখো, ওই হিন্দু তোমার মত বে-আদব নয়। *এই নির্জ্জন মঞ্জিলে পেয়ে তুমি আমাকে যত-খানি দোজাকে নামাতে—ওই হিন্দু ঠিক ততখানি বেহেস্তে তুলে ধরেছে।*

নাসির। আশমান তারা!

আশমান। ও আমার ইজ্জত নেই নি নাসির! ইজ্জত দিয়েছে।

[প্রস্থান।

নাসির। খোশ খবর, বহোৎ খোশ খবর। ইনসাল্লা! পেশোয়ারী শালোয়ার—বুলবুল চসম ওড়না তাহলে খোলা হয়েছে।

যদু। নাসিরউদ্দিন! তোমার মনে রাখা উচিৎ আমি রাজা গণেশ নারায়ণের পুত্র যদু নারায়ণ। জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলিনি, পরের ক্ষতি করিনি। মৃত্যুর ভয়ে অন্যায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পিছু হঠতে শিখিনি। আমি শিখেছি মানুষকে ভালবাসতে। অকল্যাণের অন্ধকার দূর করে দিয়ে মানুষের কল্যাণ সাধন করতে। আর তোমার মত শয়তানরা যাদের দেখে উল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে ওঠো সেই নারী জাতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে।

নাসির। পীর সাহেবকে হজরৎ বলে তসলিম জানাচ্ছি।

যদু। নাসিরউদ্দিন!

নাসির। বে-আদবী করো না যদু নারায়ণ! ইয়াদ রেখো, ইলিয়াছ শাহী বংশের এক্তিয়ার থেকে বাংলার মসনদ ছিনিয়ে নিলেও, বে-হিম্মত তারা নয়। এখনও তাদের কলিজায় বয়ে চলেছে সুলতানী খুন।

এখনও তাদের শেষ হয়নি খানদানী ইজ্জত। ইলিয়াছ শাহী বংশের আদমীরা হিন্দুদের চেনে।

যদু। কতটুকু চেনে ইসলাম?

নাসির। যতটুকুই চেনে—তাতেই তারা জানে—তোমরা বে-আদব, বে-ইমান—বে-ইজ্জত।

যদু। না ইসলাম, না। হিন্দুরা বে-আদব হলে তোমরা আজ এমন বে-আদব হতে পারতে না। হিন্দুরা বে-ইমান হলে তোমাদের বেইমানির কশাইখানায় পশুর মত বলি হতো না। আমরা যদি বে-ইজ্জত হতাম তাহলে, তোমাদের ঘরের মেয়ে আজ ইজ্জত নিয়ে ফিরতে পারতো না।

নাসির। হিন্দু!

যদু। হিন্দুরা দেখেছে সিকন্দর শাহকে। গিয়াসউদ্দিন আজমকে। হিন্দুরা দেখেছে সাইফুদ্দিন হামজার আসল রূপ। আমার পিতা গণেশ নারায়ণ যাকে রাস্তা থেকে তুলে এনে বাংলার সিংহাসনে বসিয়ে ছিলেন সেই অপদার্থ হিংস্র সুলতান শিহাবুদ্দিন শাহকেও হিন্দুরা চিনতে ভুল করেনি। রক্তে তোমাদের মরু সাহারার জ্বালা। তাই বাংলার এই নরম মাটিতে বাস করেও তোমরা বাংলার দেবতাত্মা মানুষের হৃদয়ের দাম দিতে শেখোনি।

নাসির। দাম দেব এই হাতিয়ারের আঘাতে।

যদু। সে সৌভাগ্য অনেক দূরে।

[উভয়ের যুদ্ধ ও নাসিরের অস্ত্র পতন]

খানদানী পোষাকে সজ্জিতা আশমান তারার প্রবেশ।

আশমান। এই হিম্মত নিয়ে তুমি আমাকে উদ্ধার করতে এসেছো? তওবা তওবা নাসির!

নাসির। আফশোষ !

যদু। কিন্তু, বর্ত্তমানে তোমাকে আমি বন্দী করতে পারি নাসিরউদ্দিন !

নাসির। বন্দি !

যদু। শুধু বন্দী নয় ইসলাম ! যে ধৃষ্টতার পরিচয় তুমি দিয়েছো, জীবন পণ করে উপকারের বিনিময়ে আমার প্রতি যে অশ্লীল ইঙ্গিত তুমি করেছো, নীচ, বর্ব্বর জানোয়ারের মন নিয়ে হাতিয়ার তুলে যে পাপ তুমি করতে চেয়েছিলে, তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যু।

নাসির। }
আশমান। } হিন্দু !

যদু। ভয় নেই আশমান তারা। তুমিও নির্ভয় হও নাসিরউদ্দিন ! তোমাকে আমি মৃত্যু দিতে পারি বলেই মুক্তি দিয়ে গেলাম।

আশমান। তাহলে চলুন।

যদু। কোথায় ?

আশমান। আমাকে পৌছে দেবেন।

নাসির। কেন ! আমি তো রয়েছি ?

যদু। ঠিক কথা। ও তো আপনার আত্মীয় ?

আশমান। না।

যদু। আশমান তারা !

আশমান। ও আমার যৌবনের দুশমন।

নাসির। কি বললে !

আশমান। ওই হিন্দুর সঙ্গে গভীর রাতে আমি পথ চলতে পারি। কিন্তু তোমার সঙ্গে দিনের আলোয় পথ চলবার সাহস আমার দীলে নেই।

[প্রস্থান।

নাসির। এ্যাইসী মাফিক বে-ইজ্জত!

যদু। ইজ্জত গাছের ফল নয় ইসলাম! ইজ্জতকে ইজ্জত দিয়ে অর্জ্জন করে নিতে হয়। [প্রস্থান।

নাসির। বহোৎ দেমাক তোমার জিম্মি কাফের। মগর এই বে-ইজ্জতের বদলা আখেরে আমি আদায় করে নেব। তবে আমার নাম নাসিরউদ্দিন। তবেই আমার পয়দা ইলিয়াছ শাহী বংশে। আর ওই বে-শরমী আশমান তারাকে বুঝিয়ে দেব—ক্যা হামারী দীল কা কশম। কিত্না হামারী বে-ইজ্জত কা গুণাগার। কিঁউ হামারী জিন্দেগী কা খো-য়া-ব। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আজ্জিম মঞ্জিল।

দরবেশ নুর কুতুব আলম প্রবেশ করিল। তাহার হাতে তসবী। সে তসবী জপ করিতে করিতে বলিতেছিল।

নুর কুতুব। কিঁউ হামারী জীন্দেগী কি খোয়াব? সেতো তুমি জানো দীন দুনিয়ার মালেক! আমি দৌলৎ চাইনা, মসনদ চাইনা, আমি চাই তোমার খেদমদগার হয়ে তামাম বাংলার জমিনে শুধু ইসলামের আবাদ করতে। বান্দার কসুর তুমি মাপ করো খোদা!

মণিরউদ্দিনের প্রবেশ।

মণির। না ফকির সাহেব।

নুর কুতুব। কি না মণিরউদ্দিন?

মণির। আপনার কসুরের মাপ নেই।

নুর কুতুব। ওমরাহ আজিম শাহের কথাটা তুমিই বলতে এসেছ বুঝি?

মণির। জী না। আমি পরের কথা বলতে আসিনি। এসেছি—

নুর কুতুব। নিজের কথা বলতে।

মণির। জরুর।

নুর কুতুব। বেশ তো মণিরুদ্দিন বল, তোমার কি বলবার আছে?

মণির। হিন্দুদের জোর করে মুসলমান করার মতলব আপনার জীন্দেগী থেকে খারিজ করে ফেলুন।

নুর কুতুব। তুমি ভুল বুঝেছো মণির!

মণির। ভুল বুঝেছি।

নুর কুতুব। জরুর।

মণির। ফকির সাহেব!

নুর কুতুব। আমি কিছুই করিনি যুবক। আল্লাহ পাক্ স্বয়ং আমাকে দিয়ে তার কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।

মণির। ঝুট বাত।

নুর কুতুব। মণিরুদ্দিন!

আজিম শাহের প্রবেশ।

আজিম। মণিরউদ্দিন ঠিক কথাই বলেছে হজরৎ!

নুর কুতুব। হজরৎ! যার বিলকুল বাত ঝুট তাকে আবার হজরৎ বলে তামাসা করছো কেন ওমরাহ সাহেব?

আজিম। হজরৎ এ আলম!

মণির। ভুলবেন না—ভুলবেন না চাচাজান! ওই বিষ কুম্ভ পয়োঃ মুখের মিঠি বাত্ শুনে আর আপনি ভুলবেন না। ফকির নুর কুতুব আলম দরবেশ নয়। মোল্লা-মৌলভী-হাফেজদের প্রতিনিধি নয়। ইবলিসের দোসর—বাঙ্গালীর দুশমন।

নুর কুতুব। চোপরাও বদ-তমীজ!

মণির। কেন? কেন আমি চুপ করবো? কে আপনি বাংলার? কতটুকু জানেন আপনি শস্য শ্যামলা বাংলার মানুষের মনের কথা? এই বেহেস্তি বাংলার পবিত্র মাটিতে পাশাপাশী দাঁড়িয়ে আছে মন্দির আর মসজিদ। রাম করে পূজা, রহিম পড়ে নামাজ, পূজা-নামাজের মধুর আওয়াজে ভরে উঠে বাংলার আশমান। আপনি কি মনে করেছেন—হিন্দু-মুসলমানের মিলিত মহাসভা আপনার গুণাহে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে?

নুর কুতুব। আলবৎ।

আজিম। না হজরৎ। তা আমরা হতে দেব না।

নুর কুতুব। আজিম শাহ!

আজিম; নাসির কে আপনি হাত করেছেন। তার মগজে ঢুকিয়েছেন মসনদ মদের মারাত্মক নেশা। কিন্তু সকলেই তো আর নাসিরউদ্দিন নয়।

নুর কুতুব। আমি সকলকেই নাসিরউদ্দিন বানাবো।

মণির। পারবেন না।

নুর কুতুব। পারবো না?

আজিম। না হজরৎ। আমরা জানি মসনদের চেয়ে মানুষ অনেক বড়।

মণির। মানুষের জন্যই ধর্ম্মের প্রয়োজন—ধর্ম্মের জন্য মানুষ নয়।

নুর কুতুব। তোমরা কি বলতে চাও ওমরাহ আজিম শাহ?

আজিম। গণেশ নারায়ণের পুত্র যদু নারায়ণকে আপনি মুক্তি দিন।

নাসিরউদ্দিনের প্রবেশ।

নাসির। অসম্ভব।

মণির। }
আজিম। } কেন?

নুর কুতুব। সেই জিম্মি কাফের, আশমান তারাকে বে-ইজ্জত করেছে।

আজিম। দরবেশ!

মণির। আমি বিশ্বাস করিনা।

নাসির। কাফের যদু নারায়ণকে তুই কতটুকু চিনিস?

মণির। তোমার চেয়ে বেশী চিনি ভাইজান।

নুর কুতুব। সেতো তোমার দোস্ত্?

মণির। দুনিয়ায় আপনি ছাড়া দুশমন আমার কেউ নেই।

নাসির। হুঁসিয়ার বে-আদব!

মণির। তোমরা হুঁসিয়ার হও ভাইজান! কালকেউটে নিয়ে খেলা করতে যেয়ো না।

আজিম। ঠিক বলেছো মণির।

নুর কুতুব। না। ওর কথা আমরা মানি না।

নাসির। হিন্দুদের আমরা ভয় করিনা।

মণির। তা করবে কেন ভাইজান? ওরা যে পূজারী।

নাসির। }
নুর কুতুব। } পূজারী।

মণির। জরুর। সাপ, মাছ, গাছ, পুতুলকে ওরা পূজা করে। ওরা

পূজা করে দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিষের। ওরা মানুষকে বসিয়ে দেবতার সিংহাসনে উচ্চ কণ্ঠে গান গায় "সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"—তাই ভেবেছো হিন্দুরা দুর্ব্বল, হিন্দুরা বে-তাকৎ? না, তা নয়। ওরা অন্যের প্রয়োজনে নিজের বুকের পাঁজোর খুলে দিতে পারে। ওরা বিশ্বের কল্যাণে পারে বিষ্ণুর বুকে লাথি মারতে। ওদের দুর্ব্বল ভাবা আর ঘুমন্ত সিংহের খাঁচায় মাথা বাড়িয়ে দেওয়া এক কথা।

নুর কুতুব। তোবা তোবা।

নাসির। কাফের হিন্দুদের না-পাক কাহিনী।

আজিম। কিন্তু ইতিহাস?

মণির। ইতিহাসকেও ওরা উড়িয়ে দিতে চায়।

নুর কুতুব।
নাসির। } মণির।

মণির। উত্তর বাংলার পল্লী প্রান্তরে দাঁড়িয়ে যে শক্তিমান গণেশ-নারায়ণ দুশো বছরের মুসলমান শাসনের কঠিন বুনিয়াদ ভেঙ্গে খান খান করে দিয়েছে—ইলিয়াছ শাহী বংশের পীঠস্থান হজরৎ পাণ্ডুয়ার প্রাসাদ শীর্ষে উড়িয়ে দিয়েছে হিন্দুর জাতীয় নিশান, তার পুত্র যদু-নারায়ণকে নজোর বন্দী করে রাখার অর্থ কি জানো ভাইজান?

নুর কুতুব।
নাসির। } কি?

মণির। নিজের হাতে নিজের কবর খোঁড়া। [প্রস্থান।

নুর কুতুব। না-না, বে-আদব মণিরউদ্দিন! আমরা নিজের কবর খুঁড়বো না। বাংলার তামাম মুসলমান এক হয়ে ধর্ম্মের জেহাদ ঘোষণা করে আমরা খুঁড়বো হিন্দু ধর্ম্মের কবর। রাজা গণেশ নারায়ণের কবর। তামাম হিন্দু জাতির কবর। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

আজিম। এ আপনি কি বলছেন হজরৎ?

হুর কুতুব। না-না ওমরাহো সাহেব! দরবেশ হুর কুতুব আলম কিছুই বলেনি। এ বান্দার সব কথাই দুনিয়ার মালেক খোদাতালার মর্জ্জি মাফিক।

নাসির। হজরৎ!

হুর কুতুব। ফুল শোরাৎ—ফুল শোরাৎ—হে খোদার বান্দা বেরাদর এ ইসলাম! বে-ইয়াদ হলে চলবে না। ইয়াদ রাখো—আখেরের সেই রোজ কেয়ামৎ—রোজ কেয়ামৎ—

আজিম। বান্দার গোস্তাকী মাপ করুন হজরৎ—

হুর কুতুব। খোদাকে ইয়াদ কর। আমি কে? আমি কতটুকু?

নাসির। মগর আপনি যে কাফের যদু নারায়ণের কথা বিলকুল বে-ইয়াদ হয়ে গেলেন হজরৎ?

হুর কুতুব। সেই কাফের জিম্মি যার মেয়ের বে-ইজ্জত করেছে সেই ওমরাহ আজিম শাহই তার বিচার করবে নাসির।

আজিম। সত্যিই কি আশমান তারা বে-ইজ্জত?

আশমান তারার প্রবেশ।

আশমান। না-না বাপজান! তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর। বিশ্বাস কর যদু নারায়ণ আমাকে বে-ইজ্জত করেনি।

হুর কুতুব। আশমান তারা!

আশমান। আপনি তো জানেন আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি না। আমি কখনও অন্যায়ের পায়ে মাথা নত করি না, আপনার কাছে বাঁদীর আরজ হজরৎ! হিন্দু যদুনারায়ণ আমাকে মউতের কবল থেকে, বে-ইজ্জতের কবল থেকে রক্ষা করেছে। মেহেরবাণী করে তাকে আপনি মুক্তি দিন মেহেরবান।

নুর কুতুব। নাসির!

নাসির। মিথ্যা কথা ফকির সাহেব।

আশমান। মিথ্যা কথা!

নাসির। নয়? তোমার বাপজানের সামনে—হজরৎ নুর কুতুব আলমের সামনে—খোদার নামে কশম করে বল—যদু নারায়ণকে তুমি স্পর্শ করনি?

আশমান। করেছি।

আজিম। আশমান তারা!

নাসির। থামুন চাচাজান! আমার কথা শেষ করতে দিন! বল আশমান তারা! সেই কাফের হিন্দু জওয়ান তোমার দেহ থেকে পোষাক খোলেনি?

আশমান। খুলেছে।

নুর কুতুব। তোবা তোবা।

আজিম। তুই কোথায় নেমেছিস বে-শরমী?

আশমান। বাপজান!

নুর কুতুব। নাসিরের কথা এখনও শেষ হয়নি আশমান তারা।

নাসির। বল আশমান তারা! সেই লম্পট হিন্দু যুবকের সঙ্গে সারা রাত তুমি একই ঘরে ছিলে না?

আশমান। ছিলাম। কিন্তু—

আজিম। চুপ কর বে-শরমী। আর তোর কোন কথা আমি শুনতে চাই না।

আশমান। শুনতে হবে বাপজান! আমি—

আজিম। দোজকে নেমেছিস হতভাগী। তুই নিজে দোজকে পা

দিয়ে তামাম ইলিয়াছ শাহী বংশকে দোজকের দিকে ঠেলে দিয়েছিস। তুই বে-শরম, তুই বে-ইজ্জত, তুই না-পাক্।

আশমান। না-না-না বাপজান, না। ওই নাসিরউদ্দিনের কথা বিশ্বাস করে তোমার একমাত্র মেয়ে আশমান তারাকে ভুল বুঝো না। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। তুমি আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ। বাপজান্—বাপজান্! তোমার আশমান তারা একটা হরফ মিথ্যা বলেনি।

নুর কুতুব। আল্লা মালেক!

নাসির। হুঁ, তোবা তোবা বংশের বদনাম।

আজিম। নাসির!

আশমান। বলুক, বাপজান বলুক। তামাম দুনিয়া আমার মাথায় তুলে দিক বদনামের বোঝা। বাংলার মুসলমান সমাজ করুক আমাকে এনকার, আমি একটুও ভয় করিনা—আমি একটুও ভেঙ্গে পড়বো না, শুধু তুমি তোমার আশমান তারাকে বিশ্বাস কর।

আজিম। আশমান তারা!

আশমান। জেগে ওঠো বাপজান! ধর্মের কুসংস্কার কাটিয়ে, বুক ভরা ইমান নিয়ে, নজোর থেকে ভুলের সুরমা মুছে, মুখ তুলে চেয়ে দেখ, তোমার কন্যা আশমান তারা আশমানের তারার মতোই নির্মল —নিষ্পাপ—পবিত্র।

আজিম। ঠিক বলেছিস—ঠিক বলেছিস মা! আমি জানি তুই, না-পাক নয়, আজিম শাহের কন্যা আশমান তারা কখনও গুণাহের কাজ করতে পারে না। তুই হারেমে চল কন্যা—আমার সঙ্গে তুই হারেমে চল।

নুর কুতুব। দাঁড়াও আজিম শাহ!

আজিম। হজরৎ!

নাসির। ধর্মের চেয়ে কন্যাই আপনার কাছে বড় হলো?

আজিম। না—

নুর কুতুব। কন্যার মিঠি বাত শুনে তামাম ইসলাম জাতির মাথায় তুমি তুলে ধরবে বে-ইজ্জতির পয়জার?

আজিম। না-না—

নাসির। ইয়াদ করুন, ইলিয়াছ শাহী বংশের শেষ প্রতিনিধি আপনি। আপনার মুখ চেয়ে আছে বাংলার অসংখ্য মুসলমান। আপনি কি পারবেন—আপনার কন্যার ধর্ম যে লুণ্ঠন করেছে সেই কাফের লম্পট যদু নারায়ণের কসুর মাপ করতে?

আজিম। না-না-না।

আশমান। বাপজান!

আজিম। তোর কথা আমি বিশ্বাস করিনা।

আশমান। কি বললে!

আজিম। কন্যার মুখ চেয়ে আমি ধর্মের বে-ইজ্জত করতে পারি না।

আশমান। না-না বাপজান!

আজিম। হ্যাঁ বে-শরমী। আমি কাফের যদু নারায়ণের শাস্তি চাই। আমি ধর্মের সেবা করতে চাই। আর যে হতভাগী কন্যার জন্য আমার পবিত্র বংশ আজ কলংকিত, সেই কলংকিনী না-পাক কন্যা তোর মুখ জিন্দা থাকতে দেখতে আমি চাই না।

[প্রস্থান।

আশমান। হায় খোদা!

নুর কুতুব। চোপরাও শয়তানী। না-পাক মুখে খোদার নাম উচ্চারণ করো না।

যদু নারায়ণের প্রবেশ।

যদু। খোদার নাম ভাঙ্গিয়ে আর কতদিন চালাবেন নুর কুতুব আলম ?

আশমান। পালিয়ে যান—পালিয়ে যান হিন্দু! এরা আপনাকে শাস্তি দেবে।

যদু। শাস্তি দেবে! হাঃ-হাঃ-হাঃ, শাস্তির ভয়ে কুমার যদু নারায়ণ পালিয়ে যেতে শেখেনি।

নুর কুতুব। }
নাসির। } কাফের হিন্দু!

যদু। কাফের হিন্দুকে কি শাস্তি দেবেন ধার্মিক ইসলাম?

নুর কুতুব। সে শাস্তি সহ্য করতে পারবে জিম্মি কাফের?

যদু। কত কঠিন শাস্তি নুর কুতুব আলম? পাগলা হাতীর পায়ের তলায় আমাকে ফেলে দেবে?

নুর কুতুব। না।

যদু। তবে কি ক্ষুধার্ত্ত সিংহের পিঞ্জরে মাংসের বদলে আমাকে ছুঁড়ে দেবে?

নুর কুতুব। না-না।

যদু। তাহলে আমাব হাতে পায়ে বেঁধে সর্ব্বাঙ্গে শাণিত ছুরি বসিয়ে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করবে?

নুর কুতুব। না-না-না।

যদু। তবে আমাকে কি শাস্তি দেবে?

নুর কুতুব। তোমাকে কলমা পড়িয়ে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষা দেব।

যদু। না-না-না!

আশমান। নুর কুতুব আলম!

নাসির। হ্যাঁ বে-শরমী! জারিয়া! তার পরের শাস্তি, আশমান তারার সঙ্গে যদু নারায়ণের শাদী। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

আশমান। খোদা!

নুর কুতুব। খোদা মেহেরবান! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

যদু। আশমান তারা, আশমান তারা! যে কোন প্রকারেই হোক ভাতুরীয়া রাজপ্রাসাদে এ সংবাদ পৌঁছে দিতে পারো না?

নুর কুতুব। না।

আশমান। হ্যাঁ পারি। আমি নিজে ঘোড়া ছুটিয়ে আজ রাত্রেই এ খবর রাজা গণেশ নারায়ণের দরবারে পৌঁছে দেব।

নুর কুতুব। আজিম মঞ্জিলের দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে আছে ভয়ঙ্কর কাফ্রি খোজার দল।

যদু। নুর কুতুব আলম!

নুর কুতুব। ইন্তেকাম—যদু নারায়ণ ইন্তেকাম! তোমার পিতা গণেশ-নারায়ণের বে-ইমানীর বীভৎস প্রতিশোধ। মুসলমানদের সে কুত্তার মাফিক এনকার করে। সুলতান গিয়াসউদ্দিনকে খুন করেছে, সুলতান সাইফুদ্দিন হামজাকে সে জিন্দা থাকতে দেয়নি! সুলতান শিহাবদ্দিন শাহের তাজা খুনে যে কাফের বাংলার মসনদ ধুয়ে দিয়ে তামাম ইসলামের মাথায় তুলে ধরেছে বে-ইজ্জতির পয়জার—সেই হিন্দু ব্রাহ্মণ গণেশ নারায়ণের উপযুক্ত পুত্র যদু নারায়ণকে আমি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেবই।

যদু। }
আশমান। } শয়তান নুর কুতুব আলম!

নুর কুতুব। হাঃ-হাঃ-হাঃ আগামীকাল জুম্মাবার। মাঝে মাত্র একটি রাত সময়। খোদা! আমি,—এই বান্দা যা কিছু করছি—সব তোমারই জন্য করছি মে-হে-র-বা-ন।

[প্রস্থান।

আশমান। মেহেরবান নয়—মেহেরবান নয়। খোদাতালা! সে নিষ্ঠুর—সে পা-ষা-ণ। [কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল]

যদু। আশমান তারা!

আশমান। আমি—আমিই এর জন্য দায়ী হিন্দু। আপনি আমাকে গলা টিপে শেষ করে দিন। আপনি আমার জীবনের আলো—মরণের অন্ধকারে মিশিয়ে দিয়ে যান।

[প্রস্থান।

যদু। একখানা তরবারি—না—একটুখানি বিষ—না, কোন কিছুর আশা এখানে নেই। আছে শুধু একটি মাত্র রাত—। এই কাল রাত্রির বিষাক্ত প্রভাত কুমার যদু নারায়ণের জীবনে অভিশাপ হয়ে ছুটে আসছে। মুক্তির কোন উপায় নেই—নিরুপায় মানুষের বোবা কান্নায় প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তন নেই। আছে শুধু মরমের তীব্র হাহাকার। ভুলে যাও পিতা গণেশ নারায়ণ ভুলে যাও—হিন্দু সমাজ—যদু নারায়ণকে ভুলে যাও তুমি প্রাণের প্রতিমা চিণ্ময়ী—!

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

ভাতুরীয়া রাজপ্রাসাদ।

স্বপ্ন দেখিয়া উন্মাদিনীপ্রায় চিন্ময়ী প্রবেশ করিয়া বলিতেছিল।

চিন্ময়ী। স্বামী—স্বামী! না-না-না। আমি কিছুতেই তোমাকে ভুলতে পারবো না। আমি সুখ-শান্তি-আনন্দ ত্যাগ করতে পারি। আমি পারি তোমার জন্য হাসি মুখে মরণ বরণ করতে, কিন্তু তোমাকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না গো, তোমাকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না।

মহেন্দ্র নারায়ণের প্রবেশ।

মহেন্দ্র। তুমি কি স্বপ্ন দেখেছ বৌদি?

চিন্ময়ী। হ্যাঁ ঠাকুরপো! দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

মহেন্দ্র। দুঃস্বপ্ন!

চিন্ময়ী। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। কি দেখলাম জানো?

মহেন্দ্র। কি দেখলে?

চিন্ময়ী। দেখলাম, অপূর্ব্ব একটা সুন্দরী মেয়ে তোমার দাদাকে যেন আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। আর তোমার দাদা নিরুপায় হয়ে হাহাকার করে বলছে, চিণ্ময়ী! তুমি আমাকে ভুলে যাও।

মহেন্দ্র। হয়েছে।

চিন্ময়ী। কি?

মহেন্দ্র। গণ্ডগোল।

চিন্ময়ী। কোথায়?

মহেন্দ্র। তোমার মাথায়।

চিন্ময়ী। ঠাকুরপো!

মহেন্দ্র। সাধে কি বলেছি মেয়েমানুষকে বিয়ে করবো না। দিন নেই, রাত নেই, সময় নেই, অসময় নেই কেবল স্বপ্নই দেখছে।

চিন্ময়ী। স্বপ্ন কি কখনও সত্যি হয় ঠাকুরপো?

মহেন্দ্র। তুমি কি পাগল হলে বৌদি? স্বপ্নে তো মানুষ কত কি দেখে। এই আমি—আমি তো প্রায়ই স্বপ্নে দেখি আকাশ দিয়ে হাতী উড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সত্যিই কি হাতী আকাশে উড়ছে?

চিন্ময়ী। কিন্তু আমার যে মন বুঝছে না ভাই!

মহেন্দ্র। কি করে বুঝবে। মন যে তোমার হাত ছাড়া হয়ে গেছে।

চিন্ময়ী। রহস্য করছো?

মহেন্দ্র। করবো না? মাত্র দুদিন দাদা প্রাসাদে নেই, তার জন্য খাওয়া দাওয়া তো ছেড়েছোই, উপরন্তু স্বপ্ন নিয়ে টানাটানি। আচ্ছা বৌদি! দাদাকে তুমি খুব ভালবাসো তাই না?

চিন্ময়ী। যাও!

মহেন্দ্র। না বৌদি! এড়িয়ে গেলে চলবে না। বলতে তোমাকে হবেই।

চিন্ময়ী। কি বলতে হবে?

মহেন্দ্র। ভালবাসা জিনিষটা কি? তাকে দেখতে কেমন? সে ব্যাটা আসে কোথা থেকে?

চিন্ময়ী। জানি না।

মহেন্দ্র। তার মানে বলবে না। ঠিক আছে বলো না। আমি বুঝে নেব।

চিন্ময়ী। হ্যাঁ, বৌ এলে বৌয়ের কাছে হাতে কলমে বুঝে নিও।

মহেন্দ্র। বুঝে আমি নিয়েছি বৌদি!

চিন্ময়ী। কি বুঝে নিয়েছো?

মহেন্দ্র। ছেলেটা একটু এগুলো, মেয়ে একটু এগুলো, ও একটু হাসলো, সে একটু হাসলো, তারপর—

চিন্ময়ী। তারপর কি?

মহেন্দ্র। ওই তারপরটাই হলো ভালবাসা।

চিন্ময়ী। তুমি সব বোঝ ঠাকুরপো! [হাসি]

মহেন্দ্র। যা বাবা! এই দেখলাম মেঘ আবার এই দেখছি রোদ্দুর। তোমরা সব পারো বৌদি।

চিন্ময়ী। চললে কোথায়?

মহেন্দ্র। পিতাকে বলতে?

চিন্ময়ী। কি বলতে?

মহেন্দ্র। দাদাকে আজই প্রাসাদে ফিরিয়ে আনতে হবে। না আনলে—

চিন্ময়ী। না আনলে?

মহেন্দ্র। রাত্রে বৌদি স্বপ্ন দেখছে।

চিন্ময়ী। ছিঃ-ছিঃ, কি অসভ্য! এই ঠাকুরপো! শোনো—

মহেন্দ্র। পরে শুনবো, আগে পিতাকে বলে আসি।

চিন্ময়ী। পিতার কানে ওই কথা উঠলে আমি কিন্তু বিষ খেয়ে মরবো।

মহেন্দ্র। কি বললে!

[সহসা হাসি খুশী ভরা মহেন্দ্রের মুখ পাংশু হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে চিণ্ময়ীর সামনে এসে ভগ্নকণ্ঠে বলিল—]

মহেন্দ্র। তুমি মরবে বৌদি!

চিন্ময়ী। তুমি আমাকে ক্ষমা কর ভাই! সত্যিই আমার ভুল হয়েছে।

মহেন্দ্র। কিন্তু কেন ভুল হয়? কেন ভুল কর? তুমি তো জানো বৌদি। তোমার মরণের কথা আমি সইতে পারি না?

চিন্ময়ী। একদিন কিন্তু সত্যিই আমি মরবো।

মহেন্দ্র। তার আগে কি আমি মরতে পারি না?

চিন্ময়ী। কেন! তুমি মরবে কেন? আমি মলে তোমার কি ক্ষতি?

মহেন্দ্র। সে তুমি বুঝবে না। বুঝতে পারো না। বুঝলে এত বড় কথা তুমি বলতে পারতে না।

চিন্ময়ী। ঠাকুরপো!

মহেন্দ্র। মায়ের মৃত্যুর পর এক বছর আমি ভাল করে খাইনি। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুই নি। কারও সঙ্গে প্রাণ খুলে হেসে কথা বলিনি। একটা বছর আমি বোবা কান্নায় গুমরে গুমরে কেঁদেছি।

চিন্ময়ী। আমি—

মহেন্দ্র। বধূ হয়ে এই প্রাসাদে এলে এক বছর পরে। কত লোক তোমাকে দেখতে এলো। আমি গেলাম—গিয়ে দেখলাম—

চিন্ময়ী। কি দেখলে?

মহেন্দ্র। তোমার মুখে আমার মায়ের হাসি।

চিন্ময়ী। ঠাকুরপো!

মহেন্দ্র। তোমার চোখে আমার মায়ের দৃষ্টি।

চিন্ময়ী। আমার—

মহেন্দ্র। সর্ব্বাঙ্গে আমার কল্যাণী মায়ের চিণ্ময়ী প্রতিমা। [কান্না]

চিন্ময়ী। কেঁদো না—কেঁদো না মহেন্দ্র! আমি তোমার মায়ের অভাব মুছিয়ে দেব। [আঁচোল দিয়ে মহেন্দ্রের চোখ মুছিয়া দিতেছিল]

ব্রজ প্রবেশ করিল।

ব্রজ। কম করে বৌরাণী—কম করে। দু ঝিনুক হাতে রেখো। সবটা হাতছাড়া করলে শ্যামকে ভোলাবে কি দিয়ে?

মহেন্দ্র।
চিন্ময়ী। } ব্রজদা!

ব্রজ। বুড়ো খোকার হলো কি?

মহেন্দ্র। কি আবার হবে?

ব্রজ। চোখ খারাপ।

চিন্ময়ী। চোখ খারাপ?

ব্রজ। হ্যাঁ বৌরাণী। তবে তোমার আঁচলে চোখের রোগ সারবে না। অন্য আঁচল চাই।

মহেন্দ্র। তোমার মুণ্ডু চাই।

ব্রজ। তাহলে দেখাই?

মহেন্দ্র। কি?

ব্রজ। সেই ছবিটা।

চিন্ময়ী। কার ছবি ব্রজদা?

মহেন্দ্র। কারও ছবি নয় বৌদি! ব্রজদা বাজে কথা বলছে।

ব্রজ। বাজে কথা বলছি? হাটের মাঝে হাঁড়ি তাহলে ভাঙ্গতেই হবে। [ফতুয়ার পকেটে ছবি খুঁজে না পেয়ে] এই যা—কোথায় হারিয়ে ফেলেছি—

শ্যাম সুন্দরের প্রবেশ।

শ্যাম। আমি কুড়িয়ে পেয়েছি দাদু।

মহেন্দ্র। কই দেখি শ্যাম সুন্দর?

[শ্যাম সুন্দর গাহিতেছিল ।]

শ্যাম । **গীত ।**

আগে এনে দাও আমার খেল্‌না ।
না হলে দেব না,
ছবি তো পাবে না,
কথা দাও আনবে আমার দোলনা? ও কাকুগো !

মহেন্দ্র । ওরে দুষ্টু ! তোর মা এখনি দেখে ফেলবে !

চিন্ময়ী । দেখবোই তো ।

ব্রজ । মেয়ে তোমার চেনা গো বৌরাণী ।

চিন্ময়ী । ব্রজদা !

মহেন্দ্র । দে না শ্যাম !

শ্যাম । **পূর্ব্ব গীতাংশ ।**

দিতে পারি তোমায় কাকু কথা যদি শোনো,
যা যা বলেছি তোমায় সব যদি আনো ।
না হলে ছবিটি,
এমনি দেব কি,
তুমি তো ভাববে আমায় ক্যালনা ।

[সহসা মহেন্দ্র শ্যামের হাত থেকে ছবি কাড়িতে গেল ।
শ্যাম ছবি তার মাকে দিয়ে ছুটিয়া প্রস্থান করিল ।]

মহেন্দ্র । ইস্‌ সব গেল ।

ব্রজ । পালাচ্ছো কোথায় ছোকরা ! চুরি করে ধরা পড়েছো শাস্তি নিতে হবে না ?

চিন্ময়ী । মহারাজ এলেই আমি বিচার চাইব ব্রজদা ।

ব্রজ । আরে, ওই খুচরো বিচার আমিই করে দিতে পারি ।

মহেন্দ্র। ব্রজদা!

চিন্ময়ী। থামো মশাই! আমার বোন মৃণ্ময়ীর ছবি তোমার কাছে লুকোনো ছিল। তুমি অপরাধি। তোমার—

ব্রজ। একমাত্র শাস্তি সেই মেয়েটাকে বিয়ে করতে হবে।

[তিনজনে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল]

গণেশ নারায়ণের প্রবেশ।

গণেশ। আনন্দ—আনন্দ! চারিদিকে আজ আনন্দের কলতান। দুশো বছর পরে বাংলার হিন্দু-মুসলমান প্রজারা আজ প্রাণ ভরে হাসছে।

চিন্ময়ী। বাবা!

গণেশ। হ্যাঁ মা। পাণ্ডুয়ার মাটিতে দেবী একলক্ষীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হিন্দুরা প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করছে, তাই আমি ঠিক করেছি, আমার মুসলমান প্রজাদের জন্য একটা মসজিদ তৈরী করে দেব।

চিন্ময়ী। শুভ কাজে বিলম্ব না করাই ভাল বাবা।

ব্রজ। মনের কথাটা টেনে বলেছো বৌরাণী।

মহেন্দ্র। আমি কি রাজমিস্ত্রিদের আদেশ দেব পিতা?

বলদেব মিশ্রের প্রবেশ।

বলদেব। না।

ব্রজ। তুমি কে মশাই?

বলদেব। আমি বলদেব শর্ম্মা। হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি।

চিন্ময়ী। আসন গ্রহণ করুন ব্রাহ্মণ!

বলদেব। না। বসতে আমি আসিনি।

মহেন্দ্র। তাহলে বলুন কেন আপনি এসেছেন?

বলদেব। আমি রাজা গণেশ নারায়ণের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

ব্রজ। এই সেরেছে কাণ্ড। ঠাকুর মশাইয়ের গোলমাল লেগে গেছে। কে মহারাজ চিনতেই পারছে না। আর তোমাকেও বলি মহারাজ! রাজা হয়েছ না ঘোড়ার ডিম হয়েছ, দু বছর রাজ্যি শাসন করেও গায়ে একটা ভাল পোষাক জুটলো না?

গণেশ। কোথায় পাবো ব্রজ?

ব্রজ। শুনলে বৌরাণী! শ্বশুরের কথাটা শুনলে তো?

চিন্ময়ী। উনি ঠিক কথাই বলেছে ব্রজদা।

ব্রজ। থামো তো। যেমন শ্বশুর তার তেমনি বউ।

মহেন্দ্র। তুমি ভুল বুঝেছো ব্রজদা।

ব্রজ। থাক ছোড়দা, থাক। সবাই মিলে বেজকে আর গেয়ান দিও না। বেজ বুঝে নিয়েছে।

বলদেব। কি বুঝেছ?

ব্রজ। আরে মশাই, রাজা বলে কথা। গায়ে থাকবে ঝলমলে পোষাক। মাথায় থাকবে সোণার মটুক। পায়ে থাকবে লাখ টাকার জুতো, তবে তো লোকে রাজা বলে মানবে?

গণেশ। ব্রজ!

ব্রজ। সেই মান্ধাতার আমলের জামা কাপড় পরে থাকলে কেউ তোমাকে মান্যি করবে ভেবেছো? গুষ্ঠির মাথা করবে।

গণেশ। গণেশ নারায়ণ সম্মানের ভিখারী নয় ব্রজ।

চিন্ময়ী। তিনি সাজের চেয়ে কাজ ভালবাসেন।

মহেন্দ্র। নিজের চেয়েও বেশী ভালবাসেন প্রজাদের।

গণেশ। আমি চাই না রূপ কথার রাজা সেজে, প্রজাদের মাথায়

পা দিয়ে পোষাকে, বিলাসে, আরামের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে। আমি সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম নই, সুলতান সাইফুদ্দিন হামজা নই, আমি নই সুলতান শিহাবদ্দিন শাহ। বাংলার পূর্ব্বতন সুলতানদের একদিনের বিলাসের খরচে রাজা গণেশ নারায়ণের এক বছর সংসার চলে যায়।

বলদেব। তবু রাজার উচিত রাজ পোষাক পরা।

গণেশ। কোথায় পাবো ব্রাহ্মণ! আপনি কি জানেন, রাজার একটা ভাল পোষাকের দাম, অনেক প্রজার অনেক চোখের জল?

চিন্ময়ী। বাবা!

গণেশ। তুমি—তুমিই তো তোমার বুড়ো ছেলের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছো, বাংলার লক্ষ কোটি নিরন্ন প্রজার কঙ্কালের মিছিল।

মহেন্দ্র। পিতা!

গণেশ। হ্যাঁ, মহেন্দ্র নারায়ণ! ওই কন্যাই আমাকে শুনিয়ে দিয়েছে, দুশো বছরের সুলতানী শাসনের অত্যাচারে নিপীড়িত প্রজাদের মর্ম্মভেদী হাহাকার।

ব্রজ। মহারাজ!

গণেশ। তোমরা কেউ জানো না ব্রজ! যখনি আমি ভুল পথে চলেছি, যখনই আমার মনে দুর্ব্বলতা বাসা বেঁধেছে. ঠিক তখনই ওই চিণ্ময়ী প্রতিমা, গভীর নিশীথে আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে বলেছে—সাবধান রাজা-গণেশ নারায়ণ! যে দেশের প্রজাদের পরণে কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই, মাথায় তেল নেই, সে দেশের রাজাকে ভিখারী সেজেই থাকতে হবে। কখনও তার রাজা সাজা চলবে না। যদি সে সাজে তাহলে তার সেই লক্ষ টাকার রাজ পোষাক হবে লক্ষ প্রজার বুকের রক্ত।

বলদেব। তাহলে মসজিদ তৈরী করতে টাকা কোথা থে আসবে?

গণেশ। রাজকোষ থেকে।

বলদেব। রাজা হিন্দু, তার রাজকোষের সমস্ত টাকার মালিক হি প্রজারা।

গণেশ। ব্রাহ্মণ!

মহেন্দ্র। কি বলছেন আপনি?

বলদেব। ঠিকই বলছি।

চিন্ময়ী। আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

ব্রজ। না হলেও হতে দেরী নেই।

বলদেব। চুপ কর মূর্খ!

গণেশ। মূর্খ ও নয় ব্রাহ্মণ, মূর্খ তারা—যারা অপরের ধর্মকে ঘৃণ করে।

বলদেব। আপনি ভুল করছেন মহারাজ।

গণেশ। ভুল করছি?

বলদেব। করছেন না? ছশো বছর ধরে হিন্দুদের উপর অত্যাচারী মুসলমান শাসকদের বীভৎস অত্যাচারের কথা কি করে আপনি ভুলে গেলেন? কি করে বিস্মিত হলেন মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরীর কাহিনী? আপনি কি জানেন না—বিনা কারণে হিন্দুদের ওরা সর্ব্বশান্ত করেছে, কত সাধ্বী রমণীর চরিত্রে ওরা এঁকে দিয়েছে কলংকের চিহ্ন! আপনার কি মনে পড়ে না কত শত-সহস্র হিন্দুকে ওরা জোর করে মুসলমান করেছে?

গণেশ। মনে পড়ে ব্রাহ্মণ। অতীতের কোন কথাই রাজা গণেশ-নারায়ণ ভুলে যায়নি। তাইতো তার স্বপ্ন—

বলদেব।
মহেন্দ্র। } কি স্বপ্ন?
চিন্ময়ী।

গণেশ। ওরা ভেঙ্গেছে বলেই আমি গড়বো। ওরা আমাদের ঘৃণা করেছে বলেই আমরা ওদের ভালবাসবো।

বলদেব। আপনার এই উদার নীতি আমরা সমর্থন করবো না।

ব্রজ। না কর বাড়ী গিয়ে বেশী করে খাওগে। হিন্দু-মুসলমান আমরা ভাই-ভাই। যে দুশমন সেই ভাই-ভাই সম্বন্ধের মাঝখানে বিভেদের বিষ ছড়াতে চাইবে তাকে আমরা কিছুতেই সহজে' ছেড়ে দেব না, হ্যাঁ।

[প্রস্থান।

বলদেব। ভৃত্যের মুখের কথা কি—

মহেন্দ্র। পিতার মনের কথা।

বলদেব। রাজকুমার!

চিন্ময়ী। ওই কথা আপনারও প্রাণের কথা হওয়া উচিত ব্রাহ্মণ। বাংলার সাধারণ মানুষগুলোকে দুটো দিন অন্ততঃ শান্তিতে থাকতে দিন।

গণেশ। কি হিন্দু, কি মুসলমান, বাংলার সাধারণ জন জীবনে শান্তির বড় অভাব হয়েছিল ব্রাহ্মণ! আপনাদের সমবেত প্রচেষ্টায় দীর্ঘদিনের শুভ তপস্যার যে আলো, বাংলার নিপীড়িত মানুষের সংসারে এসে পড়েছে, সেই পবিত্র আলো ধর্মান্ধতার ঝড় তুলে নিভিয়ে দেবেন না।

বলদেব। মসজিদ তাহলে তৈরী হবেই?

গণেশ। কোন সন্দেহ নেই।

বলদেব। তাহলে শুনে রাখুন রাজা গণেশ নারায়ণ! বাংলার হিন্দু-

সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে আপনার উপর থেকে শক্তিশালী হিন্দুদের অন্ধ সমর্থন আমি তুলে নিয়ে গেলাম।

[প্রস্থান।

চিন্ময়ী। বাবা!

গণেশ। ভয় কি বৌমা! দুর্ব্বল হিন্দুদের সমর্থন তো থাকলো।

মহেন্দ্র। কিন্তু—

গণেশ। কোন কিন্তু নেই মহেন্দ্র নারায়ণ! এমনি একটা ঝড়ের সংকেত আমি অনেক আগেই পেয়েছি। তুমি এক কাজ কর।

মহেন্দ্র। আদেশ করুন।

গণেশ। এখনি পাণ্ডুয়া গিয়ে কুমার যদু নারায়ণকে নিয়ে এস।

চিঠি হাতে ব্রজর পুনঃ প্রবেশ।

ব্রজ। এসে গেছে মহারাজ।

গণেশ।
মহেন্দ্র। } কি?
চিন্ময়ী।

ব্রজ। যুবরাজের পত্তর।

মহেন্দ্র। কে দিলে?

ব্রজ। একটা মুসলমানের মেয়ে। পত্তরখানা আমার হাতে দিয়ে বললো যুবরাজের পত্তর, রাজাকে তাড়াতাড়ি দিও।

চিন্ময়ী। মেয়েটি—

ব্রজ। চলে গেছে বৌরাণী। [পত্রটি মহেন্দ্র লইল]

গণেশ। পত্র পাঠ কর মহেন্দ্র নারায়ণ! নিশ্চয়ই কোন জরুরী ব্যাপার।

মহেন্দ্র। [পত্র খুলিয়া পাঠ করিতেছিল] "মহারাজ গণেশ নারায়ণ! আপনার পুত্র যদু নারায়ণ আজিম মঞ্জিলে বন্দী। নুর কুতুব আলম তাঁকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিয়ে আশমান তারার সঙ্গে শাদী দিতে চায়। আপনি পত্র পাঠ সসৈন্যে ছুটে এসে পুত্রকে উদ্ধার করুন।"

ইতি বিনীতা—
"আশমান তারা"

চিন্ময়ী। উঃ ভগবান!

ব্রজ। বৌরাণী—বৌরাণী! [পতিত প্রায় চিন্ময়ীকে ধরিল]

গণেশ। বৌমাকে তুমি নিয়ে যাও ব্রজ। মহেন্দ্র নারায়ণ! সৈন্য সমাবেশ কর।

মহেন্দ্র। দেরী হয়ে যাবে পিতা।

গণেশ। দেরী হয়ে যাবে!

চিন্ময়ী। না-না দেরী করবেন না বাবা! দুরন্ত মেঘের নীচে দাঁড়িয়ে বজ্রের আঘাত মাথা পেতে নেবেন না।

মহেন্দ্র। বৌদি!

চিন্ময়ী। ছুটে যাও ঠাকুরপো! শত মত্তমাতঙ্গের শক্তি বুকে নিয়ে যেমন করেই হোক তোমার দাদাকে তুমি ফিরিয়ে নিয়ে এস। এক মুহূর্ত্ত দেরী করো না—কাল রাত্রির কালস্বপ্নকে তুমি কিছুতেই সত্যি হতে দিও না—কিছুতেই সত্যি হতে দিও না।

[প্রস্থান।

ব্রজ। ভাবছো কি মহারাজ? ছোড়দাকে হুকুম দাও। দরকার হলে ও যেন মাথা দিয়ে আসে, তবু সেই ধর্মের কুত্তা নুর কুতুবের কাছে মান যেন না দেয়।

[প্রস্থান।

গণেশ। মহেন্দ্র !

মহেন্দ্র। বুঝেছি পিতা, বুঝেছি, আপনি শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু কোন ভয় নেই। বাছাই করা সৈন্য নিয়ে কুমার মহেন্দ্র নারায়ণ ঝড়ের বেগে ছুটে চললো সেই পাপের কেল্লা আজিম মঞ্জিলে। আপনি নিশ্চিন্ত জেনে রাখুন পিতা! ভাতুরীয়া রাজপ্রাসাদে কুমার মহেন্দ্র নারায়ণ আর না ফিরতে পারে, কিন্তু যুবরাজ যদু নারায়ণ ফিরবেই—ফিরবে।

[প্রস্থান।

গণেশ। ফিরবে যুবরাজ যদু নারায়ণ! মহেন্দ্র নারায়ণ তাকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনবেই। কিন্তু আজিম মঞ্জিলে বন্ধু আজিম শাহ কি উপস্থিত নেই? কুমার যদু নারায়ণ কি করে পড়লো শয়তান নুর কুতুব আলমের চক্রান্তে—নুর কুতুব আলম! তোমাকে না আমি স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়েছিলাম? আমার মহত্ত্বের তুমি এই মূল্য দিলে ইসলাম? না-না-না আর তোমার ক্ষমা নেই। এইবার সাবধান—সাবধান তুমি দরবেশ নুর কুতুব আলম।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

আজিম মঞ্জিল।

তসবী জপিতে জপিতে নুর কুতুব প্রবেশ করিয়া বলিতেছিল।

নুর কুতুব। নুর কুতুব আলম! তোমার খোয়াব সত্য হতে আর মাত্র কিছুক্ষণ বাকী। কাফের যদু নারায়ণ জবাই করা পশুর মত ছটফট করছে—পাশে বসে আছে মোল্লা-মৌলভী-হাফেজ সাহেবের দল। খোদা! তুমিই ভরসা মেহেরবান!

দ্রুত আজিম শাহের প্রবেশ।

আজিম। হজরৎ—হজরৎ—কই কোথায় হজরৎ নুর কুতুব আলম?

নুর কুতুব। কি হলো ওমরাহ সাহেব?

আজিম। এখনি আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

নুর কুতুব। কোথায়?

আজিম। মজলিশে।

নুর কুতুব। কেন?

আজিম। আমি ঠিক করেছি—

নুর কুতুব। কি ঠিক করেছো আজিম শাহ?

আজিম। হিন্দু যদু নারায়ণকে মুক্তি দেব।

নুর কুতুব। কি বললে ওমরাহ সাহেব!

আজিম। ঠিকই বলেছি হজরৎ। ভেবে দেখলাম—যদু নারায়ণ নির্দ্দোষ। দোষী আমার কন্যা আশমান তারা। শাস্তি শুধু তাকেই দেওয়া উচিৎ।

নুর কুতুব। না।

আজিম। না!

নুর কুতুব। হ্যাঁ, ওমরাহ আজিম শাহ! আমার বিচারে যদু নারায়ণ অপরাধী।

আজিম। আপনার বিচার আমি মানি না।

নুর কুতুব। মানো না?

আজিম। না। আশমান তারা আমার কন্যা। তার ক্ষতি যদি কেউ করেই থাকে তবে তাকে শাস্তি দেবার দায়িত্ব আমার। আপনি চলুন, যদু নারায়ণকে এখনি মুক্তি দেব।

নুর কুতুব। আমি যাবো না আজিম শাহ।

আজিম। কেন যাবেন না?

নুর কুতুব। ধর্মের বিরুদ্ধে এক পায়দালও আমি যেতে পারি না।

আজিম। ধর্মের ধোঁকা দিয়ে আর আমাকে ভোলাতে পারবেন না দরবেশ।

নুর কুতুব। তুমি শরিয়তের বিরুদ্ধে কথা বলছো আজিম শাহ!

মণিরউদ্দিনের প্রবেশ।

মণির। খামোশ মতলববাজ দরবেশ নুর কুতুব আলম!

নুর কুতুব। মণিরউদ্দিন!

মণির। নিয়ে আসুন আপনার শরিয়তের কেতাব—খুলুন আপনার পবিত্র কোরাণশরিফ—দেখান কোথায় লেখা আছে—বিধর্মীকে জোর করে ইসলাম করার নির্দ্দেশ?

নুর কুতুব। তুমি কাফের।

মণির। কাফের আপনি নুর কুতুব আলম। ইসলাম ধর্মের বে-

ইজ্জত করে তামাম দুনিয়ার মানুষের দীলে ইসলাম বিদ্বেষের বীজ বপন করছেন।

নুর কুতুব। বেরিয়ে যাও বেতমীজ, বেয়াদব!

আজিম। আপনাকেও আমাদের সঙ্গে মজলিশে যেতে হবে। মোল্লা, মৌলভী, হাফেজ, সাহেবদের সামনে দাঁড়িয়ে এখনি আপনাকে যদু নারায়ণের মুক্তি ঘোষণা করতে হবে।

নুর কুতুব। আমি পারবো না।

মণির। পারতে হবে ধর্ম্মান্ধ ইসলাম। তোমার খেয়াল খুশীর খেশারৎ মেটাতে সুন্দর দুটি নর-নারীর জীন্দেগীর খোয়াব বরবাদ হতে কিছুতেই আমরা দেব না।

নুর কুতুব। আমার দোষ দিচ্ছো কেন মণির। সবই সেই আল্লা-তালার মর্জ্জি।

আজিম। সময় নষ্ট করবেন না দরবেশ। দোহাই আপনার, আপনি এখনি মজলিশে গিয়ে সর্ব্বনাশা মজলিশ ভেঙ্গে দিন।

নুর কুতুব। না। পাক মজলিশ আর না-পাক করা চলবে না।

মণির। চলবে না! ঠিক আছে। চাচাজান! আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

আজিম।
নুর কুতুব। } তুমি—

মণির। হ্যাঁ আমি। আমি এই মণিরউদ্দিন। একাই শয়তানের মজলিশ বরবাদ করে দিয়ে—কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় যদু নারায়ণকে সঙ্গে করে রাজা গণেশ নারায়ণের কাছে পৌঁছে দেব।

আজিম। তাই চল বাপজান! ওই শয়তানের শয়তানীতে ভুলে যে পাপ করেছি,—নিজেই তার প্রায়শ্চিত্ত করবো।

নুর কুতুব। যেওনা—যেওনা—!

মণির। যেতে হবে নুর কুতুব আলম।

নুর কুতুব। আমি বাধা দেব।

মণির। হাঃ-হাঃ-হাঃ, বাধা দেবে দরবেশ! কিন্তু পারবে না। পারবে না অমানুষ। মানুষের কল্যাণ সাধনে—লাঞ্ছিতের কাতর আহ্বানে সাড়া দিতে মানুষের এই দুরন্ত অগ্রগতি কিছুতেই তোমরা রোধ করতে পারবে না।

আজিম। খোদা! মুখ রেখো মেহেরবান!

মণির। খোদাকে নয়—খোদাকে নয় চাচাজান! মজলিশের মোল্লা-মৌলভী-হাফেজ সাহেবদের বলুন—ভেঙ্গে দাও—ভেঙ্গে দাও—তোমরা শয়তানী মজলিশ। বরবাদ করে ফেল ধর্মান্ধতার বদখোয়াব। আল্লা-পাকের পবিত্র নাম নিয়ে ইসলাম ধর্মের কলিজায় কিছুতেই তোমাদের ছুরি বসাতে দেব না। [উভয়ের প্রস্থানোদ্যোগ]

সশস্ত্র নাসিরের প্রবেশ।

নাসির। দরওয়াজা বন্দ্ বে-আদব।

আজিম। নাসির! তুমি—

নাসির। বাত মাৎ বলিয়ে।

মণির। দরওয়াজা ছেড়ে দাও ভাইজান!

নাসির। না।

নুর কুতুব। আল্লা মালেক—আল্লা মালেক—

আজিম। দরওয়াজা ছাড়বে না?

নাসির। এখন নয়!

মণির। তবে কখন?

নাসির। কাজ হাসিল হবার পরে।

নুর কুতুব। খোদা মেহেরবান—খোদা মেহেরবান! আর বেশী দেরী নেই—

মণির। পথ ছাড়ো ভাইজান! তোমার ইজ্জত রাখতে পারবো না।

নাসির। তাহলে জান কোরবানি দিতে হবে কমবক্ত!

আজিম। নাসিরউদ্দিন!

[নেপথ্যে কোলাহল]

নুর কুতুব। কি হলো নাসির?

নাসির। মহেন্দ্র নারায়ণ ছুটে আসছে—

নুর কুতুব। তাকে খবর—

নাসির। চালান করেছিল শয়তানী আশমান তারার এক বাঁদী। তাকে কোতল করেছি। মহেন্দ্র নারায়ণ মঞ্জিলে প্রবেশ করেছে হজরৎ! আপনি পালিয়ে আসুন।

[প্রস্থান।

নুর কুতুব। খোদা! আর একটু সময় দাও খোদা, আর একটু সময় দাও। [প্রস্থান।

আজিম। মহেন্দ্র নারায়ণের দেরী হয়ে গেছে মণির! এতক্ষণে হয়তো—

মণির। না-না চাচাজান। এখনও শয়তানেরা কাজ হাসিল করতে পারেনি। জলদী আসুন, মহেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে এখনি আমরা মজলিশ ভেঙ্গে দেব।

সশস্ত্র মহেন্দ্র নারায়ণের প্রবেশ।

মহেন্দ্র। বন্ধু মণিরউদ্দিন! কোথায় আছে তোমার দাদা?

মণির। আমার সঙ্গে এস দোস্ত।

মহেন্দ্র। আপনার—

আজিম। কথা পরে শুনো মহেন্দ্র নারায়ণ। আগে চল সেই শয়তানের মজলিশে।

মহেন্দ্র। চলুন পিতৃবন্ধু আজিম শাহ! তুমিও চলো বন্ধু মণির উদ্দিন! শয়তান ক্রুর কুতুব আলমের শাস্তির কথা পরে চিন্তা করবো, আগে আমার পিতার নয়ণের মণি, বৌদির ইহকালের দেবতা আর এই মহেন্দ্র নারায়ণের হৃদয়ের স্পন্দন যুবরাজ যদু নারায়ণকে উদ্ধার করে আনি। [তিনজনে প্রস্থানোদ্যত]

সহসা প্রবেশ করিল যদু নারায়ণ। তার দু'চোখে জল। ব্যথাভরা মুখ। বুকে বোবা কান্না।

মহেন্দ্র। দাদা!

যদু। সব শেষ হয়ে গেছে মহেন্দ্র নারায়ণ।

আজিম। }
মণির। } হায় খোদা! [উভয়ে মাথা নত করিল]

মহেন্দ্র। ভগবান!

যদু। কত ডেকেছি। ওই পাষাণ ভগবানের নাম ধরে সারা রাত আমি কতবার ডেকেছি মহেন্দ্র। উজার করে দিয়েছি আমার হৃদয়ের সবটুকু শক্তি। অশ্রুজলে বয়ে গেছে শ্রাবণের ধারা। বুকফাটা বোবা কান্নায় কেঁদে কেঁদে বলেছি, ভগবান! এই অসহায় যদু নারায়ণকে তুমি রক্ষা কর। কিন্তু না। পাইনি তার একটুখানি সাড়া। দেখায়নি সে দারুণ অন্ধকারে একবিন্দু আলো। কিন্তু তার সৃষ্ট এই সুন্দর পৃথিবীর কুৎসিত কোটী মানুষের নিদারুণ অত্যাচারে আমি আজ

আশমান তারার স্বামী। হিন্দু যদু নারায়ণ আজ মুসলমান জালালউদ্দিন শাহ।

মণির।
মহেন্দ্র। } জালালউদ্দিন!
আজিম।

আশমান তারার প্রবেশ।

আশমান। না-না-না। তুমি জালালউদ্দিন নও, মুসলমান নও, তুমি হিন্দু, তুমি যদু নারায়ণ।

মহেন্দ্র। আপনি—

আজিম। আমার হতভাগিনী কন্যা আশমান তারা।

মহেন্দ্র। আশমান তারা!

মণির। আশমানের তারার মতই নির্মল—পবিত্র মহেন্দ্র নারায়ণ।

মহেন্দ্র। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন দেবী!

আশমান। না ভাইজান না। দেবী আমি নই। আমি বদ-নসীব ডাইনী। আমারই বদ-নসীবের জন্যে আপনার দেবতার মত ভাইজানের আজ এই অবস্থা। প্রণামের পাত্রী আমি নই। আপনি আমাকে ঘৃণার চোখে দেখে, আপনার ভাইজানকে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

যদু। কোথায় ফিরে যাবো?

আশমান। ভাতুরীয়া রাজপ্রাসাদে।

যদু। সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

আজিম। বন্ধ হয়ে গেছে?

আশমান। না-না-না। কখনও তা হতে পারে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ যদি জোর করে তোমাকে মুসলমান করে দেয়, তাহলে কি সত্যই তুমি মুসলমান হয়ে যাবে?

মণির। মুর কুতুব আলমের পাপের শাস্তি তুমি কেন মাথা পেতে নেবে?

যদু। কোন উপায় নেই।

আশমান। কোন উপায় নেই! [মহেন্দ্রকে] বলুন ভাইজান! সত্যিই কি কোন উপায় নেই? পবিত্র হিন্দুধর্মে কি কোন বিধান নেই—যার ফলে যুবরাজকে আবার হিন্দু করে, হিন্দু-সমাজে স্থান দেওয়া যায়?

মহেন্দ্র। আছে।

আশমান।
যদু।
আজিম।
মণির।
} আছে!

মহেন্দ্র। হ্যাঁ, আছে। পিতার মুখে শুনেছি সুবর্ণ-ধেনু ব্রত করে ধর্মত্যাগী হিন্দুকে, পুনরায় হিন্দুধর্মে দীক্ষা দেওয়া যায়।

আজিম। তাহলে আর দেরী করো না মহেন্দ্র নারায়ণ। এই মুহূর্ত্তে যদু নারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে তুমি ভাতুরীয়া যাত্রা কর। তোমার পিতা—আমার দোস্ত গণেশ নারায়ণকে বলো—তার দেওয়া যে কোন শাস্তি ওমরাহ আজিম শাহ মাথা পেতে নেবে—বিনিময়ে যদু নারায়ণকে যেন হিন্দু-সমাজে স্থান দেওয়া হয়।

[প্রস্থান।

মহেন্দ্র। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও দাদা! বিদায়ের জন্য তৈরী হয়ে থাকুন দেবী। শয়তান মুর কুতুব আলম আর নাসিরউদ্দিন কে আমি বেঁধে নিয়ে যেতাম, কিন্তু আপনার জন্যে কিছুই আমি পারলাম না।

আশমান। ভাইজান!

মহেন্দ্র। শুধু হাতে ফিরতে হলেও, আমি কিন্তু খালি বুকে ফিরে যাচ্ছি না দেবী! আজিম মঞ্জিল থেকে ফেরার বেলায় কুমার মহেন্দ্র নারায়ণ বুকভরা যে সান্ত্বনা নিয়ে চললো—সে সান্ত্বনা, আশমান তারা আশমানের তারার মত ইসলামের আশমানে জ্বলেছে—জ্বলছে—জ্বলবে।

[প্রস্থান।

মণির। দাঁড়াও—দাঁড়াও দোস্ত! একটা কথার জবাব দিয়ে যাও। বেহেস্তের আশমান থেকে যে তারাটা খসে পড়ে গেল—সেই তারাকে আজ কোন্ আশমানে রাখবো?

[প্রস্থান।

আশমান। হাঃ-হাঃ-হাঃ, আর কোন আশমানে তার লোভ নেই। সেই তারা জ্বলেছে—জ্বলছে—জ্বলবে।

যদু। আশমান তারা!

আশমান। না গো, না। আশমান হারিয়ে গেছে—এখন শুধু তারা।

যদু। তারা!

আশমান। হ্যাঁ স্বামী। বিদায় বেলায় হতভাগিনী তারার প্রণাম নিয়ে যাও। [প্রণাম করিল]

যদু। একি করছো!

আশমান। ঠিকই করেছি গো! আমি যে হিন্দুর ঘরের বধূ।

যদু। বধূ! [স্পর্শ করিতে গিয়ে চমকিত হইয়া] না-না-না, এ হতে পারে না। আমার মনের মণি-মহলে যে আসন আমি চিন্ময়ীর জন্য পেতে রেখেছি—সে আসনে আমি আর কাউকে বসাতে পারি না।

[প্রস্থান।

আশমান। বে-দরদী পুরুষ। চোখ বুজে চলে গেল। ভেঙ্গে দিয়ে

গেল এক নারীর দু'দিনের খেলাঘর। কিন্তু এরপর? এরপর আমি কি করবো?

গীতকণ্ঠে ফকিরের প্রবেশ।

ফকির। গীত।

বন্ধ কর দীলের দরজা।
ভুলকে তুমি ফুল ভাবিয়া,
তাই দিয়ে কর পূজা।
দেহ-দীলের সরাইখানায় ফুরায়েছে পানি
উপায় কি গো পিয়াস মেটাও দীল দিয়ে কোরবানি,
ভ্রমরের অপরাধে ফুলের হলো সাজা।

[প্রস্থান।

আশমান। ঠিক বলেছো ফকির সাহেব! দীলের গুল-বাগিচায় এখনও ফুল তুলছে যদু নারায়ণ। তাকে আমি আর বেরোতে দেব না। দীলের দরজা আমি বন্ধ করে দিলাম।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

যাদব ঘোষের খামার বাড়ী।

গাছ কোমর বাঁধিতে বাঁধিতে সোনা-বৌ প্রবেশ করিল।

সোনা। দরজা বন্ধ করে দিলাম। বলা যায়না কে কখন এসে পড়ে। এই তুমি কিন্তু লক্ষ্য রেখো—কেউ আসছে দেখলে আমাকে জানিয়ে দিও।

দুলালের প্রবেশ।

দুলাল। তুমি পারবে না সোনা বৌ?

সোনা। খুব পারবো। তুমি দেখতো—

দুলাল। আমার কিন্তু ভয় করছে।

সোনা। কেন?

দুলাল। তোমার শরীর খারাপ ছিল।

সোনা। যখন ছিল—তখন ছিল—এখন দেখে কি মনে হচ্ছে?

দুলাল। মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে—

সোনা। বলে ফেল। ঢোক গিলছো কেন?

দুলাল। লজ্জা করছে।

সোনা। আহা! কি আমার লাজুক পুরুষ রে—তবু যদি দিন দুপুরে—

দুলাল। এই—এই সোনা বৌ! চুপ কর। রসিদ এখনি শুনতে পাবে।

সোনা। পায় পাবে। সত্যি কথা বলতে আমার ভয়ও নেই, লজ্জাও নেই। [প্রস্থানোদ্যতা]

দুলাল। সোনা বৌ!

সোনা। [ফিরে] পিছু ডাকছো কেন?

দুলাল। না মানে—

সোনা। বল কি বলবে?

দুলাল। তুমি কি সত্যিই গাছে উঠবে?

সোনা। না। গাছ আমার উপর উঠবে।

দুলাল। রসিদ তো ছিল?

সোনা। তার পা কেটে গেছে।

দুলাল। তাহলে আমি না হয়—

সোনা। তুমি—তুমি উঠবে গাছে! রক্ষে কর মশাই খুব হয়েছে।

দুলাল। কিন্তু—

সোনা। কিন্তু কি? গাছতলায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলে পেয়ারা-গুলো মুখে এসে পড়বে?

দুলাল। না, তা পড়বে না—তবে—

সোনা। তবে কি?

দুলাল। পেয়ারা পাড়তে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে গেলে আমি কি করবো?

সোনা। কেন? মনের সুখে বেশ কায়দা করে ধরে ফেলবে।

[প্রস্থান।

দুলাল। বাবাঃ মেয়ে তো নয় গাছ পেত্নী। ছোটবেলার স্বভাব

এখনও গেল না। আরে, কাঠবেড়ালীর মত তর তর করে শিরডগে উঠে পড়লো! হ্যাঁ-হ্যাঁ, আর একটু এগিয়ে ঠিক তোমার সামনে এক জোড়া পেয়ারা পেকে টস্‌টস্‌ করছে—

রসিদের প্রবেশ। পায়ে ন্যাকড়া বাঁধা।

রসিদ। দুলাল—এই দুলাল!

দুলাল। কি হলো?

রসিদ। সোনা ভাবী কই?

দুলাল। পেয়ারা গাছে।

রসিদ। ইস্‌! একেবারে শির-ডগে। ভাবী! তোমার মাথার ঠিক ডান দিকে একটা—

দুলাল। সত্যি, মাইরা একেবারে পাকা। ঠিক যেন রসে ভরা কাশ্মিরী আপেল।

রসিদ। মুখে পানি আসছে নাকি?

দুলাল। আর তোর মুখে জল আসছে না?

রসিদ। এই রে! হয়ে গেল।

দুলাল। কি হয়ে গেল রসিদ?

রসিদ। ঠাকুরমশাই বোধ হয় এ দিকেই আসছে। ভাবি! তুমি শিগ্রি গাছ থেকে নামো।

দুলাল। সাবধানে নামো—ইস আর একটু হলেই কুপোকাত—যাক বাবা, বাঁচা গেল—

আঁচলভর্ত্তি পেয়ারা সহ সোনা বৌয়ের প্রবেশ।

সোনা। বাঁচা বোধ হয় গেল না।

রসিদ। }
দুলাল। } কেন?

সোনা। ঠাকুরমশাই দেখে ফেলেছে।

দুলাল। দেখে ফেলেছে তো বয়েই গেছে। কই সেই এক জোড়া পেয়ারা—

সোনা। আহা! কি আমার ইয়ে রে—

দুলাল। তার মানে—

সোনা। সে পেয়ারা এখন দিচ্ছি না—

দুলাল। খুব মজা আর কি—

[সোনা বৌকে ধরিতে গেলে সোনা বৌ রসিদের চারি পাশে ঘুরিতে লাগিল।]

সোনা। গাছে উঠবার মুরোদ নেই—ইয়ের বেলায় ঠিক আছে।

দুলাল। দাও বলছি।

সোনা। না।

রসিদ। দিয়েই দাও না ভাবী।

সোনা। তুমি থামো তো রসিদ ঠাকুরপো!

দুলাল। দেবে না তাহলে?

সোনা। না-না-না।

দুলাল। তাহলে—

[সহসা সোনা বৌ-এর আঁচল ধরিয়া কাড়াকাড়ি করিতেছিল। সোনা বৌ বলিতেছিল।]

সোনা। কেড়ে নিলে রসিদ ঠাকুরপো! ডাকাতটা আমার সব কেড়ে নিলে।

রসিদ। এই—এই ত্বলাল, ছেড়ে দে—আঁচল ছেড়ে দে। ইস্ খুব মরদ তাই না! [তিনজনে কাড়াকাড়ি করিতেছিল]

সহসা প্রবেশ করিল বলদেব।

বলদেব। ছেঃ-ছেঃ-ছেঃ, দেশটা একেবারে গোল্লায় গেল।

রসিদ।
ত্বলাল। } ঠাকুরমশাই!

[সোনা বৌ ঘোমটা দিল।]

বলদেব। কালে কালে কত দেখবো!

রসিদ। কি দেখলেন ঠাকুরমশাই?

বলদেব। নরক।

সোনা। আজ্ঞে না, স্বর্গ।

বলদেব। স্বর্গ তো বটেই। হিন্দুর বৌ—মোসলমান ছোকরার সঙ্গে চলাচলি—

ত্বলাল। কি বলতে চান?

বলদেব। যা তোমরা করছো, বুঝলে ঘোষের পো? বলি তোমার বাপ সেই যাদব ঘোষ কোথায়?

হুঁকা টানিতে টানিতে যাদব ঘোষের প্রবেশ।

যাদব। এই যে ঠাকুরমশাই! এই মাত্তর মাঠ থেকে ফিরলাম।

বলদেব। মাঠ থেকে ফিরলে!

যাদব। আজ্ঞে হ্যাঁ, ফিরে পড়লাম। কিন্তু ফিরতে কি আর মন চায়। কলমা-ধানের মাথা নোয়ান দিয়েছে—হিস-হিস্ করে মারছে হাওয়া। ধানের ভুঁইয়ে যেন সুমুদ্দুর বয়ে যাচ্ছে ঠাকুরমশাই।

রসিদ। আমাদের বাকুরীর ধান কেমন হয়েছে চাচা?

যাদব। তোদের ওই সোনাজুলির কথা বলছিস তো? লক্ষী—মা-লক্ষী যেন আঁচল পেতে বসেছে। ওসমান ভাইকে বললাম, বুঝলে ওসমান ভাই, এবার মাঘ মাসে রসিদের সাদী দিয়ে দাও।

সোনা। তা চাচা কি বললে বাবা?

যাদব। বললে—ঠিক বলেছো যাদব ভাই, সামনের মহরম পরবটা চুকে গেলেই মেয়ে দেখতে যাবো।

সোনা। কি মজা—কি মজা, রসিদ ঠাকুরপোর বিয়ে—

বলদেব। ভোজ-টোজ বেশ আরামেই খাওয়া হবে।

দুলাল। নিশ্চয়ই হবে।

যাদব। হবে মানে? ওসমান ভাইকে আমি বলে দিয়েছি। মাছের ভার আমার। জানেন ঠাকুরমশাই, আমার খিড়কি পুকুরে, এ্যাই দেখেছো কাণ্ড—কথায় কথায় ঠাকুরমশাইকে পেন্নাম করতেই ভুল হয়ে গেছে। [বলদেবকে প্রণাম করে] পেন্নাম হই ঠাকুরমশাই—তা যাক সেকথা—হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম বৌমা?

সোনা। মাছের কথা—

যাদব। হ্যাঁ, মাছ। জানেন ঠাকুরমশাই! খিড়কী পুকুরে ধাড়ী ধাড়ী রুই মিরিকগুলো হরদম ঘাই মারছে। ওই রসিদের বে-তে দেব ব্যাটাদের গলা মটকে—

বলদেব। না।

যাদব। না মানে?

বলদেব। মোসলমানদের নিয়ে এত ঢলাঢলি করা চলবে না।

সোনা। }
দুলাল। } ঠাকুরমশাই!

রসিদ। ঠাকুরমশায়ের দোষ নেই তুলাল! আমাদের মৌলভী সাহেবও ওই কথা বলছে।

তুলাল। কি বলছে মৌলভী সাহেব?

রসিদ। দরবেশ নুর কুতুবের হুকুম—হিন্দুদের সঙ্গে মেলামেশা করা চলবে না।

যাদব। রসিদ!

রসিদ। ধর্মশাস্ত্রে নাকি লেখা আছে, হিন্দুদের সঙ্গে মিশলে দোজকে যেতে হবে।

বলদেব। হিন্দুশাস্ত্রেও ওই একই কথা—মোসলমানদের নিয়ে ঢলাঢলি করলে নির্ঘাত নরকে যেতে হবে।

তুলাল। তাই যাবো ঠাকুরমশাই! হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই সম্বন্ধ বজায় রেখে আমরা নরকেই যাবো। তবু—

রসিদ। তুশমনি করে আমরা বেহেস্তে যেতে চাই না।

সোনা। দেখলেন তো ঠাকুরমশাই? তুই ভাইয়ের মুখে এক কথা। এখানে বিষ ছড়িয়ে কোন লাভ হবে না।

বলদেব। তুমি থামো তো বৌ—

যাদব। বৌ! আরে বৌ কে বললে—আমাদের গিন্নী তো সকাল-সন্ধ্যে একশোবার বলে—

কমলার প্রবেশ।

কমলা। সোনা আমাদের আর জন্মে মেয়ে ছিল।

সোনা। মা! [কমলাকে জড়িয়ে ধরিল]

কমলা। দেখ কাণ্ড? ছাড়্—ছাড়্ পোড়ামুখী মেয়ে।

রসিদ। অন্যায় করছো চাচী!

কমলা। কেন রে রসিদ?

রসিদ। ভাবীকে সব আদর দিলে—আমরা যাবো কোথায়?

কমলা। বোকা ছেলে—তোরা আমার বুকে থাকবি বাবা।

বলদেব। এসব কিন্তু ভাল হচ্ছে না যাদব ঘোষ। রাজা গণেশ নারায়ণের আস্কারা পেয়ে তোমরা হিন্দুধর্মটাকে রসাতলে পাঠাবে? তা আমরা হতে দেবো না।

যাদব। রাজার কানে একথা উঠলে, মাথা থাকবে না ঠাকুর-মশাই!

বলদেব। আরে রাখো তোমাদের রাজা। সে মনে করেছে—সুবর্ণ-ধেনু ব্রত করে মোসলমান যদু নারায়ণকে হিন্দু করে নেবে? কখনও না—আমরা বাধা দেবো।

দুলাল। রাজা গণেশ নারায়ণ আপনাদের বাধা গ্রাহ্যই করবেন না।

সোনা। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমান সমান।

রসিদ। তিনি ধর্মের চেয়ে মানুষকে বেশী ভালবাসেন।

কমলা। রাজার মত রাজা, আমাদের গণেশ নারায়ণ।

যাদব। দূর, রাজা গণেশ নারায়ণ আসলে মানুষই নয়।

রসিদ।
দুলাল।
সোনা।
কমলা। } তবে কি?

যাদব। দেবতা।

বলদেব। যাদব ঘোষ!

যাদব। হ্যাঁ ঠাকুরমশাই। আমরা যেমন আমন রুয়ে দেখি আউস

হয়ে বসে আছে, ভগবানও তেমনি তাকে দেবতা গড়তে গিয়ে মানুষ গড়ে ফেলেছে।

বলদেব। তুমি অন্ধ, তাই ওই কথা বলছো।

রসিদ। কিন্তু তামাম বাংলার মানুষ তো অন্ধ নয় ঠাকুর-মশাই ?

দুলাল। রামলাল, রহিম শেখ এরা কি বলছে ?

কমলা। কি বলছে, হামিদা, উমাশশীর মত মেয়েরা ?

সোনা। হিন্দুরা করছে প্রণাম।

রসিদ। মুসলমানরা দিচ্ছে সেলাম।

কমলা। বুড়ো-বুড়িরা তো রাজার নামে পাগল।

সোনা। আর বৌ-ঝিরা ঠাকুরের কাছে মানত করে বলছে, হে ঠাকুর ! রাজা গণেশ নারায়ণকে বাঁচিয়ে রেখো।

বলদেব। গণেশ নারায়ণের কথা থাক। তোমরা তোমাদের কথা চিন্তা কর যাদব ঘোষ।

যাদব। করেছি।

বলদেব। করেছো ?

যাদব। হ্যাঁ, মানে করে ফেলেছি।

দুলাল। কি চিন্তা করেছো বাবা ?

যাদব। একদম দেরী করলে চলবে না, ধান কেটেই লাঙ্গল দিয়ে দেবো।

বলদেব। যাদব ঘোষ !

যাদব। চাষী যাদব ঘোষ এবার সকলের আগে আলু লাগাবে ঠাকুরমশাই। গত সনে নামী হওয়ার জন্য, মোটেই আলু ফললো না। তোর বাপকে বলে দিয়েছি রসিদ—সোজা কথা বলে দিয়েছি ওসমান

ভাই ! এবার যদি আলু আমি বেশী ফলাতে না পারি, তাহলে তুমি আমার কল্কে তামুক খেয়ো না, হ্যাঁ।

কমলা। তুমি থামো তো !

যাদব। থামবো !

কমলা। তা থামবে না ? কেমন নিজের কথাই তো বললে-- আর আমরা দু-মা বেটিতে যে লাউ, কুমড়ো, শশা, ঝিঙ্গে লাগিয়েছি কই সেকথা তো একবারও বললে না ?

সোনা। জানো রসিদ ঠাকুরপো ! এবার পালং-শাকে তোমরা হেরে যাবে। আমাদের পালং এর মধ্যেই আধহাত লম্বা হয়ে গেছে।

রসিদ। তেমনি বেগুনে আমি তোমাকে হারিয়ে দেবো ভাবী।

দুলাল। থাক রসিদ ! আমাদের লংকাগাছ দেখলে তোর মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

বলদেব। এসব কি হচ্ছে ?

যাদব। আজ্ঞে, চাষ।

বলদেব। না সর্ব্বনাশ !

রসিদ। }
দুলাল। } কি বললেন ?
কমলা। }
সোনা। }

বলদেব। ঠিকই বলছি। মুসলমানদের নিয়ে মাতামাতি করলে হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বনাশ হবে। তোমরা এসব বন্ধ করে দাও। মনে রেখো, ব্রাহ্মণ কায়স্থরা এখনও মরেনি। পবিত্র হিন্দু-সমাজে বাস করে তোমরা ম্লেচ্ছ যবনদের নিয়ে দাপাদাপি করবে, এ তারা কিছুতেই সহ্য করবে না।

রসিদ। তাহলে মৌলভী সাহেবকে যা বলেছি—আপনাকেও আজ সেই কথা বলতে হয় ঠাকুরমশাই?

বলদেব। না। তোমার কোন কথা আমি শুনবো না।

রসিদ। শুনতে হবে ঠাকুর, শুনতে হবে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ আর মিঞা মোল্লারাই বাংলার মালিক নয়। এদেশে বাস করে অসংখ্য হিন্দু-মুসলমান। এই বাংলার মাটি তাদের কাছে আমার চেয়েও বড়। রাজা গণেশ নারায়ণের কল্যাণ হস্ত যে বাংলাকে বেহস্ত বানাতে চায়। মেহেরবাণী করে আপনারা আর সেই বাংলার অগণিত ছেলে মেয়ের দীলে বিভেদের বিষ ছড়াবেন না। অনেকদিন পরে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাসির খোয়াবে মেতে উঠেছে—তাদের সেই বেহেস্তি হাসি বন্ধ করে দিয়ে বেহস্ত বাংলাকে আবার দোজক বানাতে চাইবেন না।

[প্রস্থান।

বলদেব। মাথায় উঠে পড়েছে—গণেশ নারায়ণের আস্কারা পেয়ে মোসলমানরা একেবারে মাথায় উঠে পড়েছে। শোন যাদব ঘোষ! আজ তোমাকে ভাল কথায় নিষেধ করে গেলাম, এর পরেও যদি আমার কথা না শুনে মোসলমানদের নিয়ে মাতামাতি কর, তাহলে হিন্দু-সমাজের কঠিন শাস্তির কথা মনে মনে চিন্তা করে দেখ।

[প্রস্থান।

যাদব। হয়ে গেল। চাষ-বাস সব শিকেয় উঠে গেল!

সোনা।
কমলা। } কেন?
দুলাল।

যাদব। কেন কি, হিন্দু-মোসলমানে দাঙ্গা করতে হবে না?

কমলা। হিন্দু-মোসলমানে দাঙ্গা!

যাদব। ওরা লাগাবেই কমলা। ওরা, ওই বাবু মিঞারা তাক করে বসে আছে। ওরা দাঙ্গা চায়, যুদ্ধ চায়। সারা দেশটাকে নিয়ে ব্যবসা করতে চায়।

সোনা।
দুলাল। } বাবা!

যাদব। ভেবেছিলাম, ধানকটা গোলায় তুলে, নতুন ক'রে রবি ফসলের চাষ করবো। নবান্নের নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে দেব কুটুমজনের ঘরে ঘরে। হলো না—দিলে না ওরা সুখে থাকতে। দিলে না ওরা শান্তিতে থাকতে, কটা ধড়িবাজ শয়তান এক হ'য়ে সোনার বাংলাকে শ্মশান করে দিতে উদ্যত।

[প্রস্থান।

সোনা। কি হবে মা?

কমলা। কিছু হবে না বৌমা, কিছুই আমরা হতে দেব না। রসিদ, জামাল যেমন আসছে তেমনি আসবে। দুলাল, খোকন যেমন যাচ্ছিল তেমনি যাবে—শুধু কুমড়ো পোকার মত সমাজের পোকাগুলোকে সমাজ থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

[প্রস্থান।

সোনা। পেয়ারাগুলো কি হবে?

দুলাল। অর্ধেকগুলো রেখে দাও রসিদ এলে দেব।

সোনা। কিন্তু—

দুলাল। কোন কিন্তু নয় সোনা বৌ, কোন কিন্তু নয়। রাজা গণেশ নারায়ণ আমাদের সহায়। বামুণ-কায়স্তদের দল কিছুতেই দুলাল রসিদকে পৃথক করতে পারবে না।

সোনা। না। হবে না তোমরা পৃথক। সারা বাংলায় বইছে আজ শান্তির জোয়ার, তোমরা সমাজ মৌমাছির ভয়ে কিছুতেই মনের মধু হজম করবে না।

[প্রস্থান।

দুলাল। সোনা বৌ ঠিক কথাই বলেছে। সমাজ তো মানুষের জন্যেই।

দুলাল। রাজা গণেশ নারায়ণ বলেছেন—যে সমাজ মানুষের কল্যাণ করতে পারে না, সে সমাজ বদলে ফেলতে হবে। গড়ে তুলতে হবে এমন এক সমাজ, যে সমাজে হিন্দু-মুসলমানে কোন বিভেদ-বৈষম্য থাকবে না। থাকবে শুধু মহামিলনের মধুর একটি মন্ত্র—সে মন্ত্র সবাই আমরা সমান।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

ব্যস্ত-সন্ত্রস্থ ব্রজ প্রবেশ করিয়া আপনমনে বলিতেছিল।

ব্রজ। সমান—সমান। আদ্ধেক হিন্দু—আদ্ধেক মুসলমান। যতগুলো টিকি, ততগুলো দাড়ি। সবাই হাঁ করে সুবর্ণধেনুক বেরতো দেখছে। বাপরে বাপ—বেজো তো কোন ছাড়, বেজোর বাপ চোদ্দপুরুষ কখনও এমন বেরতো—

শ্যাম সুন্দরের প্রবেশ।

শ্যাম। জীবনে দেখেনি।

ব্রজ। ঠিক কথা। কিন্তু একটা কথার মানে তোমাকে বলতে হবে দাদাভাই ?

শ্যাম। কি কথার মানে ব্রজ দাদু ?

ব্রজ। এই স্বুবর্ণ ধেন্নুক।

শ্যাম। স্বুবর্ণ ধেন্নুক নয়।

ব্রজ। তবে কিসের ধেন্নুক ?

শ্যাম। ধেন্নুক নয়—ধেন্নু। স্বুবর্ণধেন্নু। মানে সোনার-গরু।

ব্রজ। আরে ছেঃ-ছেঃ-ছেঃ! এতবড বেরতোটা তাহলে গরুর বেরতো ? জাত-জাত করে অখাদ্য মানুষগুলো গরু হয়ে গেছে।

শ্যাম। ঠিক বলেছো দাদু। ওরা জানে না—

ব্রজ। কি জানে না দাদা-ভাই ?

[শ্যাম সুন্দর গাহিতেছিল।]

শ্যাম। **গীত।**

মিথ্যা সবই, সবার উপরে মানুষ কেবল সত্য।
মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেরই মাঝে মর্ত্ত।
প্রীতি পরিবেশে ওরা গড়ে তোলে বাধার বিন্ধ্যাচল,
মানুষের চোখে ঝরিতে দেখিনি দেবতার আঁখিজল।
অন্ধের মত বাড়ায় চরণ দেখেনা আঁধার আবর্ত্ত।

[শ্যাম সুন্দরের গানের তালে তালে ব্রজ নাচিতেছিল।]

চিন্ময়ী প্রবেশ করিল।

চিন্ময়ী। ব্রজদা! তুমি নাচছো ?

ব্রজ। হ্যাঁ, নাচছি। নাচবোই তো? একশোবার নাচবো। আজ আমার ছুটি। আজ আমার যা ইচ্ছে তাই করবো। কারও কথা শুনবো না।

শ্যাম। ঠিক বলেছো দাদু। আমিও আজ কারও কথা শুনবো না।

চিন্ময়ী। কি করবি শ্যাম সুন্দর?

শ্যাম। গান করবো মা! সারাদিন শুধু গান করবো।

[প্রস্থান।

চিন্ময়ী। পাগল ছেলে!

ব্রজ। আর ছেলের মা-টি কি পাগলী নয়? সকাল থেকে কেবল ভাবছে না—কতক্ষণে সে আসে—কতক্ষণে সেই মুখটি দেখি!

চিন্ময়ী। ব্রজদা! আমি কিন্তু রেগে যাচ্ছি।

ব্রজ। সেতো যাবেই। আজ যে রাগ ভাঙাবার লোক আসছে।

চিন্ময়ী। যাও!

ব্রজ। কোথায় যাবো, বেরতোর সভায়? পাগল না মাথা খারাপ?

চিন্ময়ী। কি হয়েছে ব্রজদা?

ব্রজ। মহারাজ ভুল বকছে।

চিন্ময়ী। তার মানে?

ব্রজ। আনন্দে তার মাথার ঠিক নেই। বড় ছেলেকে ফিরে পেয়ে হিন্দু-মুসলমান পেরজাদের হাসতে দেখে, বামুনকে বলছে শীগগির ফুল তুলে আনো, আর নাপিতকে বলছে তাড়াতাড়ি পুজোয় বসুন।

চিন্ময়ী। ঠাকুরপো কি কচ্ছে?

ব্রজ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

চিন্ময়ী। হাসছে!

ব্রজ। তা হাসবে না? আজ যে হাসির দিন। ব্যাটা সুর কুতুবের মুখে আচ্ছা চূণ-কালি পড়লো। তবে হ্যাঁ, বৌরাণী! মন্তর বটে ভল্লুক ভট্টের। কি হলো হাসছো কেন? মন্তর তো ভল্লুক ভট্টই পড়ছে।

চিন্ময়ী। ভল্লুক ভট্ট নয় ব্রজদা।

ব্রজ। তবে?

চিন্ময়ী। বল্লুক ভট্ট।

ব্রজ। তাই বুঝি। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

চিন্ময়ী। হাসছো ব্রজদা?

ব্রজ। আমি একা হাসছি? তুমি হাসছো না?

চিন্ময়ী। কই আমি হাসছি?

ব্রজ। মনে মনে হাসছো বৌরাণী। তোমার মনের হাসি মুখে ফুটে উঠেছে।

চিন্ময়ী। ব্রজদা! [হাসিতেছিল]

ব্রজ। হাসো বৌরাণী হাসো। তুমি হাসোনি বলে গোটা রাজ-পেসাদটাই যেন কান্নায় ভরে গিয়েছিল। আজ তুমি পেরাণ ভরে হাসো, তোমার হাসির বাঁশীর সুরে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে নতুন করে বসুক আবার হাসি খুশীর মেলা।

[প্রস্থান।

চিন্ময়ী। সত্যিই কি আমার মনের হাসি মুখে ফুটে উঠেছে? উঠবেই তো। কতদিন যে আমি হাসিনি। ক্লান্ত-দিনের ব্যথার রাগিণী কত রাত্রি যে আমাকে জাগিয়ে রেখেছে। কাল আমার সে কাল রাত্রির শেষ হয়ে গেছে। আজকের দিন চিন্ময়ীর জীবনে এনে দিয়েছে প্রিয় উপহার। আজ আমি হাসবো। যে গান না গাইলে কিছুতেই তার চোখে ঘুম আসতো না আজ আমি সেই গান গাইবো—

[চিন্ময়ী গাহিতেছিল।]

চিন্ময়ী। গীত।

ঘুমালো প্রিয় ফুল শয্যায়।
আমার চকোরী মন ওঠে শিহরি, জানিনা কি ভীরু লজ্জায়।
সরমে হলো না খোলা মরমের বাতায়ন,
পিয়া সনে পাপিয়ার হলো না তো আলাপন,
বুকের বকুল কাঁদে মধুর ভারে, ভ্রমর এলো না মন বনছায়।

[চিন্ময়ী গান গাহিতেছিল]

যদু নারায়ণের প্রবেশ। গান শেষে বলিল।

যদু। চিন্ময়ী!

চিন্ময়ী। কে!

{ চিন্ময়ী ও যদু নারায়ণ মন্ত্র মুগ্ধের মত চাহিয়াছিল। গানের সুরে উভয়ে নীরবে উভয়ের প্রতি অগ্রসর হইয়া আলিঙ্গনাবদ্ধ হইল]

যদু। চিন্ময়ী—চিন্ময়ী! আমার প্রাণের প্রতিমা!

চিন্ময়ী। প্রিয়তম—[যদুর বক্ষে মাথা রাখিয়া কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল।]

যদু। কেঁদো না প্রিয়া! দুঃখের দিন শেষ হয়ে গেছে। রাত্রির তমসা-তিমির মুছে গিয়ে দুজনের জীবনে দেখা দিয়েছে মিলন দীপের আলো! মুখ তোল—কথা বল চিন্ময়ী!

চিন্ময়ী। আর আমি তোমাকে কোথাও যেতে দেব না। কোথাও না।

যদু। চিন্ময়ী!

চিন্ময়ী। তুমি আমার—তুমি আমার—

যদু। আর তুমি? তুমিও যে আমার—

চিন্ময়ী। প্রিয়তম!

যদু। প্রিয়া! এইবার ছেড়ে দাও। এখনি কেউ দেখে ফেলবে।

চিন্ময়ী। না—না—

যদু। এখান কেউ এসে পড়বে।

মহেন্দ্রের প্রবেশ।

মহেন্দ্র। কেউ আসবে না। আমি পাহারা দিচ্ছি।

[যদু ও চিন্ময়ী দূরে সরিয়া দাঁড়াল]

চিন্ময়ী। ঠাকুরপো!

মহেন্দ্র। ক্ষমা করো দেবী! স্বর্গীয় এক দৃশ্য দেখবার লোভ আমি সামলাতে পারলাম না। তার জন্যে যে কোন শাস্তি আমি মাথা পেতে নিতে রাজি আছি।

চিন্ময়ী। শাস্তি তো তোমাকে আগেই দিয়েছি। এবার সেটা কার্যকরি করে ফেলতে হবে।

যদু। তার মানে—

চিন্ময়ী। মৃণ্ময়ীর সঙ্গে ঠাকুরপোর—

মহেন্দ্র। বৌদি! বাজে কথা বলে এখন দাদার সময় নষ্ট করে দিও না। কি বলে শোনো—আমি চললাম—

যদু। কোথায় চললি মহেন্দ্র?

মহেন্দ্র। তোমার ওই এক ভীষণ দোষ দাদা! আমাদের মধ্যে তুমি কেন মাথা গলাতে আসবে?

যদু। ভুল হয়ে গেছে ভাই। আমি—

মহেন্দ্র। বৌদির কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও। বেচারা স্বপ্ন দেখে দেখে অস্থির।

চিন্ময়ী। যাও! তুমি—

মহেন্দ্র। কথা দিয়ে গিয়েছিলাম বৌদি! বলে গিয়েছিলাম, আমি না ফিরলেও দাদাকে ফিরিয়ে আনবোই। দাদা ফিরেছে। সুবর্ণধেনু ব্রত করে, শুদ্ধ করে এনে দিয়েছি। তোমার অনেক চাওয়ার মাটির পাত্রে তুলে দিয়েছি এক টুকরো বহুমূল্য কাঞ্চন, এবার আমার কাঞ্চন পাত্রে তুমি কিছু দাও?

চিন্ময়ী। কি দেব ভাই?

মহেন্দ্র। তোমার আলতাপরা রাঙা পায়ের ধূলো! [প্রণাম]

চিন্ময়ী। }
যদু। } মহেন্দ্র!

মহেন্দ্র। তুমিও আশীর্ব্বাদ কর দাদা! যেন তোমাদের সেবায় আমি আমার জীবন দিতে পারি। [প্রণাম]

উদ্ভ্রান্তের ন্যায় গণেশ নারায়ণের প্রবেশ।

গণেশ। না-না পারি না। কিছুতেই আমি সে কথা মানতে পারি না। আমি মাথা পেতে বজ্রের আঘাত নিতে পারি, বুক পেতে নিতে পারি কাল-কেউটের ছোবল, কিন্তু দুর্ম্মুখ সমাজপতির বিধান কিছুতেই মেনে নিতে পারি না।

চিন্ময়ী। কি হয়েছে বাবা?

গণেশ। একটা বিশাল পাহাড় আমার মাথায় এসে পড়েছে মা!

মহেন্দ্র। পিতা!

গণেশ। একটা লেলিহান আগুনের শিখা আমাকে পুড়িয়ে মারতে আসছে মহেন্দ্র।

যদু। আপনি কি বলছেন?

গণেশ। শুনতে চেয়ো না—শুনতে চেয়ো না যদু নারায়ণ! সে কথা উচ্চারণ করলে বিশাল রাজপ্রাসাদ খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। মুখর বিহঙ্গ মূক হয়ে কুলায় ছেড়ে আকাশের বুকে ডানা মেলবে। সব কটি মানুষের আঁখির সমুদ্র প্রগোচ্ছ্বাসে উপচে পড়ে বুকের বেলা-ভূমি অতল জলে তলিয়ে দেবে।

চিন্ময়ী। বাবা!

গণেশ। অভিশাপ ছুটে আসছে মা, অভিশাপ ছুটে আসছে। বাংলার হিন্দু-সমাজের প্রতিনিধি মূৰ্ত্তিমান অভিশাপের মত ছুটে এসে বলছে—

বলদেব ঠাকুরের প্রবেশ।

বলদেব। ভেবে দেখুন মহারাজ। সভার সমস্ত ব্রাহ্মণ আপনার দান ফিরিয়ে দিয়ে গেছেন।

মহেন্দ্র ও যদু। ফিরিয়ে দিয়ে গেছেন!

গণেশ। অর্থাৎ আজকের স্বর্ণধেনু ব্রতকে আপনার—

বলদেব। মেনে নিতে পারলাম না।

গণেশ। মানতে হবে ব্রাহ্মণ। ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত উদয়নাচার্য্যের উপদেশে হিন্দু অনুশাসনের ন্যায় সঙ্গত নির্দেশ নিয়েই আমি স্বর্ণধেনু ব্রত পালন করে যদু নারায়ণকে হিন্দু করে নিয়েছি। পণ্ডিত-প্রবর কল্লুক ভট্টের পৌরহিত্যে উদ্‌যাপিত আজকের স্বর্ণধেনু ব্রত আপনাকে মেনে নিতেই হবে।

বলদেব। কেন? আপনার ভয়ে, আপনি রাজা বলে?

মহেন্দ্র। না ব্রাহ্মণ; না। রাজা বলে নয়, রাজপুত্র বলে নয়—মানুষ হিসাবে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আজকের অনুষ্ঠানকে স্বীকৃতি দিয়ে যুবরাজকে হিন্দু বলে স্বীকার করে নিন।

চিন্ময়ী। আমি আপনার মেয়ের মত ব্রাহ্মণ! অভাগিনী মেয়ের মুখ চেয়ে যুবরাজকে আপনি হিন্দু-সমাজে স্থান করে দিন।

দ্রুত শ্যাম সুন্দর প্রবেশ করিল।

শ্যাম। আমি আমার বাবাকে খুব ভালবাসি। তুমি কিছুতেই আমার বাবাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিও না।

যদু। এই শিশু দেবতাকে স্পর্শ করে আপনার কাছে আমি শপথ করছি ব্রাহ্মণ! জীবনে কখনও আমি কোন পাপ করিনি। বিপদের বিবর থেকে মুসলমানী আশমান তারাকে রক্ষা করতে গিয়ে আজ আমার এই দুরবস্থা। ধর্মতো মানুষের জন্যই। মানুষের হৃদয় দিয়ে বিচার করে আপনি আমাকে হিন্দু বলে স্বীকার করে নিন ব্রাহ্মণ। আপনি তো জানেন, আমি নির্মল, নিষ্কলঙ্ক। আমি কল্যাণ ব্রতচারী কুমার যদু নারায়ণ।

বলদেব। না, তুমি আর হিন্দু যদু নারায়ণ নও, মুসলমান জালাল-উদ্দিন খান।

সকলে। ব্রাহ্মণ?

বলদেব। ব্রাহ্মণ বলদেব শর্মা আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছে মহারাজ, আপনার জ্যেষ্ঠপুত্রকে ত্যাগ না করলে বাংলার হিন্দু-সমাজে আপনার স্থান হবে না।

মহেন্দ্র। বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও দুর্মুখ! এই মুহূর্ত্তে তুমি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে না গেলে আমি আমার সমস্ত শুভ বুদ্ধি হারিয়ে ফেলবো। আমি তোমাকে—

গণেশ। চুপ কর মহেন্দ্র নারায়ণ!

মহেন্দ্র। কি বলছেন পিতা!

গণেশ। ঠিকই বলছি পুত্র। অসংখ্য প্রজার প্রতিনিধি হয়ে ব্রাহ্মণ বলদেব শর্মা এসেছেন রাজার কাছে অভিযোগ করতে। তুমি তাঁকে অপমান করে তোমার পিতাকে অপমান করো না।

শ্যাম। দাদু!

গণেশ। ওরে শিশু! রাজা হওয়া যে মস্ত বড় সাজা।

যদু। পিতা!

গণেশ। চুপ। পিতা বলে ডেকে লক্ষ লক্ষ প্রজার দণ্ড-মুণ্ডের নিয়ামক রাজা গণেশ নারায়ণকে দুর্ব্বল করে দিও না।

চিন্ময়ী। বাবা!

গণেশ। কি করি—কি করি বল তো মা! একদিকে আমার সন্তান সম অসংখ্য প্রজা, অন্যদিকে প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্র কুমার যদু নারায়ণ, আমি কাকে রেখে কাকে ত্যাগ করি?

যদু।
মহেন্দ্র। } কি বলছেন পিতা?

গণেশ। সম্মুখে মৃত্যুর ভয়াল ভ্রূকুটি, পশ্চাতে ধ্বংসের ভয়ংকর তাণ্ডব, আমি কোনদিকে যাই?

যদু।
শ্যাম।
মহেন্দ্র। } হায় ভগবান!

গণেশ। না-না, ভগবানকে ডেকো না। সে নিষ্ঠুর ভগবানের সাড়া দিতে সাহস হবে না। তোমরা তোমাদের হতভাগ্য পিতার মুখ চেয়ে বল, আমার এক হাতে অমৃত কুম্ভ আর এক হাতে বিষের পাত্র, আমি কোনটা ফেলে কোনটা পান করি?

চিন্ময়ী। আপনি বিষই পান করুন বাবা।

যদু।
শ্যাম।　} কি বললে ?
মহেন্দ্র।

চিন্ময়ী। ঠিকই বলেছি। হিন্দু প্রজারা বিদ্রূপ করবে। বন্ধ হয়ে যাবে গৃহ দেবতা শ্যাম সুন্দরের পূজা, ব্রাহ্মণের রুদ্ররোষে নিভে যাবে দেব-দেউলের মঙ্গল প্রদীপ।

গণেশ। চিন্ময়ী !

চিন্ময়ী। বাবা ! একের মঙ্গলের জন্য বহুর অমঙ্গল ধর্ম সম্মত নয়।

মহেন্দ্র। তুমি রাক্ষসী—

শ্যাম। তুমি ডাইনী—

গণেশ। ওরে না-না, ও রাক্ষসী নয়, ও ডাইনী নয়; ও সত্য ব্রত-চারিণী দেবী। আমি ওই দেবীর চোখে দেখতে পাচ্ছি সারা বাংলার ছবি। ওই মায়ের মুখে ফুটে উঠেছে প্রজা পুঞ্জের বেদনা। ওকে তোরা ধর। ওকে তোরা সান্ত্বনা দে, আমি ওই দেবীর বুকের স্নেহ সাগরের অতল তল থেকে ঝিনুক তুলে এনে খুন করে তার মুক্তা ছিনিয়ে নিলাম। আমার হতভাগ্য পুত্র যদু নারায়ণকে এই মুহূর্তে প্রাসাদ ত্যাগের আদেশ দিয়ে গেলাম।

[প্রস্থান।

বলদেব। মহারাজ গণেশ নারায়ণের জয় হোক। [প্রস্থানোদ্যত]

ব্রজর পুনঃ প্রবেশ।

ব্রজ। কোথায় যাবে ঠাকুর ! তোমার পালিয়ে যাবার পথ আমি বন্ধ করে দিয়েছি।

চিন্ময়ী। না।

ব্রজ। বৌরাণী!

চিন্ময়ী। ব্রাহ্মণকে পথ মুক্ত করে দাও।

বলদেব। রাজ কুল বধূর মঙ্গল হোক। [প্রস্থান।

চিন্ময়ী। মঙ্গল! হ্যাঁ, মঙ্গল তো হবেই। আমার মঙ্গলের জন্যই তো আমার মাথায় আপনি বাজ ফেলে গেলেন।

মহেন্দ্র। ওই ব্রাহ্মণের কথা শুনে দাদাকে আমরা ত্যাগ করবো না বৌদি!

যদু মহেন্দ্র! বেদনার বোঝা বুকে নিয়ে আমি বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। তোরা আমাকে রক্ষা কর।

চিন্ময়ী। দাঁড়াও ঠাকুরপো!

মহেন্দ্র। বৌদি।

চিন্ময়ী। তুমি কি চাও একটা মানুষের জন্য সোনার বাংলার ঘরে ঘরে আবার আগুন জলে উঠুক?

ব্রজ। বৌরাণী!

চিন্ময়ী। তুমি কি মনে কর রাজাকে আদর্শচ্যুত করে রাজ্যের কল্যাণ হবে?

শ্যাম। মা!

চিন্ময়ী। ওরে শ্যাম সুন্দর! তুইও কি বলতে চাস, দেবতা শ্যাম সুন্দরের পূজা বন্ধ হয়ে যাক?

যদু। মহেন্দ্র—মহেন্দ্র নারায়ণ! আমি তোর দাদা। আমি তোকে জোড় হাত করে অনুরোধ করছি ভাই, আমার জীবনের সব কিছুর বিনিময়ে পিতাকে বলে হিন্দু-সমাজের বুকে একটুখানি স্থান করে দে।

মহেন্দ্র। ব্রজদা!

যদু। ব্রজদা—ব্রজদা! তুমি তো আমাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছো। তুমি কি পার না তোমার প্রভুকে বলে আমাকে হিন্দুত্বের অধিকার দিতে?

ব্রজ। বৌরাণী!

যদু। চিন্ময়ী—চিন্ময়ী! পাষাণ প্রতিমার মত নীরব হয়ে থেকো না। পিতা তোমার কথা শোনেন,—আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, জীবনে কখনও তোমাদের সম্মুখে আসবো না, পরিচয় দেব না রাজপুত্র বলে। প্রাসাদে নয়, প্রাসাদের বাইরে সমাজের একপ্রান্তে কুকুরের মত পড়ে থাকবার অধিকাব পিতাকে বলে তুমি আদায় করে দিতে পারো না?

চিন্ময়ী। না, ওগো না—

যদু। বাঃ, বারে সংসার! বারে সংসারের নিয়ম! এতদিনের এত কল-কাকলী, এতদিনের প্রীতি আলাপণ, সমাজেব নিষ্ঠুর ইঙ্গিতে স্তব্ধ হয়ে গেল? যাকে আমি নিঙড়ে দিয়েছি সবটুকু মধু হৃদয়ের মধু-ভাণ্ড থেকে, যাকে আমি অকৃপণ স্নেহ-জালে জড়িয়ে রেখেছিলাম, যাকে আমি মমতার মর্য্যাদা দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিলাম শ্রদ্ধার স্বর্ণ-সিংহাসনে, তারা আজ কেউ আমার নয়? মিথ্যা হয়ে গেল ভালবাসার সম্পর্ক, মায়ার বাঁধন, রক্তের টান সব আজ মিথ্যা হয়ে গেল। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

শ্যাম। বাবা!

যদু। ওরে শ্যাম সুন্দর তুই যে আমার হৃদয়-সমুদ্র মন্থনের অমৃত কলস—তোকে আমি—না-না, সে অধিকার আর আমার নেই। ওরে মহেন্দ্র! চন্দনা পাখীটা আমার নাম ধরে ডাকছে, ওকে তোরা চুপ করিয়ে দে—। ব্রজদা! ভৃত্য বলে তোমাকে যদি কখনও কোন

ব্যথা দিয়ে থাকি—ক্ষমা করে দিও। আর চিন্ময়ী! তোমার স্মরণের পৃষ্ঠা থেকে আমার ছবি আমি মুছে দিয়ে গেলাম। মাথায় তুলে নিলাম তোমাদের বেদনার বোঝা। আমাকে ভুলে গিয়ে তোমরা সবাই সুখে থেকো। [প্রস্থানোদ্যত হইলে শ্যাম ডাকিল বাবা]

শ্যাম। বাবা!

[যদু নারায়ণ হতচকিত হইয়া ধীর পদক্ষেপে শ্যামকে স্পর্শ করিতে গিয়া পিছু হঠিয়া দূর হতে চুম্বন লইল। বিষাদের স্বরে ব্যথা যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল। বার বার যদু শ্যামকে দেখিতে দেখিতে হাত নাড়িয়া প্রস্থান করিল।]

শ্যাম। বাবা—বাবা, তুমি যেও না—তুমি আমাকে ভুলে যেও না।

[প্রস্থান।

মহেন্দ্র। ব্রজদা! তুমি শ্যাম সুন্দরকে ধর।

ব্রজ। কি হবে ধরে? ফুল যখন ঝরে পড়ে গেল তখন ভুল ধরে আর কি লাভ?

[প্রস্থান।

চিন্ময়ী। ছেলেটা বোধ হয় পাগল হয়ে যাবে ঠাকুরপো!

মহেন্দ্র। আর তুমি যে পাগল হয়ে গেছো বৌদি?

চিন্ময়ী। কে বললে আমি পাগল হয়ে গেছি? [হাসি]

মহেন্দ্র। বৌদি! তুমি কাঁদো—

চিন্ময়ী। তুমিও কি পাগল হলে ঠাকুরপো? দেখছো না আমি বুকের পাঁজর খুলে দিয়ে কেমন করে কাঁদছি? তুমি দেখ—তুমি ভাল করে দেখ, আমার অনেক সুখের কান্না। [পাগলিনীর মত, হাসিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল।]

একতারা বাজাইয়া গীতকণ্ঠে বাউল পদ্মনাভ প্রবেশ করিল।

পদ্মনাভ। গীত।

থামা তোর হাসি থামা রাধে।
[তোর] সর্ব্বনাশী হাসির সুরে বিশ্ববাসী কাঁদে।
নয়নে নাহিক জল—মুখে নাহি কথা,
এত দুঃখ বল অভাগী রাখিলি কোথা?
পাষাণ হবে যে নেবে তোর ব্যথার ঝাঁপি কাঁধে।

[গাহিতে গাহিতে পদ্মনাভ চলিতেছিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার অনুসরণ করিল চিন্ময়ী ও মহেন্দ্র।]

তৃতীয় দৃশ্য।

আজিম মঞ্জিল।

একতারা বাজাইয়া পদ্মনাভের গীতাংশ গাহিতে গাহিতে ফকির প্রবেশ করিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার অনুসরণ করিতেছিল হিন্দু-বধূ সাজে সজ্জিতা আশমান তারা।

[ফকির গাহিল]

ফকির। গীত।

খুশীতে ঢাকিয়া আহা নরম বেদনা।
হাসির আড়ালে রাধে কেঁদো না কেঁদো না।
সাধের স্বপন রে তোর ভরে অবসাদে।

[প্রস্থান।

আশমান। [খিল খিল হাসিয়া] আমার এই হাসি দিয়েই তো আমি তার কান্না মুছে দিতে চাই। তাকে নয়নে হারিয়ে আমি হৃদয়ে কুড়িয়ে পেতে চাই! [খিল খিল হাসি]

মণিরউদ্দিনের প্রবেশ।

মণির। কাঁদছিস আশমান তারা?

আশমান। কে বললে আমি কাঁদছি? দেখছো না, কেমন সুন্দর করে শাড়ী পরেছি? হাতে শাঁখা পরেছি? সিঁথিতে ঢেলে দিয়েছি রক্ত-রাঙা সিঁদুর?

মণির। তবু আমি যে শুনতে পাচ্ছি বহিন?

আশমান। কি শুনতে পাচ্ছো?

মণির। এক বিহঙ্গের শোকে এক বিহঙ্গীর কান্না।

আশমান। দাদা!

মণির। দাদা!

আশমান। হ্যাঁ, হিন্দুর মেয়েরা তো তাই বলে।

মণির। আশমান তারা!

আশমান। না, দাদা, না। আশমান তারা নয়। এখন আমি শুধু তারা।

মণির। তারা!

আশমান। তারা যেমন চাঁদের আলোতে আলোকময়ী, আমিও তেমনি স্বামীর গরবে গরবিণী। বল দাদা! আমার এই সাজ কি ঠিক সাজ হয়নি?

মণির। কিন্তু কি হবে এই সাজে সেজে? হিন্দু যদু নারায়ণ কি কোনদিন এখানে ফিরে আসবে?

আশমান। তোমরা কি মনে করেছ সে ফিরে আসুক এই আমি চাই?

মণির। বহিন!

আশমান। না, দাদা না। আমি তা কখনও চাই না। আমি চাই যে তার স্ত্রী-পুত্র, পিতা-ভ্রাতাকে নিয়ে সুখে সংসার করুক। পথিকের মন থেকে মুছে যাক দুদিনের পান্থশালার স্মৃতি। সে সুখী হোক—সে খুশী হোক, সে শান্তিতে থাকুক।

[কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলে মণির তাহাকে ধরিয়া বলিতেছিল।]

মণির। আমি ভুল বুঝেছিলাম বহিন। তুই আমাকে ক্ষমা কর। কান্না বন্ধ করে আমার সঙ্গে চল।

আশমান। কোথায়?

মণির। ঠাকুর ঘরে।

আশমান। কোথায় ঠাকুর ঘর?

মণির। তৈরী করে দেব বহিন, তৈরী করে দেব।

আশমান। দাদা!

মণির। নিষাদ ক্রুর কুতুবের বিষাক্ত শরে নিহত এক বিহঙ্গীকে আমি নতুন মন্ত্রে বাঁচিয়ে তুলবো।

আজিম শাহের প্রবেশ।

আজিম। ভুল করো না মণির।

আশমান। } ভুল!
মণির। }

আজিম। ভয়ংকর ভুল। মুসলমানের মেয়ে হিন্দুর পোষাক পরবে, হিন্দু বধূর মত হাতে শাখা পরবে, সিঁথিতে সিঁদুর দেবে, একি হয়? হাজার হোক আশমান তারা মুসলমানের মেয়ে।

আশমান। মুসলমানের মেয়ে হলেও আমি হিন্দুর বধূ।

আজিম। আশমান তারা!

মণির। ও ঠিক কথাই বলেছে চাচাজান।

আজিম। কিন্তু ও বললেই তো ওর কথা মুসলমান সমাজ মেনে নেবে না।

আশমান। মুসল সমাজের সঙ্গে আর তো আমার কোন সম্বন্ধ নেই বাবা!

আজিম। বাবা!

আশমান। হ্যাঁ। বাবা বলেই ডাকবো তোমাকে, হিন্দু বধূরা ও নামেই ডাকে। হিন্দুরা যা করে আমি তাই করব। যা বলে আমি তাই বলব। মুসলমান সমাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেছে।

মণির। নিশ্চয়ই।

আজিম। ওরে না মণির না। তুই আর অভাগী মেয়েটাকে ভুল পথ দেখাস না।

মণির। ভুল পথ আমি দেখাই নি চাচাজান। ভুল পথ দেখিয়েছে নুর কুতুব আলম।

আশমান। নুর কুতুব আলমের ভুলের মাশুল কি আমাকে গুণতে হবে বাবা? না আমি তা পারবো না। আমি ঠিক পথই বেছে নিয়েছি। আমি যে পথে চলছি সেই পথেই চলবো।

আজিম। তাতে কি লাভ আশমান তারা?

মণির। লাভ! একটা মেয়ের ফুলের মত জীবন নিয়ে আপনারা আজ লাভ-ক্ষতির হিসাব করতে বসেছেন চাচাজান? কি পেলো, কি পেলো ওই হতভাগিনী মেয়েটা? জীবনের সাধ, স্বপ্ন, সাধনা সব ওর চুরমার হয়ে গেছে। নারীহৃদয়ের পিপাসা পাত্র আজ নোনা পানিতে ভরা।

আজিম। সবই বুঝি মণির। কিন্তু—

আশমান। কোন কিন্তু নেই বাবা। নারী হয়ে আমি জন্মেছি, অন্ততঃ তুমি আমাকে নারীধর্ম পালন করতে দাও। আমার স্বামী হিন্দু, আমাকে হিন্দু হয়েই বেঁচে থাকতে দাও।

আজিম। তা হয় না মা।

আশমান। হয় না!

মণির। কেন হয় না চাচাজান?

আজিম। হিন্দু যদু নারায়ণ, হিন্দু-সমাজেই ফিরে গেছে। কোনদিনই সে এখানে ফিরে আসবে না। আশমান তারার আমি আবার—

আশমান। বলো না বাবা, বলো না। সেকথা তুমি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করো না। ব্রাহ্মণ বধূর সে কথা কানে শোনাও পাপ।

মণির। আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন চাচাজান?

আজিম। কেন পাগল হবো মণির? মুসলমান সমাজে মেয়েদের তো দু'বার সাদী হয়?

মণির। হয় বলেই সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

আজিম। আমি আমার হতভাগিনী মেয়েকে সুখী করতে চাই মণির।

আশমান। সত্যি বলছো বাবা? সত্যিই তোমার মেয়েকে সুখী করতে চাও?

আজিম। হ্যাঁ মা।

আশমান। তাহলে তোমার মেয়েকে তুমি একটা ভিক্ষা দাও বাবা?

আজিম। ভিক্ষা!

আশমান। হ্যাঁ, ভিক্ষা। আমি হিন্দু বধূ হয়েই জীবন কাটিয়ে দেব, তুমি আমাকে এই অনুমতি দাও।

মণির। বেহেস্ত আর কোথায়?

আশমান। বল বাবা, বল! চুপ করে থেকো না। জীবনে তো আমি তোমার কাছে কোন কিছুই চাইনি? আমার জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমি তোমাকে প্রথম ও শেষ ভিক্ষা চাইছি বাবা, তুমি আমাকে হিন্দু হয়ে বেঁচে থাকতে দাও।

আজিম। আমি—

মণির। চুপ করে থাকবেন না চাচাজান। আপনিই বলেছেন, মসনদের চেয়ে মানুষ অনেক বড়, ধর্মের চেয়ে মানুষ অনেক উঁচু। তবে কেন এত দ্বিধা, কেন এত দ্বন্দ্ব চাচাজান। দিন হতভাগিনী মেয়েটাকে একটি ভিক্ষা দিন।

আজিম। আমার—

আশমান। সমাজ তোমাকে যত কটুক্তিই করুক, তুমি কি পারো না সমাজ ধর্ম সব পিছনে ফেলে মনুষত্বের মমতা মধুর কণ্ঠে একটি কথা বলতে?

আজিম। পারি মা, পারি। আমি পারবো—আমি পারলাম। দীনের আদালতে মনুষত্বকে হাকিম করে আমার ব্রতচারিণী মেয়েকে তার পতির ধর্ম পালন করতে হুকুম দিয়ে গেলাম।

[প্রস্থান।

[আশমান তারা দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল।]

মণির। হাসছিস বহিন!

আশমান। না এবার কাঁদছি।

মণির। তোর কান্নাই তো হাসি?

আশমান। কি বলছো?

মণির। বলছি, তাহলে আর দেরী করে লাভ নেই। তাড়াতাড়ি

চল। তুই তোর মনটাকে মন্দির তৈরী করে ভগবানকে ডাকবি, আমি ডাকবো খোদাকে আমার মন-মসজিদে দাঁড়িয়ে। তোর ভগবান আমার খোদা অবাক হয়ে ভাববে, কে ডাকে, ওরা হিন্দু না মুসলমান—ভাই-বহিনের মিলিত মন্ত্র জবাব নিয়ে যাবে, আমরা মানুষ—আমরা অমৃতের সন্তান।

[প্রস্থান।

আশমান। তাই চল মহান! অতীতের দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে—বর্ত্তমানের তরী বেয়ে ভবিষ্যতের মহাসাগরে ভেসে চলে যাই।

নাসিরউদ্দিন প্রবেশ করিল।

নাসির। মৎ চলো হাসিনা!

আশমান। নাসিরউদ্দিন!

নাসির। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

আশমান। সে কথা তো অনেকবার বলেছো।

নাসির। মগর জবাব পাইনি।

আশমান। পাবেও না।

নাসির। আশমান তারা!

আশমান। উঁ-হু, শুধু তারা।

নাসির। কভি নেহি। তুম হামারী দীল আশমানকা তারা।

আশমান। সাবধান দস্যু! ফের ওই কথা উচ্চারণ করলে আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না।

নাসির। তোমার ক্ষমা আমি চাই না রোশনীওয়ালী, তোমাকে চাই।

আশমান। আমাকে চাও?

নাসির। আলবৎ। মগর এমনি চাই না। দাম দিয়ে সওদা করবো!

আশমান। কি দাম দেবে?

নাসির। তোমার সুরৎএর দাম দেব দৌলৎ, আউর দীলের দাম দেব মসনদ।

আশমান। মসনদ!

নাসির। জরুর হাসিনা। মেরী দীল মসনদ।

আশমান। দীল তোমার আছে?

নাসির। নেই?

আশমান। থাকলে দেখতে পেতে আমার পরণের শাড়ী, হাতের শাঁখা, সিঁথির সিঁদুর?

নাসির। হায় আল্লা! তবু যদি সেই কাফের তোমাকে এনকার করে ফিরে না যেতো।

আশমান। তবু তার ঘৃণা আমার কাছে দেবতার আশীর্ব্বাদ!

নাসির। খামোস বে-শরমী। এখনি তোমাকে হিন্দুর পোষাক খুলতে হবে।

আশমান। আমি খুলবো না নাসির—মেহেরবাণী করে তুমি খুলে দেবে।

নাসির। পিয়ারী—[অগ্রসর]

আশমান। হুঁসিয়ার জানোয়ার! আমি বেঁচে থাকতে নয়—মরার পর।

নাসির। বহুতাচ্ছা দিমাকওয়ালী—[অগ্রসর]

আশমান। নাসির!

নাসির। নাসির নয়। আমি জানোয়ার—

আশমান। আমি—

নাসির। খাপ্‌সুরত হরিণী। তোমাকে আমি—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

আশমান তারার প্রতি অগ্রসর হইতেছিল। সহসা নুর কুতুব তসবী জপিতে জপিতে প্রবেশ করিল।

নুর কুতুব। ইয়া-নফসী—ইয়া-নফসী—

নাসির। দরবেশ!

নুর কুতুব। একদম খাড়া হো যাও বে-আদব!

আশমান। দেখুন দরবেশ নুর কুতুব আলম! এই আপনার মন্ত্র-শিষ্য। এই আপনার ইসলামের ফসল!

নুর কুতুব। গোসামৎ কর বেটি! আমি তোমার বিলকুল ক্ষতি পূরণ করে দেব।

আশমান। কি দিয়ে পূরণ করবেন দরবেশ—কি দিয়ে পূরণ করবেন? জীবনের প্রভাতে যার সূর্য্য ডুবে গেছে, যৌবন বাসরে যার নিভে গেছে প্রদীপ, স্বপ্নের শুরুতে যার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, তাকে আপনি কি দিয়ে ক্ষতি পূরণ করবেন?

নুর কুতুব। তোমার খসমকে তোমার কাছে এনে দিয়ে।

আশমান। দরবেশ!

নাসির। কোথায় সেই কাফের হিন্দু?

নুর কুতুব। হিন্দু সে আর নেই।

নাসির। }
আশমান। } তবে?

নুর কুতুব। এখন সে জালালউদ্দিন খাঁন। ইয়া-নফসী, ইয়া-নফসী—

নাসির। রাজা গণেশ নারায়ণ—

আশমান। তাকে তাহলে—

মুর কুতুব। কুত্তার মত তাড়িয়ে দিয়েছে।

আশমান। কোথায় আছে, কোথায় সে! আমি তার কাছে যাবো। তাকে সঙ্গে নিয়ে রাজার পায়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলবো—রাজা! শাস্তি যদি দিতে হয়, এই কাল-নাগিনীকে দাও—এই দেবতার মত মানুষটার কোন অপরাধ নেই।

[প্রস্থান।

নাসির। আশমান তারা!

মুর কুতুব। ভয় নেই। ও এই আজিম মঞ্জিল থেকে কোথাও যেতে পারবে না।

নাসির। মগর আপনি কি সত্যই কাফেরটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন?

মুর কুতুব। জরুর!

নাসির। তাহলে আশমান তারাকে আমি—

মুর কুতুব। ঠিক সময়ে পাবে।

নাসির। পাবো!

মুর কুতুব। আলবৎ। তোমার হককে আটকাতে পারে। ইয়া-নফসী—ইয়া-নফসী—আশমান তারার পয়দা তোমারই জন্য।

নাসির। ওয়াদা দিচ্ছেন?

মুর কুতুব। হ্যাঁ নাসির। মগর তোমাকে কিছুদিন সবুর করতে হবে?

নাসির কতদিন।

মুর কুতুব। যতদিন না আমার কাজ হাসিল হয়।

নাসির। দরবেশ!

মুর কুতুব। কাফের যদু নারায়ণ বাস করছে পল্লীর চাষীর বাড়ীতে। তাকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে আসবো এই আজিম মঞ্জিলে।

নাসির। এখানে এসে সে তো আশমান তারাকে—

নুর কুতুব। ছোঁবে না নাসির, ছোঁবে না। মুসলমানীকে সে এনকার করে।

নাসির। আশমান তারা—

নুর কুতুব। আমার কাছে আল্লাতালার দোয়া। তাকে সামনে রেখে আমি আমার তামাম মতলব কামাল করতে চাই।

নাসির। হজরৎ এ আলম!

নুর কুতুব। কাফের হিন্দু গণেশ নারায়ণকে কোতল করে, তার কলিজার খুনে গোছল করিয়ে তোমাকে বসাবো আমি বাংলার তখত-ই-তাউসে। ইলিয়াছ শাহী বংশের শের আদমী, তোমাকেই বসতে হবে ইলিয়াছ শাহী মসনদে।

নাসির। আপনি কি বলছেন দরবেশ নুর কতুব আলম!

নুর কুতুব। ইয়া-নফসী—ইয়া-নফসী। ডরোমৎ নাসিরউদ্দিন! সুলতান হওয়ার পর তোমার নাম হবে মীরমহম্মদ নাসিরউদ্দিন শাহ। তোমার এক্তিয়ারে থাকবে তামাম বাংলার খবরদারী। হারেম ভরিয়ে দেবে রূপের রোশনী দিয়ে বেগম আশমান তারা। প্রজারা জানাবে তসলীম—খোজারা জানাবে কুর্নিশ—আর নকিব আওয়াজ দেবে—বা-আদব—বা—মূল আজা হোঁসিয়ার।

[প্রস্থান।

নাসির। মাশাল্লা—মাশাল্লা! দরবেশ নুর কুতুব আলম! আপনার এই খোয়াব যদি সত্যে পরিণত হয়, তাহলে জীন্দেগীভর এই বান্দা আপনার খেদমদগারী করবে। হে দীন দুনিয়ার মালেক! তোমার গোলামের গোলাম এই নাসিরউদ্দিনের ইনসাফ করো মেহেরবান।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

যাদব ঘোষের গৃহদ্বার।

প্রৌঢ় চাষী মুসলমানের ছদ্মবেশে মহেন্দ্র নারায়ণ প্রবেশ করিল। তাহার কাঁধে লাঠিতে বাঁধা কাপড়ের পুটুলি। সে বলিতেছিল।

মহেন্দ্র। মেহেরবান খোদার ফজলে রাজার ছেলের ব্যারাম আরাম হয়ে যাক দুনিয়ার মালেক! তুমি বান্দার আর্জি কবুল করো খোদা!

সোনা বৌয়ের প্রবেশ।

সোনা। এই—এই কে তুমি? দাঁড়াও—দাঁড়াও বলছি।

মহেন্দ্র। আমাকে বলছো আপনি?

সোনা। না তোমাকে বলবো কেন? বলছি ওই তালগাছটাকে।

মহেন্দ্র। আচ্ছা বুইনদি। [প্রস্থানোদ্যোগ]

সোনা। এই মলো! বলি বেশ লোক তো তুমি? নাম কি তোমার?

মহেন্দ্র। আমার নাম আপছদ্দি সেখ। বাপের নাম কলিমদ্দি সেখ। দাদার নাম—

সোনা। থাক। তোমাকে আর চৌদ্দপুরুষের নাম বলতে হবে না।

মহেন্দ্র। আচ্ছা বুইনদি! [প্রস্থানোদ্যোগ]

সোনা। আরে কি মুস্কিল। শোনো!

মহেন্দ্র। বলেন।

সোনা। তোমার বাড়ী কোথায়?

মহেন্দ্র। বাবারবাড়ী হোসেনপুর। মামারবাড়ী কাশেমপুর। আর শ্বশুরবাড়ী—

সোনা। নিশ্চিন্দিপুর।

মহেন্দ্র। জী না বুইনদি, রহিমপুর।

সোনা। তা বেশ। ওদিকে যাচ্ছো কোথায়?

মহেন্দ্র। যাদব ঘোষের বাড়ী।

সোনা। কেন ?

মহেন্দ্র। শুনলাম ওনার বাড়ী রাজার ছেলে ঠাঁই পেয়েছে।

সোনা। কে বললে তোমাকে?

মহেন্দ্র। আমার খালাইতো বোনাইয়ের মামাইতো সুম্মুন্ধি। সে বললে—

সোনা। কি বললে?

মহেন্দ্র। রাজার ছেলের বেজায় ব্যারাম। আপছদ্দি, তুমি একবার দেখে এস। তাই গাছের দুটো আনাজ, দুটো কচি ডাব, আর কিছু পাকা রম্ভা নিয়ে বিশমিল্লা বলে বেরিয়ে পড়লাম। তা হ্যাঁ, বুইনদি রাজার ছেলে আছে কমনে? কোন গুণ দে যাবো একবার আপনি দেখিয়ে দাও!

সোনা। তার আগে দেখি তোমার পুটুলিতে কি আছে। [পুটুলি টানিতেছিল]

মহেন্দ্র। হায় আল্লা! করলে কি গো আপনি?

সোনা। কেন কি করলাম?

মহেন্দ্র। হিন্দুর মেয়ে হয়ে মোসলমানের পুটুলি ছুঁয়ে ফেললে?

সোনা। তবে আবার কি, আমার চৌদ্দপুরুষের জাত চলে গেল।

কমলার প্রবেশ।

কমলা। বার করে দে সোনা, বার করে দে। মুসলমানকে ছুঁলে যে জাত যাবার ভয় দেখায় তাকে ঝাটা মেরে বার করে দে। ও মা! তুমি কে বাছা?

সোনা। হোসেনপুরের চাষী, রাজকুমারকে দেখতে এসেছে।

কমলা। মিথ্যে কথা। ও হয় রাজার গুপ্তচর, নয় বলদেব ঠাকুরের দলের লোক।

মহেন্দ্র। আল্লার কিরে! আমি—

কমলা। থামো বাছা! তোমাদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। তোমরা আল্লা আর ভগবানকে ভাঙ্গিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছো। তোমরা মলে শুকুনি হয়ে জন্মাবে।

সোনা। ওরা মরবে না মা। ওরা আমাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে।

কমলা। থাক সোনা, থাক। সে বড়াই ওদের সাজে না। কত যে মুরোদ সে তো হাতে নাতে দেখলাম বাছা।

মহেন্দ্র। বুইন দিদি!

সোনা। ও মাগো! [হাসিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল]

কমলা। কি হলো সোনা?

সোনা। লোকটার আক্কেল বলতে নেই। আমাকেও বলছে বুইন-দিদি, আবার তোমাকেও বলছে বুইন দিদি!

কমলা। ওমা তাই নাকি! একেবারে গোমুখ্যু। তা হ্যাঁ বাছা, তোমার ছেলে পুলে হয়েছে?

মহেন্দ্র। জী। বড় মেয়ের দুটো ছেলে।

কমলা। সবাইকার ছেলে পুলে হচ্ছে, আমার বৌয়ের যে কেন হচ্ছে না ভগবান জানে।

সোনা। মা! [লজ্জায় মাথা নত করিল]

কমলা। দেখ, মেয়ের আমার লজ্জা দেখ। বলি, এতে আবার লজ্জার কি আছে মা!

মহেন্দ্র। একটা কাজ করবেন। তাহলে বুইনদির বাচ্ছা-টাচ্ছা হতে পারে।

কমলা। কি বলতো বাছা?

মহেন্দ্র। করিমপুরের পীর সাহেবের দরগায়—

সোনা। থামো তো। যাও রাজার ছেলেকে দেখে এস। দেরী করো না কিন্তু—

মহেন্দ্র। আচ্ছা বুইনদি! একবার শুধু চোখের দেখা দেখে চলে আসব। কিন্তু পীর সাহেবের দরগায়—

সোনা। আঃ, তুমি যাবে—

মহেন্দ্র। আচ্ছা যাচ্ছি—যাচ্ছি বুইন দিদি।

[প্রস্থান।

কমলা। সোনা! এই সোনা! দেখ, অমনি মেয়ের রাগ হয়ে গেল। বলি, হলো কি বলবিতো?

সোনা। তুমি যার তার কাছে যা-তা কথা বলবে কেন?

কমলা। বেশ করবো বলবো। একশোবার বলবো। কাকে ডরিয়ে আমি গাঁয়ে বাস করি? এইতো রাজার ছেলেকে জায়গা দিয়েছি বলে গাঁয়ের সবাই আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বন্ধ করে দিয়েছে। দিয়েছিস—দিয়েছিস, তাতে কমলাবালার কি ক্ষতি হয়েছে শুনি?

সোনা। তোমার ঠিক মাথা খারাপ হয়ে গেছে মা।

কমলা। বলি হবে না কেন শুনি? মাথা তো একটা না দুটো? একটা মাথায় আর কত ঝড় বইতে পারে মানুষ। মুখপোড়া রাজা বলা নেই, কওয়া নেই দুম করে অমন সোনার চাঁদ ছেলেটাকে বাড়ী থেকে বার করে দিলে। অপরাধটা কি না মোসলমানের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে। তা ব্যাটাছেলের বিয়েতো মেয়ের সঙ্গে হবেই। এই যে তুই, তুই যদি মেয়েমানুষ না হতিস তাহলে কি তোর সঙ্গে আমি দুলালের বিয়ে দিতাম।

সোনা। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ। [ঘোমটা দিয়া সরিয়া গেল]

কমলা। বলি লজ্জা তো খুব। রসিদ, কবরেজের বাড়ী থেকে ফিরেছে?

সোনা। এখনও ফেরেনি মা।

কমলা। ওই এক ছেলে। দিনরাত তোর সঙ্গে, দুলালের সঙ্গে রাজার ছেলের সেবা করছে; অথচ ওষুধ আনতে যে দেরী, সেই দেরী—

সোনা। রসিদ ঠাকুরপো কি আর ইচ্ছে করে দেরী করছে?

কমলা। তা নয় তো কি, সেই গাঁয়েই তো তার শ্বশুরবাড়ী। জোয়ান ছেলে হয় তো শ্বশুরবাড়ী গিয়ে বৌয়ের সঙ্গে—

সোনা। মা!

কমলা। তুই থাম তো। সব কথাতেই মা—মা বলে ব্যাগরা দিস না। আসুক সেই মুখপোড়া রসিদ, তাকে আজ বেশ করে দু কথা শুনিয়ে দেব। কিন্তু কি করে বলবো বল দেখি। সোনা, তার মুখ দেখলে যে আমি সব কথা ভুলে যাই—ছোঁড়ার মা হতভাগী মরবার সময় বলে গিয়েছিল—আমার রসিদ থাকলো তুমি ওকে দেখো কমলা বুন। [চোখ মুছিতেছিল]

সোনা। কাঁদছো মা!

কমলা। হাসতে আমি পেলাম কখন? তোর ছেলে হলো না, রাজার ছেলের অসুখ, বুড়ি ফতিমা খেতে পাচ্ছে না, পাঁচ জ্বালায় আমি যে দিনরাত জ্বলে মরছি সোনা।

সোনা। মাগো মা! রসিদ ঠাকুরপো আসছে—

কমলা। তাতো দেখতে পাচ্ছি। দেরীর কথা জিজ্ঞাসা করলেই বলবে—

খালি শিশি হাতে রসিদের প্রবেশ।

রসিদ। কবরেজ ওষুধ দিলে না চাচী।

সোনা।
কমলা। } দিলে না!

রসিদ। না। বললে সমাজপতি জানতে পারলে একঘরে করবে।

সোনা। সমাজপতির ভয়ে একটা মানুষের দারুণ অসুখে একটু ওষুধ দিতে সাহস হলো না!

কমলা। সে কবরেজ নয় সোনা, ভেঁড়া। এক কাজ কর বাবা রসিদ!

রসিদ। বল চাচী?

কমলা। পলাশ গাঁয়ের কবরেজের কাছে একছুটে চলে যা।

দুলালের প্রবেশ।

দুলাল। কোন লাভ হবে না মা। সেখান থেকেও ফিরে আসতে হবে।

সোনা।
কমলা।
রসিদ। } ফিরে আসতে হবে?

দুলাল। হ্যাঁ। গাঁয়ের লোক আমাদের একঘরে করেছে। দত্তদের পুকুর পাড় দিয়ে চাষের বলদ দুটোকে আসতে দিচ্ছিল না।

কোদাল কাধে যাদব ঘোষের প্রবেশ।

যাদব। শুধু তাই নয়। আলুর ভুঁইয়ে জল ধরাতে গেলাম। কোদাল তুলে কোপ দেব, বামুনদের বাকুরীর আলে দাঁড়িয়ে জগু মোড়ল বললে, ঘাই কাটতে দেব না। তোমরা একঘরে।

রসিদ। আমাকেও কাল আব্দুল মিঞা মসজিদে নামাজ পড়তে দেয়নি চাচা।

কমলা। বলিস কি রসিদ?

রসিদ। হ্যাঁ চাচী। বাপজানকেও মিলাদ শরিফের মজলিশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

যাদব। কে তাড়িয়ে দিয়েছে আব্দুল মিঞা? ঠিক আছে—এবার বর্ষাকালে খড় চাইতে এলে হয়। খড় দেব না ঘোড়ার ডিম দেব।

কমলা। তুমি থামতো—

মহেন্দ্র নারায়ণ পূর্ব্ববেশে প্রবেশ করিল।

মহেন্দ্র। না মা, না। আপনি থামিয়ে দিও না। সবাই মিলে জোঠ বেঁধে এই পুরোনো সমাজটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দাও।

যাদব।
দুলাল। } তুমি কে?
রসিদ।

কমলা। হোসেনপুরের চাষী।

সোনা। রাজকুমারকে কেমন দেখলে?

মহেন্দ্র। ঘুমুচ্ছে বুইনদি। তেমন সোনার বরণ কালি হয়ে গেছে। আমি সহ্যি করতে না পেরে পালিয়ে এলাম। [কাঁদিতেছিল]

সোনা। তুমি কাঁদছো ?

মহেন্দ্র। না-না কাঁদবো কেন ? কাল সারারাত ঘুম হয়নি কি না তাই—[চোখ মুছিতেছিল] কাঁদতে যাবো কোন দুঃখে। তবে—না থাক, ফলগুলো রেখে এসেছি। আপনারা খাইয়ে দিও। আমি চললাম। হ্যাঁ, রাজার ছেলের ঘুম ভেঙ্গে গেলে তাকে বলো যে—না-না, কিছু বলবার নেই। কিছুই আপনাদের বলতে হবে না—কিছু না। [প্রস্থানোদ্যোগ]

জ্বরে কম্পমান যদু নারায়ণ প্রবেশ করিল।

যদু। কিছুই বলবার নেই—তাই না ?

সকলে। রাজকুমার !

যদু। জানো, তোমরা জানো এই লোকটা কে ?

সকলে। কে ?

যদু। আমার ভাই মহেন্দ্র নারায়ণ।

সকলে। ভাই !

যদু। ভাই এসেছে ভাইকে দেখতে—চোরের মত লুকিয়ে, ভীরুর মত আত্মগোপন করে।

মহেন্দ্র। দাদা !

যদু। মাথা উঁচু করে আসতে পারলি না ? বুক সোজা করে আসতে পারলি না ? চোর সেজে, মাথা নত করে কে তোকে এখানে আসতে বলেছে ? কেন এসেছিস তুই ?

মহেন্দ্র। আমি—

যদু। লজ্জায় পারিস নি, ঘৃণায় পারিস নি, ভয়ে পারিস নি, সত্য

পরিচয় দিয়ে এখানে আসতে। অথচ এরা? এই অশিক্ষিত চাষী, পল্লী-বাংলার মেহনতী মানুষ, এরা পেরেছে রাজ-ভয়, সমাজপতির ভয় অগ্রাহ্য করে আমাকে নিবিড় করে আপন করে নিতে।

মহেন্দ্র। এরা যা পারে, আমরা তা পারি না দাদা?

সোনা। কেন পারেন না রাজকুমার?

দুলাল। আপনারা তো শিক্ষিত?

রসিদ। আপনারা তো ভদ্রলোক?

যাদব। সারা দেশটাকে তো আপনারাই শাসন করছো মশাই?

কমলা। কি করে পারবে, ওদের মুখে যে মিথ্যের মুখোশ?

মহেন্দ্র। ঠিক বলেছো মা। সত্যিই আমাদের আসল রূপ ঢাকা দেওয়া আছে মিথ্যার মুখোশে। আমরা তোমাদের সঙ্গে সমান হবো সেদিন, যেদিন তোমরা আমাদের মুখোশগুলোকে টেনে ছিঁড়ে পথের ধূলোয় ফেলে দেবে।

যদু। মহেন্দ্র!

মহেন্দ্র। দাদা! আমি অনেক কিছু করতে গিয়ে কিছুই করতে পারি নি। কেন পারি না তা জানতে চেয়ো না। শুধু অভাগা, অক্ষম, অপদার্থ ভাইকে তুমি ক্ষমা করো দাদা, ক্ষমা করো।

[প্রস্থান।

যদু। মহেন্দ্র—মহেন্দ্র চলে গেল। আর হয়তো কোনদিন দেখা হবে না।

দুলাল। কেন দেখা হবে না রাজকুমার?

রসিদ। নিশ্চয়ই দেখা হবে।

সোনা। চলুন, আপনি বিছানায় চলুন। জ্বরে আপনার দেহটা কাঁপছে।

কমলা। কবরেজ একফোঁটা ওষুধ দিলে না বাছা?

যাদব। দেয়নি?

কমলা। না।

যদু। কেউ দেবে না মা। কেউ কোন জিনিষ দিয়ে হতভাগ্য যদু নারায়ণকে সাহায্য করবে না। বাংলার হিন্দু-সমাজের ইস্পাত কঠিন প্রতিজ্ঞা, যদু নারায়ণকে তারা হিন্দু বলে মেনে নেবে না।

সকলে। রাজকুমার!

যদু। রাজকুমার যদু নারায়ণের বোধ হয় মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে।

কমলা। না কুমার, না। মরতে তোমাকে দেব না। গাঁয়ের লোক করুক আমাদের একঘরে, প্রতিবেশীরা মুখ ফিরিয়ে ঘেণ্যার হাসি হাসুক, এই পড়শের কোন কবরেজ ওষুধ না দেয় না দিক, আমি মঙ্গল-চণ্ডীর পুষ্প দিয়ে তোমাকে বাঁচিয়ে তুলবোই। [প্রস্থান।

যদু। বাংলার এই মাটির মায়ের মমতার বুঝি তুলনা নেই। কিন্তু কে দেবে এই মায়ের মনের দাম?

সোনা।
রসিদ। } আমরা।
দুলাল।

যদু। তুমি তো সোনা! এই সমাজ তোমাকে লোহায় পরিণত করবে।

সোনা। কুমার!

যদু। রসিদ! তোমার তো মসজিদে যাওয়া বন্ধ?

রসিদ। যুবরাজ!

যদু। দুলাল! আর দুদিন পরে তোমাদের হয়তো এই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে।

যাদব। তাই যাবো রাজকুমার—তাই যাবো। দুলাল, রসিদ, রাম-রহিমকে সঙ্গে নিয়ে আমরা মাঠে গিয়ে নতুন করে গাঁ তৈরি করবো। সেখানে দুলাল চালাবে হাল, রসিদ রুইবে ধান, সোনা, আমিনারা লক্ষ্মীর মত ফসল তুলবে ঘরে। আমি, ওসমান, কালি, কোরবান একসঙ্গে বসে সত্যপীরের গান শুনবো, রাধা, জোবেদা, কমলা-হাসিনা সুর করে পড়বে সেই রামায়ণের গান।

সোনা। ওরা তা হতে দেবে না বাবা।

যাদব। দিতে হবে মা, দিতে হবে। আজ যারা ধর্মের ঢাক বাজিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মাঝে দেয়াল তুলতে চাইছে, একদিন তাদের বলতেই হবে, মানুষের চেয়ে বড় জাত আর এই দুনিয়ায় নেই।

[প্রস্থান।

যদু। এই তো চেয়েছিলেন আমার পিতা। তিনি চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমানকে একসূত্রে গেঁথে বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালী জাতির নতুন পরিচয় দেবেন। কিন্তু কতটুকু সত্য হলো তার স্বপ্ন? হলো না। কুসংস্কারে অন্ধ হিন্দু সমাজপতিরা তার প্রিয় পুত্র যদু নারায়ণকে—

নুর কুতুবের প্রবেশ।

নুর কুতুব। কুত্তার মাফিক বে-ইজ্জত করে সমাজ থেকে বার করে দিল।

সোনা।
দুলাল। } কে আপনি!
রসিদ।

নুর কুতুব। আমি দরবেশ নুর কুতুব আলম।

যদু। তুমি এখানে কেন?

নুর কুতুব। আমার গুণাহের জন্য আমি মাফ চাইতে এসেছি।

রসিদ। তুমি শয়তান—

নুর কুতুব। জরুর। মগর আমার চেয়ে কি জিয়াদা শয়তান নয় হিন্দু সমাজপতির দল ?

দুলাল। দরবেশ!

নুর কুতুব। হিন্দুদের বাড়ীতে কুত্তাগুলো যে মর্য্যাদা পায়, তোমার কি সে মর্য্যাদাও নেই জওয়ান ?

যদু। আমি প্রতিশোধ নেব।

সোনা। কুমার!

যদু। আমার প্রাণের প্রতিমা চিন্ময়ীকে ওরা প্রাণ থেকে কেড়ে নিয়েছে, স্নেহের পুতলি শ্যাম সুন্দরকে স্পর্শ করতে দেয়নি। পিতার কল্যাণ পাত্র ভরে দিয়েছে ধর্মান্ধতার বিষে।

দুলাল।
সোনা। } কুমার!
রসিদ।

যদু। কুকুরের মত হিন্দুদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়িয়েছি একটু আশ্রয়ের জন্য। দেয়নি তারা আশ্রয়। তোমাদের মানবতার দাম দিয়েছি তোমাদের একঘরে করে।

দুলাল।
সোনা। } রাজকুমার!
রসিদ।

যদু। রোগে আমাকে ওষুধ দিল না যে হিন্দু-সমাজ, জীবনে আমাকে শাস্তি দিল না যে হিন্দু-সমাজ, যে ভয়ংকর হিন্দু-সমাজ আমার পায়ের তলা থেকে মাটি কেড়ে নিয়ে মাথায় তুলে দিলে অত্যাচারের বজ্র, সেই ধর্মান্ধ হিন্দু-সমাজের বক্ষ-পঞ্জর চূর্ণ করে দিতে, সেই সঙ্কীর্ণ

হিন্দু-সমাজের উপর কঠিন আঘাত হানতে,—ধ্বংসের অতল তলে তলিয়ে দিতে হিন্দু-সমাজের অস্তিত্ব রাজা গণেশ নারায়ণের পুত্র যদু নারায়ণ আজ হিন্দু-সমাজের আতংক—মহম্মদ জালালউদ্দিন খান।

[নুর কুতুব আগেই দুয়ারপ্রান্তে হাত বাড়াইয়া দাঁড়িয়েছিল। যদু তাহার হাতে হাত রাখিলে নুর কুতুব তাহাকে লইয়া গেল ।]

সোনা। ওগো ! তুমি রাজকুমারকে ফিরিয়ে নিয়ে এস।

দুলাল। আর ও ফিরবে না সোনা বৌ, ওর বুকের আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়েছে—এবার শুধু ধ্বংস করার পালা।

[প্রস্থান।

সোনা। কি হবে ঠাকুরপো!

রসিদ। খুন করবে। হিন্দু মরবে, মুসলমান মরবে, শত শত মানুষের বুকের রক্তে বাংলার মাটি লালে লাল হয়ে যাবে। মিথ্যে ধর্মের ভয়ংকর ফসল অনেক সোনাকে পাথর করে দেবে সোনা ভাবী—অনেক সোনাকে পাথর করে দেবে।

[প্রস্থান।

সোনা। শয়তান নুর কুতুব আলম আর অমানুষ বলদেব ঠাকুর হিন্দু-মুসলমানের যে মিলন ঘটতে দিল না, সেই মিলন ঘটবে এবার মনে মনে নয়—প্রাণে প্রাণে নয়। রক্তের সঙ্গে রক্তে।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

শ্যাম সুন্দরের মন্দির।

পূজারিণী চিন্ময়ী প্রবেশ করিয়া বলিতেছিল।

চিন্ময়ী। রক্তে রক্তে জেগে ওঠে তার স্মৃতির শিহরণ, শয়নে স্বপনে ভেসে ওঠে তার সেই অসহায় ছবি, চোখ বুজলেই তার সেই ভঙ্গি মনোহর মূর্ত্তি—না-না, একি করছি আমি! দেবতা শ্যাম সুন্দরের মন্দিরে এসে আমি কার কথা ভাবছি। [জোড়হাত করে] হে ঠাকুর! হে দেবতা শ্যাম সুন্দর! চিন্ময়ীর হৃদয় থেকে তুমি তার সব স্মৃতি মুছে দাও। তুমি আমাকে ভুলিয়ে দাও—ভুলিয়ে দাও দেবতা—[কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল তাহার হৃদয়ের অভিব্যক্তি গান হইয়া ঝরিতেছিল।]

গীত।

দাও প্রভু দাও মোরে ভুলায়ে।
এ হৃদি সাহারা মোর কর গো শীতল,
তোমার করুণা-কণা বুলায়ে।
আঁখির সায়র হতে মুছে নাও জল,
তুলে নাও বুকে ফোটা স্মৃতির কমল।
যুগল চরণো তলে দিতে যেন পারি ওগো,
আমার জীবন দীপ জ্বালায়ে।

চিন্ময়ী গান গাহিতে থাকিলে শ্যাম সুন্দর প্রবেশ করিয়া দুই হাতে চোখ মুছিতেছিল। গান শেষ হইলে সে ডাকিল।

শ্যাম। মা!

চিন্ময়ী। কে! ও শ্যাম সুন্দর? তুই কাঁদছিস কেন বাবা?

শ্যাম। তুমিই তো আমাকে কাঁদাচ্ছো মা।

চিন্ময়ী। আমি কাঁদাচ্ছি!

শ্যাম। তা কাঁদাচ্ছো না! তুমি কাঁদছো বলেই তো আমি কাঁদছি।

চিন্ময়ী। [দেবতার প্রতি] ঠাকুর—ঠাকুর! শিশু শ্যাম সুন্দরের মুখে কি আমি তোমার কথাই শুনছি প্রভু? তবে কি তুমিও কাঁদছো, তুমিও কাঁদছো শ্যাম সুন্দর?

ব্রজর প্রবেশ।

ব্রজ। ছাই কাঁদছে—ছাই কাঁদছে তোমার শ্যাম সুন্দর।

চিন্ময়ী। ব্রজদা!

ব্রজ। ও ব্যাটা কি জেগে আছে মনে করেছো, কখনও না। ঘুমুচ্ছে, ও ব্যাটা যুগ যুগ ধরে ঘুমুচ্ছে।

চিন্ময়ী। ছিঃ ব্রজদা! ও কথা বলো না পাপ হবে।

ব্রজ। পাপ হবে! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

শ্যাম। ব্রজ দাদু!

ব্রজ। পালিয়ে এসো—পালিয়ে এসো দাদুভাই! যত পাপ হয় হোক, তবু এই পাষাণ দেবতার মন্দিরে আর কখনও এসো না! পাপ হবে—হুঁ পাপ হবে। [দেবতার প্রতি] লজ্জা করে না মন্দিরে বসে বারো মাস

তিরিশ দিন পূজো আরতি নিতে? বলি গলায় লাগে না—চাল, কলা, পায়েস ভোগ আরাম করে খেতে?

চিন্ময়ী। কি বলছো ব্রজদা?

ব্রজ। সত্যি কথা বলছি বৌরাণী, এক মুঠো সত্যি কথা বলছি। ঢের ঢের ঠাকুর দেখেছি, কিন্তু এই ব্যাটা শেয়াম সুন্দরের মত নিমকহারাম ঠাকুর আমি কখনও দেখিনি। ব্যাটা মুঠো মুঠো নুন খাচ্ছে অথচ দাম দেবার নাম করে না।

শান্ত সৌম্য গণেশ নারায়ণের প্রবেশ।

গণেশ। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ব্রজ?

ব্রজ। আর তোমার মাথাটা বোধ হয় খুব ভাল আছে?

গণেশ। কেন? মাথা খারাপের আমার দেখলে কি?

শ্যাম। বাগানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে দাদু?

গণেশ। কখন দাদুভাই?

ব্রজ। আজ সকালে?

গণেশ। আঃ, তুমি চুপ কর তো ব্রজ।

ব্রজ। কেন? আমি চুপ না করলে ধরা পড়ে যাবে তাই না?

চিন্ময়ী। কি হয়েছে ব্রজদা?

গণেশ। কিছুই হয়নি মা—কিছুই হয়নি, কি আবার হবে? বাগানে দাঁড়িয়ে একজন প্রজার সঙ্গে কথা বলছিলাম।

ব্রজ। মিছে কথা। কোন লোক আজ বাগানে ঢোকেনি।

গণেশ। তুমি কিছু জানো না ব্রজ। তুমি দেখতেই পাওনি।

শ্যাম। কিন্তু আমি দেখেছি দাদু?

চিন্ময়ী। কি দেখেছিস শ্যাম সুন্দর?

শ্যাম। বাগানে দাঁড়িয়ে দাদু আমার বাবার নাম ধরে ডাকছিল আর হাঁপুস নয়নে কাঁদছিল।

গণেশ। মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা, ওরা সবাই ভুল দেখেছে। আমি মোটেই কারও নাম ধরে ডাকিনি, মোটেই আমার চোখে জল আসেনি।

চিন্ময়ী। বাবা!

গণেশ। বিশ্বাস করো না মা! ওদের কথা বিশ্বাস করো না। ওরা বাজে কথা বলছে, ওরা মনে করেছে যদু নারায়ণের শোকে আমি পাগল হয়ে গেছি। কেন আমি পাগল হবো, কেন আমি কাঁদবো, আমি যে হিন্দু-সমাজের রক্ষক রাজা গণেশ নারায়ণ, আমি যে লক্ষ লক্ষ প্রজার শক্তিশালী প্রতিনিধি। আমার কি এত সহজেই ভেঙ্গে পড়া সাজে?

ব্রজ। মহারাজ!

গণেশ। ওই যে—ওই যে মহারাজ বলে ডাকলে, ওই নামে যাদের ডাকা হয় তাদের চোখে জল আসতে নেই।

শ্যাম। দাদু!

গণেশ। ওই ডাকে যারা সাড়া দেয়, তাদের দুর্ব্বল হলে চলে না।

চিন্ময়ী। বাবা!

গণেশ। জানো মা! যদু নারায়ণ চলে যাবার পর থেকে প্রাসাদের দাস-দাসী, কর্ম্মচারী সকলেই যেন মনে করেছে, রাজা গণেশ নারায়ণ শোকে দুঃখে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু ওরা জানে না, ওরা দেখে না, ওরা চিন্তা করে না, যে রাজা গণেশ নারায়ণ ছেলেমানুষ নয়। তাকে রাজকার্য্য পরিচালনা করতে হয়, তাকে সারা বাংলার প্রজাদের সুখ-দুঃখের খবর রাখতে হয়। ভূস্বামী, জায়গীরদার, সভাসদবর্গের হাসির সুরে সুর মিলিয়ে আনন্দের হাসিতে ফেটে পড়তে হয়, হাঃহাঃ-হাঃ!

মহেন্দ্র নারায়ণের প্রবেশ।

মহেন্দ্র। পিতা!

গণেশ। কে, যদু নারায়ণ! ও তুমি—মহেন্দ্র নারায়ণ, তুমি ফিরে এসেছো পুত্র! তোমার আশাপথ চেয়ে সারাদিন আমি অপেক্ষা করছি। বল—বল মহেন্দ্র! কেমন আছে—ও, না-না, এখানে নয়—এখানে নয়, মন্দির থেকে নেমে চল মহেন্দ্র নারায়ণ।

মহেন্দ্র। চলুন পিতা।

চিন্ময়ী। দাঁড়াও ঠাকুরপো!

গণেশ। আঃ, কেন পিছু ডাকছো বৌমা! আমি ওকে রাজকার্য্যে বাইরে পাঠিয়েছিলাম। ওর সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।

চিন্ময়ী। জরুরী কথাটা যে কি, আর কোথায় যে পাঠিয়েছিলেন, কেন যে পাঠিয়েছিলেন, তা আমি জানি বাবা।

গণেশ। এ্যাঁ! জানো?

মহেন্দ্র। না, পিতা না। বৌদি কিছুই জানে না। আপনি আসুন!

চিন্ময়ী। শোন ঠাকুরপো!

ব্রজ। পরে শুনবে, পরে শুনবে বৌরাণী। চল ছোড়দা! মসজিদ তৈরীর গল্প করবে চল।

শ্যাম। কাকু! যাবার সময় তুমি যে বললে দেবতা দেখতে যাচ্ছি?

মহেন্দ্র। দেবতাকে দেখতেই গিয়েছিলাম শ্যাম সুন্দর।

চিন্ময়ী। লজ্জা করেনি, লজ্জা করেনি সেখানে তোমার যেতে?

মহেন্দ্র। বৌদি!

চিন্ময়ী। আমি জানি কোথায় তুমি গিয়েছিলে। কিন্তু কেন তুমি সেখানে গিয়েছিলে ঠাকুরপো? তার সঙ্গে কি সম্বন্ধ আমাদের?

ব্রজ। বৌরাণী!

চিন্ময়ী। বিধর্ম্মী সে, মুসলমান সে, হিন্দু-সমাজ যাকে সমাজ থেকে দূর করে দিয়েছে, তার প্রতি আর কিসের এত মায়া?

গণেশ। চিন্ময়ী!

চিন্ময়ী। ভালো করেন নি বাবা! ভালো করেন নি। বাংলার ভবিষ্যতের রাজা মহেন্দ্র নারায়ণকে প্রশ্রয় দিয়ে আপনি ভুল করেছেন।

শ্যাম। মা!

গণেশ। চুপ কর দাদুভাই! চুপ কর। মা আজ ছেলেকে শাসন করছে।

ব্রজ। মহারাজ!

গণেশ। আমি সত্যিই ভুল করেছি ব্রজ।

মহেন্দ্র। ভুল আমিও করেছিলাম পিতা!

চিন্ময়ী। ঠাকুরপো!

মহেন্দ্র। তোমাকে চিনতে আমার ভুল হয়ে গেছে বৌদি। ভেবে-ছিলাম তোমার বুকের মণি-মহলে জমে আছে বুঝি স্নেহ-মমতার মধু। চোখের সাগরে লুকোনো রয়েছে মুক্তাগর্ভা শুক্তি, মুখের কারায় বন্দী অনেক না বলা ব্যথার বাণী। কিন্তু আজ বুঝলাম আমার ধারণা ভ্রান্ত।

ব্রজ। ছোড়দা!

মহেন্দ্র। ও মানবী নয় ব্রজদা, পাষাণী।

গণেশ। মহেন্দ্র।

মহেন্দ্র। ওই বুকে, স্নেহ নেই, মমতা নেই, মায়া নেই পিতা!

শ্যাম। কাকু!

মহেন্দ্র। ওরে শ্যাম, তুই আর ওকে মা বলে ডাকিস না। ওর

কাছে আসিস না। ওই পাষাণী, পাষাণ করে দেবে। হৃদয়ের স্নেহ, প্রেম, মায়া, লুণ্ঠন করে নিয়ে মুঠো মুঠো আগুন ছড়িয়ে দেবে। কর্ত্তব্যের কঠিন কুঠারাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবে রক্তের সম্বন্ধ।

চিন্ময়ী। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মহেন্দ্র। তুমি সাধারণী নও, যাদুকরী।

চিন্ময়ী। যাদুকরী! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

শ্যাম। মা!

মহেন্দ্র। মা নয়—মা নয়, ও মায়াবিনী।

চিন্ময়ী। মায়াবিনী। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ব্রজ। বৌরাণী।

মহেন্দ্র। বৌরাণী মরে গেছে ব্রজদা!

গণেশ। মহেন্দ্র!

মহেন্দ্র। বৌদি আমার হারিয়ে গেছে পিতা! মমতাময়ী চিন্ময়ীর মধুর ভাণ্ডার আজ বিষে বিষে নীল হয়ে গেছে।

চিন্ময়ী। বাবা! ঠাকুরপোকে আপনি উন্মাদ আগারে পাঠিয়ে দিন।

গণেশ।
ব্রজ।
শ্যাম। } কি বললে!

চিন্ময়ী। ঠিকই বলেছি। ও উন্মাদ হয়ে গেছে।

মহেন্দ্র। বৌদি!

চিন্ময়ী। চুপ কর অপদার্থ! লজ্জা করছে না মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে? ঘৃণা হয়নি রাজা গণেশ নারায়ণের পুত্র হয়ে সমাজকে লুকিয়ে, অসংখ্য হিন্দু প্রজাকে অপমান করে চোরের মত তাকে দেখতে

যেতে? বাবা বৃদ্ধ বলে তুমিও কি বৃদ্ধ হয়ে গেছো? বাবা দুর্ব্বল বলে তোমার কি দুর্ব্বল হলে চলবে?

গণেশ। বৌমা!

চিন্ময়ী। ভেবে দেখুন বাবা! আপনিই তো বলেছিলেন, রাজার সিংহাসনে পিতার স্থান নেই? আপনারই মুখে কতবার শুনেছি, রাজা হওয়া মস্তবড় সাজা?

গণেশ। ঠিক বলেছি মা।

চিন্ময়ী। তবে কেন এত দুর্ব্বলতা বাবা? কিসের এত দুর্ভাবনা? উঠুন, জাগুন, শক্তিমান মহেন্দ্র নারায়ণের হাতে তুলে দিন শত্রু-দমনের হাতিয়ার। যে মসজিদ তৈরির কাজ অসম্পূর্ণ আছে, এবার সম্পূর্ণ করতে আদেশ দিন। শয়তান নুর কুতুব আলম নতুন চক্রান্তে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তাকে কঠিন হস্তে দমন করুন।

মহেন্দ্র। বৌদি!

চিন্ময়ী। অভিমান ত্যাগ করে, নতুন মন্ত্রে কঠোর করে নাও মায়া-মুগ্ধ মন। সিংহের মত গর্জ্জন করে পিতার পাশে দাঁড়িয়ে সোচ্চার কণ্ঠে বল—ভয় নেই পিতা, জেষ্ঠ্যের অভাব আমি পূরণ করে দেব।

মহেন্দ্র। ঠিক বলেছো বৌদি। তোমার অগ্নিমন্ত্রিত কঠোর আঘাতে খুলে গেছে আমার সুপ্ত-মনের সিংহদ্বার। তোমার জ্বালাময়ী ইস্পাতের ফুল আমার কণ্ঠে দুলে উঠেছে শপথের মালা হয়ে। পিতা! আর কোন ভয় নেই, আর কোন সঙ্কোচ নেই। মায়া, মমতা, বেদনার বহু উর্দ্ধে আমার সোনার বাংলার লক্ষ-কোটি মানুষ। আমি তাদের ডাক দিয়ে বলি—ওগো আমার বাংলা-মায়ের সন্তান হিন্দু-মুসলমান, রাজা গণেশ নারায়ণের শুভ্র ছত্রতলে তোমাদের সকলের স্থান।

[প্রস্থান।

গণেশ। হে দেবতা শ্যাম সুন্দর! তুমি আমাকে শক্তি দাও ঠাকুর!

ব্রজ। থাক—থাক, খুব হয়েছে রাজা।

চিন্ময়ী। ব্রজদা! দেবতাকে অবিশ্বাস করো না। প্রণাম কর। শ্যাম সুন্দর তুইও প্রণাম কর বাবা।

[শ্যাম সুন্দর প্রণাম করিতে গেলে ব্রজ তাহাকে তুলে নিয়ে বলিতেছিল।]

ব্রজ। ওখান থেকে নয় দাদুভাই! ওখান থেকে নয়। দূর থেকে ওই পাষাণ ঠাকুরকে দুই ভাই পেণ্যাম করে বলবো, ঠাকুর! তুমি আমাদের অনেক ভাল করেছো, তাই একটা কথা শোনো, তুমি যদি সত্যিই জেগে থাকো, তাহলে এবার ঘুমোও, যদি সত্যি হও, তাহলে মিথ্যা হয়ে যাও, যদি বেঁচে তুমি থাকো, এবারে তাহলে মর—মর—মর।

[শ্যামকে কোলে নিয়ে প্রস্থান।

চিন্ময়ী। ব্রজদার অপরাধ নিও না ঠাকুর।

গণেশ। আর তুমিও আমার অপরাধ নিও না মা।

চিন্ময়ী। বাবা!

গণেশ। আমি রাজা গণেশ নারায়ণ। ব্রজ, মহেন্দ্র, শ্যাম সুন্দরের মত আমি তো আর যখন তখন কাঁদতে পারি না। তাই সবার চোখের আড়ালে, সবাইকে লুকিয়ে, সবার প্রিয় আমার পুত্র যদু নারায়ণের জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে যদি কখনও কাঁদি, তুমি আমার অসংখ্য প্রজাদের বুঝিয়ে বলো তো মা—বলো রাজা গণেশ নারায়ণ কাঁদেনি। পিতা গণেশ নারায়ণ তার প্রাণের প্রিয় পুত্র যদু নারায়ণের জন্য ডুকরে ডুকরে কাঁদছে।

[প্রস্থান।

চিন্ময়ী। সবাই কাঁদছে সবাইকে লুকিয়ে। কিন্তু আমি? আমি

কাকে লুকিয়ে কাঁদবো? আমি কোথায় রাখবো আমার সব হারানোর ব্যথা? দীপক রাগের নিদারুণ মূর্চ্ছনায় আমার বুকের বীণার যে তার ছিঁড়ে গেছে, আমি কি করে সেই ভগ্ন-বীণায় জীবনের শেষে মরণ-রাগিণী বাজাবো।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আশমান মহল।

শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে আশমান তারা প্রবেশ করিল। তাহার পূজারিণী সুলভ-সজ্জা। সে বলিতেছিল।

আশমান। হৃদয়-শঙ্খ বাজিয়ে তোমায় বরণ করলাম প্রভু! প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছি তোমার চরণ তলে। তুমি আমার অতীত জীবন ভুলিয়ে দাও—তুমি আমার স্বামীর মঙ্গল করো দেবতা শ্যাম-সুন্দর। [প্রণাম করিল]

নাসিরউদ্দিনের প্রবেশ।

নাসির। তওবা—তওবা—

আশমান। কে? ও তুমি! নেমে যাও। এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে নেমে যাও।

নাসির। কেন!

আশমান। কেন কি? জুতো পায়ে দিয়ে এখানে আসতে তোমার লজ্জা করল না?

নাসির। লজ্জা করবে কেন? জুতো পায়ে দিয়ে এসেছি তো কি হয়েছে?

আশমান। কি হয়েছে! আমি যদি জুতো পায়ে দিয়ে মসজিদে উঠি?

নাসির। সাহস তোমার আশমান ছাড়িয়ে উঠেছে।

আশমান। কথাটা আমিই তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম।

নাসির। হুঁশিয়ার নারী।

আশমান। সাবধান কাপুরুষ! এখনও যদি ভাল চাও তো জুতো খুলে এস। নইলে—

নাসির। কি করবে তুমি?

আশমান। আমিও জুতো পায়ে দিয়ে মসজিদে উঠবো।

নাসির। আশমান তারা!

আশমান। বড গায়ে লাগলো না ইসলাম? অমনি গায়ে আমারও লেগেছে। এটা আমার ঠাকুরঘর, তোমাদের মসজিদের মতই আমার ঠাকুরঘর পবিত্র।

নাসির। কসুর হয়ে গেছে আশমান তারা। কাল থেকে জুতো না পরেই আমি এখানে আসবো।

আশমান। না।

নাসির। না মানে?

আশমান। কাল থেকে এ বাড়ীর দুয়ার তোমার কাছে বন্ধ হয়ে যাবে।

নাসির। আশমান তারা!

আশমান। দানব যখন দানবের মত আসে, তাকে তত ভয় নেই, যত ভয় দানব যখন দেবতার ছদ্মবেশে আসে।

নাসির। কি বলতে চাও তুমি?

আশমান। কাল থেকে তুমি এবাড়ী আসবে না।

নাসির। আলবৎ আসবো।

আশমান। কেন আসবে ইসলাম! হিন্দু যদু নারায়ণের স্ত্রী, তারার সঙ্গে কি সম্বন্ধ তোমার?

নাসির। বহুতাচ্ছা সুরৎওয়ালী। খসমকে পেয়ে তাহলে বহুৎ দীল খোশ!

আশমান। নাসির।

নাসির। হাঃ-হাঃ-হাঃ। তবু যদি সে তোমাকে স্পর্শ করতো, তবু যদি সে তোমাকে পেয়ার করতো।

আশমান। বেরিয়ে যাও দস্যু।

নাসির। এমনি এমনি ফিরিয়ে দেবে! ইনাম দেবে না?

আশমান। ইনাম।

নাসির। হ্যাঁ, ইনাম। কৌশিস কা ইনাম। মেহনৎ কা ইনাম। তোমার খসমকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছি তার হক ইনাম।

আশমান। নাসির!

নাসির। বেশী কিছু চাই না হাসিনা, বেশী কিছু চাই না। শুধু এক পেয়ালা মিঠি সরবৎ তুমি আমাকে দাও।

আশমান। মিঠি সরবৎ!

মণিরউদ্দিনের প্রবেশ।

মণির। না, বহিন না। মিঠি সরবৎ নয়।

আশমান। তবে?

মণির। ভাইজানকে ইনাম দে—তোর শ্যাম সুন্দরের প্রসাদ।

নাসির। মণিরউদ্দিন !

মণির। বহোৎ মিঠা ভাইজান—বহোৎ মিঠা। কোর্মা-কাবাব তার কাছে কিছুই নয়, কোপ্তা-কালিয়ার স্বাদ বিস্বাদ মনে হবে। একটুখানি প্রসাদ তুমি খেয়ে দেখ—মনে হবে, তামাম দুনিয়ার সেরা চীজ তুমি আরাম করে খাচ্ছো।

আশমান। দাদা !

মণির। দাঁড়িয়ে কেন রে পোড়ারমুখী, জলদী করে প্রসাদ নিয়ে আয়। দেখছিস না ভাইজান আমার প্রসাদের নাম শুনে থ হয়ে গেছে ?

নাসির। খামোস বে-আদব !

মণির। আবার এখানে কেন এসেছো ভাইজান ? তোমাদের দীলের খোয়াব তো সত্যে পরিণত হয়েছে। যদু নারায়ণ হিন্দু-সমাজে স্থান না পেয়ে আজম মঞ্জিলে ফিরে এসেছে।

নাসির। মগর আশমান তারা এসব কি কচ্ছে ?

মণির। ঠাকুর পূজো কচ্ছে।

নাসির। না। এসব বে-আদবি এখানে চলবে না।

মণির। বল কি ভাইজান ! আমি নিজে মেহনৎ করে পূজোর যোগাড় করে দিয়েছি।

আশমান। কাল থেকে আমি লক্ষ্মী পূজো করবো দাদা।

মণির। নিশ্চয়ই। পরশু থেকে সরস্বতী পূজোও করবি।

নাসির। চুপ কর বে-শরম।

আশমান। বে-শরম তুমি। বে-শরম দরবেশ নুর কুতুব আলম। তাই আমার স্বামীকে তোমরা জোর করে নামাজ পড়াতে চেষ্টা করেছিলে।

নাসির। মুসলমান জালালউদ্দিনকে নামাজ আমরা পড়াবোই।

মণির। না যদু নারায়ণ হিন্দু, সে কখনই নামাজ পড়বে না।

নাসির। এখনও সে হিন্দু?

আশমান। নিশ্চয়। সে হিন্দু—হিন্দুই থাকবে।

নাসির। কখনও না। সে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছে। যদু নারায়ণ এখন জালালউদ্দিন!

আশমান। না। কে জালালউদ্দিন? জালালউদ্দিনকে আমি চিনি না। আমার স্বামী যদু নারায়ণ। তোমরা জোর করে তাকে মুসলমান বললেও, আমি জানি মনে-প্রাণে এখনও সে হিন্দু।

নাসির। মগর দরবেশের হুকুম, তাকে ইসলাম শরীয়তি: পালন করতে হবে।

মণির। ভাইজান!

নাসির। সে কলমা পড়েছে।

আশমান। তোমরা জোর করে পড়িয়েছো।

নাসির। সে মুসলমানীকে শাদী করেছে।

মণির। হিন্দুশাস্ত্রে বিধান আছে, স্ত্রী রত্নম্ দুষ্কুলাদপি। অর্থাৎ, সুলক্ষণা কন্যা নীচ-কুলে জন্মালেও তাকে বধূ রূপে গ্রহণ করা চলে।

নুর কুতুব আলমের প্রবেশ।

নুর কুতুব। ইয়া-নফসী—ইয়া-নফসী—

নাসির। হজরৎ!

নুর কুতুব। মুসলমানের মুখে হিন্দুশাস্ত্রের লবচ, বহোৎ বহোৎ গুণাহ।

মণির। ভুল করছেন ফকির সাহেব!

নুর কুতুব। কি ভুল করলাম মণির?

মণির। আমাকে চিনতে।

নুর কুতুব। }
নাসির। } মণির!

মণির। আমি পুরো মুসলমান নই। তারার দেবতার প্রসাদ খেয়ে আমার আধখানা আমি বোধ হয় হিন্দু হয়ে গেছে।

আশমান। দাদা!

নুর কুতুব। তোবা—তোবা! আশমান তারা! এসব তুমি কি করছো? মুসলমানের মঞ্জিলে হিন্দুর দেবতার পূজো, মুসলমানীর মুখে হিন্দু মেয়েদের কথা—এ তোমার বহোৎ বেয়াদবি—

আশমান। আর আপনাদের বে-আদবি নয়, জোর করে হিন্দুকে কলমা পড়ানো? জবাব দিন দরবেশ নুর কুতুব আলম, যে মানুষ প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে আমাকে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচিয়ে তুলেছিল, তাকে জোর করে কেন আপনারা কলমা পড়িয়ে ছিলেন? ভাতুরীয়া তাকে স্থান দিল না—হিন্দু-সমাজ তাকে ইসলাম বলে ঘৃণা করলো, তাকে আজ নামাজ পড়ানোর অপচেষ্টা আপনাদের কোন্ খানদানী আদব বলতে পারেন?

মণির। জবাব নেই বহিন—জবাব নেই।

নাসির। আছে।

আশমান। তাহলে চুপ করে আছো কেন? জবাব দাও—জবাব দাও দরবেশ?

নুর কুতুব। আমি কে? আমি কতটুকু জানি—দুনিয়ায় যা হয়ে গেছে, যা হচ্ছে, যা হবে, সবই সেই মেহেরবান খোদাতালার ইচ্ছায়। ইয়া-নফসী—ইয়া-নফসী—

মণির। আল্লাতালার খাস বান্দা!

নাসির। হুঁশিয়ার কাফের। আমরা জানি তোরই আস্কারা পেয়ে আশমান তারা হিন্দু-আচার পালন করছে।

মণির। হিন্দুর স্ত্রী হিন্দুর আচার পালন করছে এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে।

নুর কুতুব। না। যদু নারায়ণ হিন্দু নয়। তাকে আমি পাঁচ-ওয়াক্ত নামাজ পড়াবো।

আশমান। পারবেন না দরবেশ, তা আপনি পারবেন না। সে দিনের মত আজ সে একা নয়—আজ তার পাশে আছে হিন্দু-স্ত্রী তারা।

নাসির।
নুর কুতুব। } থামোশ!

আশমান। না-না, আর আমি চুপ করবো না। আজ আমি স্বামীর সহধর্ম্মিনী। আমার বুকের আলো দিয়ে, আমার মনের ভালো দিয়ে, আমার প্রাণের প্রেম দিয়ে, তাকে আমি সব সময় ঘিরে রাখবো। শুধু তোমরা কেন, সংসারের কোন শত্রুর সাধ্য হবে না এই সতীর বুক থেকে তার পতিকে সরিয়ে নিতে।

[প্রস্থান।

নুর কুতুব। আশমান তারাকে হুঁশিয়ার করে দিও মণিরউদ্দিন!

মণির। জী জরুর। তাকে আমি অনেক আগেই হুঁশিয়ার করে দিয়েছি।

নাসির। কি বলেছিস?

মণির। বলেছি, শুধু হিন্দু-আচার পালন করলেই চলবে না বহিন, তোকে মনে-প্রাণে হিন্দু যদু নারায়ণের বধূ হতে হবে।

নুর কুতুব। } মণিরউদ্দিন!
নাসির। }

মণির। তাকে আমি শিখিয়ে দেব লক্ষ্মী পূজার মন্ত্র। তার দীলের দুয়ারে আলপনা এঁকে সাজাবো নতুন করে। নব-দম্পতি পাশাপাশি বসে ডাকবে হে ভগবান! আমি অবাক নয়নে দেখে যাবো তারা গড়েছে গুলিস্তান।

[প্রস্থান।

নুর কুতুব। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বদ্-খোয়াব—বদ্-খোয়াব—ইয়া-নফসী।

নাসির। দরবেশ!

নুর কুতুব। তসবীরওয়ালা তসবীর দিয়ে গেছে নাসির?

নাসির। জী হ্যাঁ!

নুর কুতুব। চিঠি—গণেশ নারায়ণের জাল চিঠি লেখানো হয়েছে?

নাসির। জী নিশ্চয়ই।

নুর কুতুব। কই দেখি।

নাসির। এই দেখুন। [একখানি ছবি ও একখানি চিঠি দেখালো]

নুর কুতুব। বহোৎ খুশ—বহোৎ খুশ নাসিরউদ্দিন। ও দুটো আমাকে দাও। [সযত্নে রক্ষা করিল] ইয়া-নফসী—ইয়া-নফসী—

নাসির। তসবীর আর চিঠি নিয়ে কি করবেন হজরৎ?

নুর কুতুব। এ তসবীর—তসবীর নয়।

নাসির। দরবেশ!

নুর কুতুব। এ চিঠি—চিঠি নয় নাসির।

নাসির। তবে কি?

নুর কুতুব। দাওয়াই। দিমাক, দম্ভ, দর্প চূর্ণ করবার বহোতাচ্ছা দাওয়াই—হাঃ-হাঃ-হাঃ।

নাসির। হজরৎ!

আজিম শাহের প্রবেশ।

আজিম। চিৎকার করো না নাসির—চিৎকার করো না।

নুর কুতুব। }
নাসির। } কেন?

আজিম। কুমার যদু নারায়ণ অনেকদিন পরে ঘুমুচ্ছে।

নুর কুতুব। তাকে জাগিয়ে দাও।

আজিম। জাগিয়ে দেব!

নাসির। হ্যাঁ চাচাজান!

আজিম। কেন? কেন তাকে জাগিয়ে দেব? জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে যে ঘুমুচ্ছে, তাকে আমি কেন জাগিয়ে দেব?

নাসির। মগরেবের নামাজের সময় হয়ে এলো যে—

আজিম। নাসির!

নুর কুতুব। হ্যাঁ, আজিম শাহ! তাকে নামাজ পড়তে হবে।

ক্লান্ত অবসন্ন যদু নারায়ণ প্রবেশ করিল।

যদু। না। নামাজ আমি পড়বো না।

নুর কুতুব। জালালউদ্দিন!

যদু। জালালউদ্দিন! না-না আমি—হ্যাঁ নাসিরউদ্দিন তুমি ঠিক কথাই বলেছো। হিন্দু-সমাজ আমাকে স্থান দেয়নি। পিতা আমাকে ত্যাগ করেছেন। স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা-ভগ্নী সকলে মিলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে আমাকে হিন্দু-সমাজের বাইরে। আমি আর যদু নারায়ণ নই, আমি হিন্দু নই, আমি—

নাসির। মুসলমান জালালউদ্দিন খাঁন।

আজিম। না, নাসির না। মুসলমান হওয়া এত সহজ নয়।

যদু। সহজ নয়!

আজিম। না, যদু নারায়ণ। মুসলমানের থাকতে হবে দীল ভরা ইমান। মুসলমান কোন ধর্মকে এনকার করবে না। মুসলমান ধর্ম রক্ষার জন্য তার জান কোরবানি দিতে পারে। তুমি পারবে ইসলাম ধর্মকে ভালবাসতে? তুমি পারো খোদাকে বিশ্বাস করে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে?

যদু। না-না ওমরাহ সাহেব! তা আমি পারি না।

নুর কুতুব। }
নাসির। } পারো না?

যদু। না-না পারি না। কি করে পারবো? এখনও যে কণ্ঠে আমার ঠাকুর পূজার মন্ত্র, এখনও যে হাতে রয়েছে ফুল-চন্দনের গন্ধ। আমি এখন যে ভুলতে পারিনি নব-দূর্বাদল শ্যাম সুন্দরের মূর্ত্তি।

নুর কুতুব। ইয়া-নফসী—ইয়া-নফসী, খোদা মেহেরবান!

যদু। ইয়া-নফসী—ইয়া-নফসী, খোদা মেহেরবান!

আজিম। না-না যদু নারায়ণ ও কথা তুমি উচ্চারণ করো না।

যদু। তবে কি উচ্চারণ করবো। কাকে আমি ডাকবো, কার কাছে আমার প্রাণের ডালি উজাড় করে দেব? আমি কোথায় যাবো, মন্দিরে না মসজিদে?

নুর কুতুব। মসজিদে।

যদু। মসজিদে!

আজিম। না।

যদু। তবে?

আজিম। মন্দিরে।

যদু। মন্দিরে?

নাসির। } জালালউদ্দিন!
নুর কুতুব। }

যদু। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি জালালউদ্দিন।

আজিম। যদু নারায়ণ!

যদু। না-না, আমি যদু নারায়ণ।

আজিম। এস যদু নারায়ণ, আমার সঙ্গে এস। তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে তোমার স্ত্রী।

যদু। আমার স্ত্রী! আমার প্রাণের প্রতিমা চিন্ময়ী!

আজিম। না, তারা।

যদু। তারা—আশমান তারা!

আজিম। আশমান তারা হিন্দু যদু নারায়ণের সহধর্মিনী। স্বামীর ধর্মে আজ তার ধর্ম। স্বামীর কর্মে আজ তার কর্ম, স্বামীর ব্রত পালনে আজ সে ব্রতচারিণী।

[প্রস্থান।

যদু। ব্রতচারিণী আশমান তারা আমার ব্রত পালন করছে, কিন্তু চিন্ময়ী—

নুর কুতুব। চিন্ময়ী তোমার কে?

যদু। চিন্ময়ী আমার হৃদয়ের—না-না ভুল বলছি, মিথ্যা বলছি, সে আমার কেউ নয়, তাকে আমি চিনি না—তাকে আমি জানি না।

নাসির। কিন্তু আমি জানি।

যদু। জানো। বলতো ইসলাম, চিন্ময়ী আমার কে ছিল?

নাসির। স্ত্রী।

নুর কুতুব। স্ত্রী হয়ে স্বামীকে অপমান করলো। বাপ করলো এনকার, অথচ তুমি ছিলে তাদের কলিজার খুন।

যদু। নুর কুতুব আলম!

নাসির। আমরা না হয় তোমার দুশমন। দুশমনি করে তোমাকে কলমা পড়িয়েছি, মগর তোমার আত্মীয়, তোমার হিন্দু-সমাজ তোমার জন্য কি করেছে?

নুর কুতুব। ওর আত্মীয়রা হিন্দু-সমাজের কথা শুনে রাজপ্রাসাদের দরওয়াজা চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

যদু। হাসছো নুর কুতুব আলম!

নাসির। হাসবেন না? যে হিন্দু-সমাজকে তুমি জান দিয়ে পেয়ার করতে, সেই হিন্দু-সমাজ তোমাকে কুত্তার মাফিক সামান্য মর্য্যাদাও দিতে পারলো না—

নুর কুতুব। অথচ তুমি এখনও তাদের কথা চিন্তা করে দীল জখম করছো। শোন জওয়ান! তুমি যদি সেই বে-আদব, বেইমান হিন্দু-সমাজকে এর পরেও প্যার করো, তাহলে আমি হলফ করে বলতে পারি, তকদীরে তোমার বহোৎ দুঃখ লেখা আছে।

যদু। তাহলে কি আমি মনে-প্রাণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবো?

নুর কুতুব। আমাকে জিজ্ঞাসা করছো? না-না, আমি কিছু জানি না। আমি কিছুই বলবো না। কেন বলবো? কেন তোমার দীলের উপর খবরদারি করে কসুরের ভাগি হতে যাবো?

নাসির। }
যদু। } দরবেশ!

নূর কুতুব। ভেবে দেখ জওয়ান। আমি আসছি। তবে হঁ্যা, তোমার দীলের জ্বালায় আমিও জ্বলে মরছি, তাই এই সামান্য ফকির মেহেরবান খোদার বান্দা দীন-ছুনিয়ার মালেকের দরবারে মোনাজাত পেশ করছে, হে খোদা! হে আল্লাহ রসুল! তুমি মুশাফির জালালউদ্দিনকে রাহো কা নিশানা দেখাও—নিশানা দেখাও। ইয়া-নফসী—ইয়া-নফসী—

[প্রস্থান।

যত্ন। ইয়া-নফসী—ইয়া-নফসী—

নাসির। জপ কর জালালউদ্দিন—হরদম জপ কর, আমি এসে ঠিক সময়ে তোমাকে মসজিদে নিয়ে যাবো। ইয়া-নফসী—ইয়া-নফসী—

[প্রস্থান।

যত্ন। ইয়া-নফসী—ইয়া-নফসী—

আশমান তারার প্রবেশ।

আশমান। নমঃ ব্রহ্মণ্য দেবায়ঃ, গোব্রাহ্মণায়ঃ হিতায় চ
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নম নমঃ!

যত্ন। তুমি!

আশমান। হঁ্যা স্বামী! আমি আজ শ্যাম সুন্দরের পূজা করে তার নির্মাল্য নিয়ে এসেছি। নাও ধর, হাত পাতো—

যত্ন। [হাত পাতিয়া] শ্যাম সুন্দরের নির্মাল্য—না-না, আমি? ওই নির্মাল্য আমি স্পর্শ করবো না—ওই দেখ হিন্দু-সমাজ তার ভয়াল ভ্রূকুটি দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। তুমি সরে যাও—তুমি সরে যাও—আমি মানি না—হিন্দুর কোন দেবতাকে আমি বিশ্বাস করি না।

আশমান। ভগবান! আমার স্বামীকে রক্ষা করো।

যদু। ভগবান! আমাকে রক্ষা করবে! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

আশমান। স্বামী! ওগো দেবতা, তুমি কি ভগবানকে বিশ্বাস কর না প্রভু?

যদু। তুমি বিশ্বাস কর?

আশমান। করি।

যদু। কি করে করলে তুমি বিশ্বাস?

আশমান। তোমাকে বিশ্বাস করে আমি ভগবানকে বিশ্বাস করেছি স্বামী।

যদু। কিন্তু আমি যে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি।

আশমান। প্রভু!

যদু। শুধু ভগবান নয়, মানুষ, সমাজ, সংসার এমন কি নিজের উপরেও আর আমার কোন বিশ্বাস নেই।

আশমান। তোমার আত্মবিশ্বাস এত ভঙ্গুর?

যদু। কি দিয়ে শক্ত করি বলতে পারো? বিশ্বাস তো আমি সকলকেই করেছিলাম। কিন্তু কে দিল আমার বিশ্বাসের দাম?

আশমান। প্রভু!

যদু। বিশ্বাসের বিষ পান করে আমি আমার চিন্ময়ীকে দিয়েছিলাম অমৃত উপহার। বিশ্বাসের বিন্ধ্যাচলে বসিয়ে পিতাকে করেছিলাম পূজা। ভাই, বোন, সমাজ, সংসার অসংখ্য মানুষের মনে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম আমি বিশ্বাসের কাঞ্চন-কণা, কিন্তু বিনিময়ে তারা আমাকে কি দিল? হৃদয়ের যে রম্য উপবন আমার জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তার জন্য কেউ কি ফেলেছে একবিন্দু অশ্রু?

আশমান। সংসারকে চিনতে তোমার ভুল হয়েছে স্বামী।

যদু। ভুল হয়েছে!

আশমান। হয়নি? চিনেছো তোমার প্রাণের পাপিয়া চিন্ময়ীকে? চিনেছো তোমার পিতা, পুত্র, ভ্রাতার নিহত হৃদয়?

যদু। নারী!

আশমান। তোমার চোখ দিয়ে তুমি তাদের বিচার করেছো, যদি তাদের চোখে নিজেকে তুমি দেখতে—

যদু। চুপ কর—চুপ কর নারী! আমার হারিয়ে যাওয়া জীবনের স্মৃতি-পৃষ্ঠা থেকে মুছে যাওয়া ছবিগুলো তুলে এনো না। আমি নিজেকে ভুলে তাদের ভুলে যেতে চাই। নিজেকে হারিয়ে তাদের হারিয়ে ফেলতে চাই—

আশমান। না। তোমাকে হারিয়ে ফেলতে দেব না।

যদু। নারী!

আশমান। তোমাকে ভুলে যেতে দেব না।

যদু। আশমান তারা!

আশমান। ভয় নেই স্বামী, ভয় নেই। তোমার মুছে যাওয়া ছবি-গুলো আমি নতুন রঙে রাঙিয়ে দেব, ভুল বলে ফেলে দেওয়া ফুলগুলো আবার আমি কুড়িয়ে দেব। তোমার প্রিয়জনের স্মৃতি, প্রিয়তমার প্রেম, অক্ষয় হয়ে থাকবে তোমার মনে। আমি কখনও তোমাকে কাছে পেতে চাই না। কখনও তোমার হৃদয়ে আসন পাতবো না। আমি ভুল করে এই বুকের বাসরে কখনও তোমাকে ডাকবো না।

[প্রস্থান।

যদু। যেও না—যেও না আশমান তারা! আমার ভুবন আঁধার হয়ে গেছে—তুমি আমাকে পথ দেখাও—

[নেপথ্যে বিষ্ণু প্রণামের মন্ত্র শোনা গেল]

যদু। না-না-না—ওতে আমার কোন অধিকার নেই।

[নেপথ্যে আজানের ধ্বনি শোনা গেল]

যদু। আঃ, পরম শান্তি—পরম নির্ভয়,—দুরন্ত স্বাধীনতা! কিন্তু—

নুর কুতুব আলমের প্রবেশ।

নুর কুতুব। কোন কিন্তু নেই জওয়ান! এই দেখ তোমার পিতার কীর্ত্তি। [ছবি দেখালো]

যদু। [ছবি দেখে] মণ্ডিত মস্তক গাধার পিঠে ধর্মত্যাগী যদু নারায়ণ।

নাসির উদ্দিনের প্রবেশ।

নাসির। তোমার পিতা চিত্রকরকে দিয়ে এই ছবি আঁকিয়ে প্রাসাদের মধ্যে বিলি করছে।

যদু। রাজা গণেশ নারায়ণ!

নুর কুতুব। আর এই দেখ তার চিঠি। [চিঠি দিল]

যদু। ওমরাহ আজিম শাহকে লিখেছে, ধর্মহীন অর্ব্বাচীনকে পশুর মত দুর করে দেবেন। [চিঠি ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ—

নুর কুতুব। }
নাসির। } জালালউদ্দিন!

যদু। হ্যাঁ, আমি জালালউদ্দিন। আমি ইসলাম জালালউদ্দিন! চল দরবেশ, তোমাদের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়িয়ে আমি নামাজ পড়বো।

নুর কুতুব। }
নাসির। } শোভানাল্লা!

যদু। খোদার নামে শপথ করে বলছি, যে বেয়াদব হিন্দু-সমাজ

আমার মনের মধু লুণ্ঠন করে বিষে ভরিয়ে দিয়েছে, সেই রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের আমি কোন অস্তিত্ব রাখবো না।

সুর কুতুব। } জালালউদ্দিন !
নাসির। }

যদু। জালালউদ্দিন ! জালালউদ্দিন সারা বাংলার হিন্দু-সমাজের দুশমন। জালালউদ্দিন দু'হাতে হাতিয়ার নিয়ে, হিন্দুর রক্তে বাংলার মাটি লালে লাল করে দেবে। জালালউদ্দিন মন্দির ভাঙবে, বিগ্রহ চূর্ণ করবে, হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র আগুনে পুড়িয়ে সেই ছাই বাংলার আশমানে ছড়িয়ে দিয়ে রাক্ষসের মত হাসতে হাসতে বলবে, হুঁসিয়ার হিন্দু জালালউদ্দিন আসছে। সাবধান হিন্দুর দেবতা জালালউদ্দিন জেগেছে। ওরে রক্ষণশীল পঙ্গু হিন্দু-সমাজ, তোদেরই ঘৃণার আগুনে আজ জালাল-উদ্দিন জ্বলছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

সুর কুতুব। কাফের হিন্দু গণেশ নারায়ণ! এইবার তোমার—না-না, সময় নেই। নাসির! জালালউদ্দিনের নামাজ পড়া হয়ে গেলে তাকে রণসাজে সাজিয়ে দিতে হবে। তার হাতে তুলে দিতে হবে হিন্দু-ধ্বংসের হাতিয়ার।

নাসির। দরবেশ!

সুর কুতুব। গুজরাটের সুলতানের সঙ্গে আমার ফায়শাল্লা হয়ে গেছে। ওয়াদা মাফিক দশ হাজার বাছাই সৈন্য বাংলার সীমান্তে ছাউনি ফেলেছে। এইবার শুধু যুদ্ধ, এইবার কেবল ধ্বংস, এইবার হজরৎ পাণ্ডুয়ার প্রাসাদ-শীর্ষে উড়বে ইসলামের জাতীয় নিশান। ইয়া-নফসী—ইয়া-নফসী, ইয়া-নফসী।

[প্রস্থান।

নাসির। খোয়াব। নাসিরউদ্দিনের খোয়াব সত্য হতে চলেছে। রাজা গণেশ নারায়ণকে মসনদ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, বাংলার মসনদে বসবে নয়া সুলতান জালালউদ্দিন খান। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে তামাম বাংলার মন্দির। লাখো লাখো হিন্দুর মরণ-আর্ত্তনাদে থর থর্ করে কেঁপে উঠবে বাংলার আশমান। রূপসী আশমান তারার মহব্বতে মসগুল হয়ে খুশীর হাসিতে ফেটে পড়বে কাফের জালালউদ্দিন। মগর বেশী দিনের জন্য নয়। দো রোজ বাদ ইলিয়াছ শাহী বংশের শের আদমী এই নাসিরউদ্দিন খান মাইফেলকা বুলবুল আশমান তারাকে বুকে তুলে নিয়ে কাফের জালালউদ্দিনকে দেবে জীবন্ত কবর। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

যাদব ঘোষের বাড়ী।

কমলার প্রবেশ।

কমলা। জীয়ন্ত পুড়িয়ে মারছে। মন্দিরের পর মন্দির ভাঙ্গছে। কত হিন্দুকে যে মুসলমান করেছে তার লেখা-জোখা নেই, অথচ সোনা আমাদের যেমন ছিল তেমনি আছে। ভাবনাও নেই, চিন্তাও নেই।

সোনা বৌ-এর প্রবেশ।

সোনা। তা কি করবো মা? আমিও কি তোমার মত বসে বসে কাঁদবো?

কমলা। তুই তো খালি কাঁদতেই আমাকে দেখিস। আর তাই যদি কাঁদি, তাহলে কমলা বালা কি এমনি এমনি কাঁদছে, ছেলে দুটো সেই কখন গেছে, এখনও ফিরে এলো না।

সোনা। তারা নাও ফিরতে পারে।

কমলা। বালাই ষাট! মুখপোড়া মেয়ের কথাটা একবার শুনলে? বলি, বড় বাড় বেড়েছিস সোনা, মেয়েমানুষের এত বাড় ভাল নয়। বুকের পাটা একটু কমাস্—

সোনা। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে মা?

কমলা। হবো না পাগল? আমার দু-দুটো ছেলে যুদ্ধ করতে গেছে, বলি, যুদ্ধের তারা বোঝে কি? রসিদ তো জীবনে কখনও একটা ঢোঁড়া সাপ পর্য্যন্ত মারেনি, দুলালের কথা ছেড়েই দিলাম। কি যে করছে মা মঙ্গলচণ্ডীই জানে।

সোনা। মা তুমি কাঁদছো? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

কমলা। হাসছিস্, বলি হাসি তোর আসছে কি করে পোড়ামুখী? তা আর হাসবি না কেন, ছেলে দুটো যে আমার, এখনি তোর ছেলে হলে দেখতাম কেমন করে হাসতিস্?

সোনা। মা!

কমলা। মা মঙ্গলচণ্ডী বোঝে। বোঝে বলেই তোর কোলে একটা ছেলেও দিলে না। হে মা মঙ্গলচণ্ডী, ডাকিনী মেয়েটাকে একটা ছেলে দাও মা, হতভাগী মা হয়ে বুঝুক, মা হওয়ার কত জ্বালা।

যাদব ঘোষের প্রবেশ।

যাদব। জ্বলছে—জ্বলছে কমলা, দাউ দাউ করে জ্বলছে।

সোনা। কি জ্বলছে বাবা?

যাদব। আগুন।

কমলা। কোথায় গো? কোথায় আগুন জ্বলছে?

যাদব। পলাশ গাঁয়ে।

সোনা।
কমলা। } পলাশ গাঁয়ে?

যাদব। হ্যাঁ। গোটা গাঁ-টা পুড়ছে। ধোঁয়ায় একেবারে অন্ধকার, ধোঁয়া আর আগুন ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু শোনা যাচ্ছে—

সোনা।
কমলা। } কি শোনা যাচ্ছে?

যাদব। ছোট ছেলেদের কান্না, মেয়েদের চিৎকার, আর পুরুষদের হাহাকার।

কমলা। হায়, হায় কি হবে? ছেলে দুটো যে পলাশ গাঁয়েই গেছে।

সোনা। গেছে তো কি হয়েছে? একা যায়নি, শুধু হাতে যায়নি। অস্ত্র নিয়ে গেছে, সৈন্য নিয়ে গেছে।

কমলা। সেতো তোর জন্যই গেছে পোড়ামুখী। তুই তো তাদের বড় বড় কথা বলে যুদ্ধে ঠেলে দিলি।

যাদব। বেশ করেছে দিয়েছে। একটা কাজের মত কাজ করেছে।

সোনা। বাবা! [যাদবের বুকে মাথা রাখিল]

যাদব। ভাল করেছিস মা—ভাল করেছিস। দেশের বিপদে, মানুষের বিপদে পুরুষমানুষের কি ঘরে বসে থাকা সাজে?

কমলা। তবে আবার কি হয়ে গেল। একে মা মনসা, তাতে

আবার ধুনোর গন্ধ। বলি, তুই বা এখানে দাঁড়িয়ে কেন সোনা, রাজার কাছ থেকে একটা অস্তর চেয়ে নিয়ে কোমর বেঁধে যুদ্ধে চলে যা।

যাদব। দরকার হলে যেতে হবে।

কমলা। যেতে হবে?

যাদব। তা হবে না? এই ধর না কেন—ঘরে যখন আগুন লাগে তখন কি মেয়েরা জল তোলে না? তোমাকে দিয়েই হিসেব কর। চাষে যখন একা আমি সামাল দিতে পারতাম না, তখন তুমি আমার সঙ্গে ধান রোওনি? নিড়েন দাওনি? ধানের বোঝা মাথায় করে খামারে নিয়ে আসনি?

কমলা। খুব হয়েছে। তুমি থামো তো!

সোনা। কেন থামবে মা? বাবা তো ঠিক কথাই বলছে। দেশের দুর্দ্দিনে, জন্মভূমি মায়ের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে মেয়েদেরও লড়াই করতে হবে। পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহস দিতে হবে, আহত জওয়ান ভাইদের সেবা করে বাঁচিয়ে তুলতে হবে।

কমলা।
যাদব। } সোনা!

সোনা। মেয়েরা কি শুধু শাড়ী, গয়না পরে পুতুল সেজে বসে থাকতেই জন্মেছে? না, দেশের অনেক কাজে মেয়েদের ছুটে যেতে হবে। পুরুষ যখন অসুর হয়ে ছুটে আসছে, মেয়েদের তখন রণচণ্ডী সাজতেই হবে।

সশস্ত্র দুলালের প্রবেশ।

দুলাল। কোন লাভ হবে না।

যাদব ও কমলা। দুলাল!

ছুলাল। মুসলমান সৈন্যরা দানবের মত ছুটে আসছে। পিছনে আছে শয়তান সুর কুতুব আলম, আর সামনে আছে সুলতান জালাল-উদ্দিন খান।

সোনা। জালালউদ্দিন সুলতান হয়েছে?

দুলাল। হ্যাঁ। গুজরাটের সুলতানী সৈন্যদের সাহায্যে জালালউদ্দিন পাণ্ডুয়া দখল করে নিয়েছে।

সোনা। পলাশ গাঁয়ের সৈন্য-শিবির—

দুলাল। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

সোনা। তোমরা তাহলে কচ্ছিলে কি?

কমলা। কি আবার করবে, ওরা কি আর যুদ্ধ করতে জানে যে শক্রদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মেরে-ধরে শেষ করে দেবে?

যাদব। চাষের কাজ ছাড়া ওরা আর কবে কি করেছে সোনা? কমলা ঠিকই বলেছে, ওরা মানুষ মারতে পারবে কেন?

সোনা। মারতে না পারুক, মরতে তো পারতো।

যাদব। }
কমলা। } সোনা!

সোনা। ঠিক কথাই বলেছি আমি। শান্তির সংসারে যারা আগুন লাগাতে এসেছে, সোনার দেশকে যারা শ্মশান করতে এসেছে, তাদের বাধা দেবার জন্য যুদ্ধ শিখতে হয় না।

দুলাল। কিন্তু—

সোনা। কোন কিন্তু নয়। স্বাধীনতা রক্ষার অস্ত্র হাতে থাকে না, থাকে মনে। তুমি প্রতিজ্ঞা-কঠোর মন নিয়ে এখনি ছুটে যাও রাজা গণেশ নারায়ণের কাছে—তাকে বল, জীবনের বিনিময়ে তাঁকে রক্ষা করতে হবে সোনার বাংলার স্বাধীনতা।

সশস্ত্র রসিদের প্রবেশ।

রসিদ। জান কোরবানি দিয়ে, ইমানকে বে-ইমান করে যেমন করেই হোক দুশমনদের হটিয়ে দিতে হবে বেহেস্ত-বাংলার মাটি থেকে। বে-আজাদ হয়ে জিন্দা থাকার চেয়ে, আজাদী রক্ষা করতে জান দেওয়া অনেক গৌরবের। চল দুলাল, দাঁড়াবার সময় নেই—

দুলাল। সময় নেই—সময় নেই দাঁড়াবার, সময় নেই চিন্তা করবার। মা, বাবা, সোনা! তোমরা হিন্দু-মুসলমান পাড়ার বাড়ী বাড়ী গিয়ে সোচ্চারকণ্ঠে বল, ওরে তোরা ওঠ, জাগ, মিথ্যা ধর্মের গোঁড়ামী নিয়ে মাতামাতি না করে জন্মভূমি মাকে বিদেশীর হাত থেকে রক্ষা কর। [মা-বাবাকে প্রণাম] আশীর্ব্বাদ কর যেন মাটির মায়ের মান রাখতে পারি।

রসিদ। যেন জান দিতে পারি আম্মাজানের ইজ্জত রক্ষা করতে। [প্রণাম]

যাদব ও কমলা। দুলাল! রসিদ!

রসিদ। দোয়া কর চাচী, দোয়া কর চাচা। ভাবী! হাসিমুখে বিদায় দাও, বিদায়—

কমলা। ওরে না রে না, আর আমি তোদের কোথাও যেতে দেব না। তোরা আয়, সর্ব্বনাশা যুদ্ধে আর তোদের গিয়ে কাজ নেই। তোরা দুটি ভাই আমার বুকে আয়, মাণিক বুকে আয়।

[দুই হাত দিয়া রসিদ ও দুলালকে বুকে টেনে নিল]

যাদব। কমলা!

কমলা। বাধা দিও না গো—বাধা দিও না। আমি যে ওদের মা। মায়ের বুকের কি যে জ্বালা তা তোমরা বুঝবে না।

সোনা। কেঁদো না মা—কেঁদো না। হাসতে হাসতে ওদের বিদায় দাও। বিদায় দিতেই হবে।

কমলা। বিদায় দিতে হবে। আমার দুদিকের দুটো পাঁজর খুলে দিতে হবে। না-না, তা আমি পারবো না। মা হয়ে ছেলেকে আমি মরণের মুখে ঠেলে দিতে কিছুতেই পারবো না।

যাদব। কি হচ্ছে কমলা!

কমলা। তোমরা বুঝবে না।

সোনা। }
দুলাল। } মা!
রসিদ। }

কমলা। পালিয়ে চল, ওরে এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে চল। যে দেশে সর্ব্বনাশা যুদ্ধ নেই, যে দেশে মানুষের সঙ্গে মানুষের খেয়ো-খেয়ি নেই, যে দেশের যুদ্ধ মায়ের বুক থেকে তার ছেলেদের ছিনিয়ে নেয় না, সেই দেশে পালিয়ে চল।

বলদেব ঠাকুরের প্রবেশ।

বলদেব। ছেড়ে দাও ঘোষ-বৌ, ওই রসিদকে তুমি এখনি ছেড়ে দাও।

যাদব। কেন ছেড়ে দেবে রসিদকে?

বলদেব। এই যবনের বাচ্ছা পাকা বেইমান।

সোনা। }
যাদব। }
কমলা। } কি বললে?
দুলাল। }

বলদেব। বাজে কথা বলিনি। ওই ছোকরা বেইমানি না করলে,

জালাল উদ্দিনের সৈন্যরা পলাশ গাঁটাকে ধ্বংস করতে পারত না। ও শয়তান, নিমকহারাম, বেইমান।

রসিদ। কি! কি বললে! আমি শয়তান, নিমকহারাম, বেইমান! [কি যেন ভাবিয়া] বেইমানি আমি করিনি, কিন্তু বেইমানি আমাকে করতে হবে। আমি আমার ইমানের গলা টিপে সাজব বেইমান। হ্যাঁ-হ্যাঁ, বেইমান।

কমলা। তুই শান্ত হ' বাবা!

যাদব। আমরা ওই চণ্ডাল ঠাকুরের কথা বিশ্বাস করি না।

বলদেব। কি বললে, আমি চণ্ডাল!

সোনা। তুমি তার চেয়েও অধম। তুমি মানুষ নও—

দুলাল। তুমি অমানুষ।

কমলা। তুমি হিন্দু-সমাজের শনি।

যাদব। তুমি বামুনের ছদ্মবেশে সাক্ষাৎ অমঙ্গল।

বলদেব। সাবধান যাদব ঘোষ! আমাকে তোমরা চেনো না। আমি ইচ্ছা করলে এখনি তোমাদের চাল কেটে গাঁ থেকে তুলে দিতে পারি, আমার একটা ছোট্ট হুকুমে তোমাদের মাথাগুলো কাঁধ থেকে নেমে যেতে পারে।

দুলাল। তার আগে তোমার মাথাটাই আমি নামিয়ে দেব দুশমন!

রসিদ। [বাধা দিয়ে] না-না দুলাল! বলদেব ঠাকুর আজ আমার দুশমন নয়, বন্ধু।

দুলাল। }
সোনা } বন্ধু!

রসিদ। হ্যাঁ, বন্ধু!

যাদব। }
কমলা। } রসিদ!

রসিদ। শুধু আমার বন্ধু নয়। বলদেব ঠাকুর আজ তামাম বাংলার বন্ধু! ও আমাকে হুঁস দিয়েছে, ও আমাকে আক্কেল দিয়েছে। ও আমাকে সোচ্চারকণ্ঠে বলেছে, বেইমান—বেইমান—বেইমান।

নুর কুতুব আলমের প্রবেশ।

নুর কুতুব। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রসিদ। ফকির সাহেব!

নুর কুতুব। এর পরেও তুমি কাফের হিন্দুদের সঙ্গে মাতামাতি করবে?

দুলাল। তুমি না সেই দরবেশ নুর কুতুব আলম?

নুর কুতুব। হ্যাঁ হিন্দু। আমিই সেই দুনিয়ার মালেক খোদাতালার বান্দা নুর কুতুব আলম।

দুলাল। মর তবে দেশদ্রোহী।

[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত হইলে রসিদ দুলালকে বাধা দিল।]

রসিদ। হুঁশিয়ার কাফের হিন্দু!

দুলাল। }
যাদব। } কি বললি!
কমলা। }

বলদেব। ঠিক কথাই বলেছে। মনের আসল কথা আজ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

রসিদ। কেন যাবে না হিন্দু? মুসলমান আমি, মুসলমানের পক্ষ অবলম্বন করা অনেক আগেই আমার উচিত ছিল।

সোনা। রসিদ ঠাকুরপো!

রসিদ। না নারী। তোমার সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

যাদব।
কমলা। } রসিদ!

নুর কুতুব। না-না-না। রসিদ আর তোমাদের কেউ নয়। সুলতান জালাল উদ্দিন ওকে নকরি দেবেন বলে এত্তেলা পাঠিয়েছেন। চল জওয়ান, তুমি আমার সঙ্গে পাণ্ডুয়া চল।

দুলাল। তার আগে ওকে কবরে যেতে হবে। [অস্ত্র উত্তোলন]

রসিদ। হুঁসিয়ার কাফের হিন্দু! [আক্রমনোদ্যোগ]

কমলা। ওরে না-না, তোরা খুনোখুনি করিস নে। তোরা যে ভাই ভাই।

রসিদ। ভাই ভাই! হাঃ-হাঃ-হাঃ! মিথ্যা, সব মিথ্যা, শোন কাফের হিন্দু! আখেরে এই হাতিয়ার তোমার কলিজায় বসিয়ে দিয়ে জরুর আমি বুঝিয়ে দেব, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাই-ভাই নয়, আমি তোমার দুশমন—তুমি আমার দুশমন। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

সকলে। একি হলো!

নুর কুতুব। এখনি হয়েছে কি কাফেরের দল। এইতো সবে মাত্র দরবেশ নুর কুতুব আলমের খেল শুরু। এখনো অনেক বাকি। আখেরের দিকে চেয়ে দেখ, বাংলার তামাম হিন্দুগুলো মুসলমান হয়ে গেছে। মন্দির হয়ে গেছে মসজিদ। কেউ পূজো করছে না—তামাম ইনসান এক জমায়েতে দাঁড়িয়ে বলছে, "লা এলাহা ইল্লালাহ মহম্মদার রসুলুলাহ।"

[প্রস্থান।

বলদেব। কি যাদব ঘোষ! আমার কথা সত্যি কিনা?

দুলাল। খুন করবো। বেইমান রসিদকে আমি খুন করবো।

বলদেব। শুধু রসিদকে খুন করলেই ওরা শায়েস্তা হবে না দুলাল। খুন করতে হবে সেই ধর্মত্যাগী জালাল উদ্দিনকে। এস আমার সঙ্গে। রাজাকে বলে এখনি সৈন্য পাঠাতে হবে, সমগ্র মুসলমান জাতটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে।

[প্রস্থান।

দুলাল। চললাম মা, চললাম বাবা! সোনা! আর যেন বিশ্বাস করে রসিদদের সঙ্গে মিশো না। ওরা সব পারে। রসিদ পারলো। হাসতে হাসতে আমাদের বিশ্বাসের বুকে, ভালবাসার বুকে স্বার্থসিদ্ধির বিষাক্ত ছুরি বসিয়ে স্ব-ধর্মের পতাকা তলে ছুটে চলে যেতে।

যাদব। }
কমলা। } দুলাল!

দুলাল। পিছু ডেকো না, আর তোমরা পিছু ডেকো না! আমি হিন্দু, তাই আমিও উল্কার বেগে ছুটে চললাম হিন্দুদেবতার মন্দির রক্ষা করতে।

কমলা। দুলাল!

দুলাল। মা, মাগো! জাতির প্রয়োজনে তোমার স্নেহের দুলাল, তোমার স্নেহের রসিদের বুকে বসিয়ে দেয় এই বিষাক্ত হাতিয়ার, তুমি যেন তোমার হতভাগ্য সন্তানকে ক্ষমা করো মা, ক্ষমা করো।

[প্রস্থান।

কমলা। দুলাল! দুলাল! ওরে যাস না। রসিদ ভুল করেছে বলে তুই ভুল করিস না।

[প্রস্থান।

যাদব। আর ভুল করিস না! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

সোনা। বাবা!

যাদব। ভুলিয়ে দিলে মা! সর্বনাশা যুদ্ধ, দুলাল রসিদের মনের মন্তর ভুলিয়ে দিলে। ওরা ভুলে গেল পাখীর ডাক, সত্যপীরের গান, বেহুলার ভাসান। ওরা সব ভুলে গেল।

সোনা। না বাবা না। বেশীদিন ওদের ভুলিয়ে রাখতে পারবে না। তুমি দেখে নিও, দুদিন পরেই ওরা বিভেদের হাতিয়ার ফেলে, হাতে তুলে নেবে মিলনের বাঁশী।

নাসির উদ্দিনের প্রবেশ।

নাসির। নেহি! ফিন সে রোজ নেহি আয়েগী।

সোনা। }
যাদব। } কে!

নাসির। তোমাদের আজরাইল।

যাদব। এখানে কেন এসেছো শয়তান?

নাসির। তোমার মউতের পরোয়ানা জারি করতে, আর ওই খাপসুরৎ চিড়িয়াকে পিঞ্জর বন্ধ করে হজরৎ পাণ্ডুয়ার গুল-বাগিচায় চালান করে দিতে।

সোনা। না-না। বাবা! কি হবে, তুমি পাড়ায় খবর দাও!

যাদব। ভয় কি সোনা! আমি তো রয়েছি। আমি এখনি রাম, রহিমকে ডেকে নিয়ে এসে, ওই শয়তানের মাথাটা ছাতু করে দেব।

নাসির। খামোশ বে-আদব। ইয়াকুব খাঁ—

জনৈক বান্দার প্রবেশ।

নাসির। এই কাফেরটাকে বন্দি-শিবিরে নিয়ে যাও!

[বান্দা যাদবের হাতে দড়ি বেঁধে টানিতেছিল।]

সোনা। না-না, তোমরা আমার বাবাকে নিয়ে যেও না—

যাদব। সোনা!

সোনা। রহিম ভাই—হাসান ভাই ছুটে এস—

নাসির। মাৎ চিল্লাও কশবী! ইয়াকুব খাঁ, নিয়ে যাও—

সোনা। বাবা—

যাদব। সোনা, সোনা! এরা শুধু আমাকেই নিয়ে যাবে না। এরা তোকেও নিয়ে যাবে। তুই বিষ খেয়ে মরিস মা, তবু যেন এই কুকুরের পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিস না।

[প্রস্থান।

নাসির। কুকুর! হাঃ-হাঃ-হাঃ! এস—

সোনা। না।

নাসির। এস।

সোনা। না—না।

নাসির। এস!

সোনা। না-না-না।

নাসির। হাঃ-হাঃ-হাঃ, আসবে না!

[সহসা সোনার শাড়ী ধরিয়া টানিতে টানিতে নাসির চলিতেছিল। সোনা বলিতেছিল।]

সোনা। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে জানোয়ার!

নাসির। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

সোনা। একখানা হাতিয়ার যদি পেতাম, তাহলে তোর মাথাটা আমি ধূলোয় লুটিয়ে দিতাম দস্যু!

নাসির। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

সোনা। কে আছো! না-না, রাম-রহিম সব মরেছে, তারা আর কেউ আসবে না। ঘরের মেয়েকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দেখেও কেউ আর রক্ষা করতে হাতিয়ার ধরবে না। মা, মাগো—

[নাসির সোনাকে টানিয়া লইয়া গেল।]

কমলার প্রবেশ।

কমলা। সোনা—সোনা! কই, কোথায় গেল হতভাগী! কর্ত্তাই-বা গেল কোথায়? যেই আমি হাসানদের বাড়ী গেছি, অমনি—

গীতকণ্ঠে পদ্মনাভ ঠাকুরের প্রবেশ।

পদ্মনাভ। **গীত।**

চুরি হয়ে গেছে সোনা।
চুপি চুপি এসে নিশাচর রাহু
ভেঙ্গেছে চাঁদের কোণা।

কমলা। ঠাকুর!

পদ্মনাভ। **পূর্ব্ব-গীতাংশ।**

ফুটিতে কুসুম পেলনা সময়
দানবের হাতে হলো অপচয়,
ওরে ও অভাগী বন্ধ হলো যে স্বপ্নের জাল বোনা।

কমলা। কি বলছ ঠাকুর!

পদ্মনাভ। তোমার সোনাকে এবং স্বামীকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে মা।

কমলা। ঠাকুর! [কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল]

পদ্মনাভ। কেঁদো না মা—কেঁদো না। তোমার চোখের জল, হারানো সোনাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। ওদের ফিরে পেতে হলে, রাজার কাছে ছুটে যাও। রাজা ঘুমোচ্ছে, তাকে জাগিয়ে তোল, তাকে বল, তোমার স্নেহকাতর হৃদয় বৃত্তির জন্য আমার সোনার সংসার শ্মশান হয়ে গেল।

[প্রস্থান।

কমলা। বাঃ-বাঃ, কি আনন্দ! কি মজা! আমার স্বামীকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে, আমার সোনাকে ওরা চুরি করে নিয়ে গেল, আমার বুকের দুটো পাঁজর দুলাল আর রসিদকে ওরা ছিনিয়ে নিয়ে মরণের মুখে ছুঁড়ে ফেলে দিল! হাঃ-হাঃ-হাঃ, না-না-না, আমি ওদের সহজে ছেড়ে দেব না। যে ধর্মযুদ্ধে আমার সোনার সংসার শ্মশান হয়ে গেল, যে ধর্মের লডাইয়ে আমার হৃদপিণ্ড আমি উপড়ে ফেলেছিলাম, সেই ধর্মের দোহাই দিয়ে যারা স্বার্থের খেলায় মেতে উঠেছে, তাদের কাছে গিয়ে কৈফিয়ৎ চাইবো, কমলার বুক থেকে তোমরা যা কেড়ে নিয়েছো তা কি আর কোনদিন ফিরিয়ে দিতে পারবে?

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

গণেশ নারায়ণের প্রবেশ।

গণেশ। না-না-না, পারবো না। অত্যাচারী জালাল উদ্দিনকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবো না। যার বীভৎস আক্রমণে আমার শত সহস্র প্রজার সোনার সংসার শ্মশান হয়ে গেছে, যার দুর্দম অভিযানে আমার অসংখ্য সন্তানের জীবনযাত্রা বিপর্য্যস্ত, তাকে আমি কঠিন শাস্তি দেব। তাকে আমি—কিন্তু অশান্ত জালাল উদ্দিনের বুকের ভিতর যে শান্ত যদু নারায়ণ কেঁদে কেঁদে মরছে, তাকে আমি কেমন করে শাস্তি দেব!

চিন্ময়ীর প্রবেশ।

চিন্ময়ী। বাবা!

গণেশ। না-না, নিশ্চয়ই তাকে শাস্তি দেব। ভীষণ শাস্তি দেব, ভয়ংকর শাস্তি দেব। আচ্ছা মা! তুমিই বলতো, পাণ্ডুয়া দখল করে যে জালাল উদ্দিন নিজেকে বাংলার সুলতান বলে ঘোষণা করেছে, তাকে কি শাস্তি দেওয়া উচিত?

চিন্ময়ী। তার আগে বলুন, শাস্তিটা দেবে কে?

গণেশ। কেন, আমি। আমি রাজা গণেশ নারায়ণ।

চিন্ময়ী। কোথায় রাজা? রাজা কি জেগে আছেন?

গণেশ। জেগে নেই?

চিন্ময়ী। না। রাজা ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমন্ত রাজার হৃদয়-সিংহাসন দখল করে নিয়েছে মায়া-মুগ্ধ পিতা।

গণেশ। চিন্ময়ি!

চিন্ময়ী। অস্বীকার করতে পারেন বাবা? বলতে পারেন, এক বছর আগের আপনি আর আজকের আপনি কি এক?

গণেশ। এক নয়?

চিন্ময়ী। না, এক নয়। এক হলে শয়তান নুর কুতুব আলম শিখণ্ডীর মত জালাল উদ্দিনকে সামনে রেখে অসংখ্য মন্দির ভাঙতে পারতো না। পারতো না দেবতার অসংখ্য বিগ্রহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নদীর জলে ফেলে দিতে। জালাল উদ্দিনের সাহস হতো না পাণ্ডুয়া দখল করে নিয়ে, নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করতে।

গণেশ। পাণ্ডুয়া দখল করে নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করেছে তো কি হয়েছে? আমার রাজধানী ভাতুরীয়ার দিকে তো হাত বাড়ায় নি?

চিন্ময়ী। আজ হাত বাড়ায় নি, কাল পা বাড়াবে।

গণেশ। না-না, সে সাহস তার হবে না।

চিন্ময়ী। হবে বাবা—হবে।

গণেশ। কি করে পারবে? গুজরাটের সুলতানের ফৌজ তো গুজরাট ফিরে গেছে। ভাতুরীয়া আক্রমণ করবার শক্তি পাবে কোথায়?

চিন্ময়ী। আপনার কাছে।

গণেশ। আমার কাছে!

চিন্ময়ী। হ্যাঁ, আপনার কাছ থেকেই সে দুরন্ত শক্তি পাচ্ছে।

গণেশ। তুমি কি বলছো মা?

চিন্ময়ী। ঠিকই বলছি বাবা।

গণেশ। তোমরা কি বলতে চাও আমি জালাল উদ্দিনকে সাহায্য করছি?

চিন্ময়ী। প্রত্যক্ষভাবে না করলেও, পরোক্ষভাবে তাকে সাহায্য করছেন।

গণেশ। চিন্ময়ি!

চিন্ময়ী। আপনার দুর্ব্বলতাই তো তার কাছে অজুত সৈন্যের শক্তি।

গণেশ। তার মানে, আমি দুর্ব্বল?

চিন্ময়ী। নয় আপনি দুর্ব্বল? পুত্রস্নেহে মায়ার বশবর্ত্তী হয়ে আপনি যদি দুর্ব্বল হয়ে না পড়তেন, তাহলে কি ক্ষমতা ছিল জালাল উদ্দিনের? কত দুঃসাহসী সেই দরবেশ নুর কুতুব আলম। বলুন বাবা বলুন, কেন তারা একের পর এক যুদ্ধে জয়লাভ করছে? কেন আপনার একান্ত অনুগত মুসলমান প্রজারা জালালের পক্ষে যোগ দিল?

গণেশ। আমার—

চিন্ময়ী। নিষ্ক্রিয়তাই প্রজাদের নিষ্ক্রিয় করেছে। আপনার মধ্যে সূর্য্যোদয়ের সম্ভাবনা না দেখেই দুঃসাহসী বীর জওয়ান রসিদ আপনার পক্ষ ত্যাগ করেছে।

গণেশ। তোমরা আমাকে কি করতে বল? বল, আমি কি করবো?

উন্মাদিনী প্রায় কমলা প্রবেশ করিল।

কমলা। সিংহাসন ছেড়ে দাও।

গণেশ। সিংহাসন ছেড়ে দেব!

কমলা। দেবে না? দেবে না সিংহাসন ছেড়ে? বাংলার পথে-ঘাটে চলছে মরণের মাতন, হাজার হাজার হিন্দুকে ওরা জোর করে মুসলমান করছে, মন্দির ভাঙছে, দেবতাকে লাথি মারছে, ঘরে আগুন দিয়ে বৌ-ঝিগুলোকে টেনে নিয়ে গিয়ে তাদের উপরে চালাচ্ছে

পাশবিক অত্যাচার। আর তুমি? রাজার হয়ে রাজ-সিংহাসনে বসে আরাম করে রাজভোগ খাচ্ছো—

গণেশ। নারি!

কমলা। রাজার সিংহাসন কি ছেলেখেলার জিনিষ? ছেড়ে দাও সিংহাসন, নেমে এস তুমি রাজসিংহাসন থেকে। আমরা জানবো আমাদের রাজা গণেশ নারায়ণ অনেকদিন আগে মরে গেছে।

চিন্ময়ী। তুমি কে মা?

কমলা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, চিনতে পারলে না আমাকে? আমি সর্ব্বহারা বাংলা মা।

গণেশ। }
চিন্ময়ী। } বাংলা মা!

কমলা। হ্যাঁ গো, বাংলা মা আমি। আমার সোনার মাঠে ফলতো সোনার ফসল। পৌষ পার্বণের গান গাইতে গাইতে আমার ঘরের বৌ-ঝিরা মল বাজিয়ে জল আনতে যেতো দুধ-সায়রের ঘাটে। গাছে-গাছে ডাকতো নাম না জানা পাখী, রাম রহিম একসঙ্গে বসে গান গাইতো, রেবা, রাবেয়া একসঙ্গে ফুল তুলতো—

গণেশ। চিন্ময়ী!

চিন্ময়ী। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না বাবা!

কমলা। বুঝতে পারছো না? আমি কমলা গো, কমলা। আমাকে তোমরা দেখনি? আমি মাঠের ফসল ঘরে তুলে আনতাম। আমার বৌ সোনা দাঁড়িয়ে থাকতো পেয়ারা গাছের ডাল ধরে। আমি বাড়ী এলে সোনা সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বেলে তুলসী তলায় প্রণাম করতো? কত সুখে কাটতো আমার দিনগুলো, [কান্না] কত হাসি ঝরতো আমার সোনামাখা সংসারে!

চিন্ময়ী। এবার তোমাকে চিনতে পেরেছি মা!

গণেশ। চিন্ময়ি!

চিন্ময়ী। হ্যাঁ বাবা। এই মা আমার বাংলা মায়ের প্রতিমা। ধর্মের কুসংস্কার—জাতের নামে বজ্জাতির ফলে বাংলা মায়ের আজ এই অবস্থা।

কমলা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, এতক্ষণে চিনেছো?

চিন্ময়ী। মা!

কমলা। না-না-না, মা বলে আমাকে ডেকো না। সোনা, দুলাল, রসিদ আমাকে মা বলে ডেকে হারিয়ে গেছে। তুমি ডাকলে তুমিও হারিয়ে যাবে।

গণেশ। সোনা হারিয়ে গেছে?

কমলা। হ্যাঁ গো। দুলালের বাবাকে ওরা জোর করে টেনে নিয়ে গেছে, সোনাকে নিয়ে গেছে চুরি করে। এমন পোড়া কপাল আমার, রসিদকে পর্য্যন্ত ধরে রাখতে পারলাম না। সুর কুতুব আলম তাকে লোভ দেখিয়ে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

চিন্ময়ী। দুলাল রসিদ দুই ভাই। তুমি তাদের মা। কি আশ্চর্য্য!

গণেশ। নারী বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে।

কমলা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, পাগল হয়ে গেছি…কমলা পাগল হয়ে গেছে… কিন্তু কারা আমাকে পাগল করেছে জানো?

চিন্ময়ী। }
গণেশ। } কারা?

কমলা। তোমরা।

গণেশ। নারি।

কমলা। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোমরা—তোমরা। যারা ধর্মের জয়ঢাক বাজিয়ে

অধর্মের ব্যবসা করে, যারা জাতকে নিয়ে জালিয়াতি করে, যারা বুকভরা বিষ নিয়ে মুখে ছড়ায় মিষ্টি মধুর বুলি।

গণেশ। নারি!

কমলা। ফিরিয়ে দাও রাজা, ফিরিয়ে দাও আমার সোনার সংসার। ধর্মের অগ্নি-বন্যায় আমার যে সোনা চুরি হয়ে গেছে তাকি তুমি ফিরিয়ে দিতে পারবে?

চিন্ময়ী। মা!

কমলা। না-না। মিষ্টি কথায় আর আমি ভুলবো না। আমার সোনার সংসার যারা শ্মশান করে দিয়েছে, আমি তাদের বিচার চাই। সাত-দিনের সময় দিয়ে গেলাম রাজা, বিচার তোমাকে করতেই হবে। সাতদিন পরে এসে যদি দেখি অপরাধীর বিচার তুমি করনি, তাহলে আমি—হ্যাঁ, আমি নিজে বিচার করে বুঝিয়ে দেব,—মা একদিকে যেমন মমতাময়ী, অন্যদিকে তেমনি ভীমা,—ভীষণা,—ভয়ংকরী। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

চিন্ময়ী। বাবা!

গণেশ। বল মা!

চিন্ময়ী। ইসলাম জালাল উদ্দিনের অত্যাচারে বাংলা মায়ের এই অবস্থা দেখেও আপনি চুপ করে থাকবেন?

গণেশ। দিলে না—দিলে না, এরা আমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য পিতা হয়ে নীরবে, নিভৃতে কাঁদতে দিলে না। এরা আমাকে বুঝতে দিলে না, আমি কি হারিয়েছি। এরা আমাকে অনুভব করতে দিলে না, এই বুকে জমা হয়ে আছে কত নিদারুণ ব্যথা।

মহেন্দ্র নারায়ণের প্রবেশ।

মহেন্দ্র। পিতা!

গণেশ। না-না-না। আমি পিতা নই। আমি রাজা গণেশ নারায়ণ। রাজা গণেশ নারায়ণ তার বজ্র-কঠিন হাতে, পিতা গণেশ নারায়ণের কণ্ঠ রোধ করে মত্ত-মাতঙ্গের মত জেগে উঠেছে। আমি শাস্তি দেব। যে হিন্দুদ্বেষী জালাল উদ্দিন আমার সোনার বাংলার পথে-প্রান্তরে এঁকে দিয়েছে রক্তের আলপনা। যে জালাল উদ্দিন আমার একলক্ষী মন্দিরকে করেছে একলাখী মসজিদ। যে জালাল উদ্দিন আমার শত শত প্রজাকে করেছে পথের ভিখারী, সেই শয়তান জালাল উদ্দিনকে আমি কঠোর শাস্তি দেব।

ব্রজর প্রবেশ।

ব্রজ। আমি বলছিলাম কি মহারাজ—

গণেশ। তোমার কথা পরে শুনবো।

শ্যাম সুন্দরের প্রবেশ।

শ্যাম। দাদু! দাদু!

গণেশ। আঃ, বিরক্ত করো না।

মহেন্দ্র। পিতা!

গণেশ। শোন মহেন্দ্র নারায়ণ! তোমার সৈন্য কত আছে, কোথায় আছে তা আমি জানি না। তোমার সামর্থ কতখানি তাও আমি হিসাব করবো না। আমি শুধু তোমাকে আদেশ দিয়ে যাচ্ছি, যদি তুমি সত্যই আমার পুত্র হও, তাহলে অত্যাচারী জালাল উদ্দিনকে তুমি জীবন্ত অবস্থায় বেঁধে আমার কাছে হাজির করে দেবে।

[প্রস্থান।

চিন্ময়ী। বাবা! বাবা! আদেশ ফিরিয়ে নিন!

মহেন্দ্র। কেন বৌদি! আদেশ ফিরিয়ে নেবেন কেন?

চিন্ময়ী। তোমার সৈন্যসংখ্যা কত?

মহেন্দ্র। নগণ্য।

ব্রজ। রাজভাণ্ডার?

মহেন্দ্র। শুন্য।

শ্যাম। কাকু!

মহেন্দ্র। ভয় পেলি শ্যাম সুন্দর?

ব্রজ। ভয় পাবারই কথা।

মহেন্দ্র। কেন?

চিন্ময়ী। সৈন্যদল সংগঠন করতে অন্ততঃ পনেরো দিন সময় লাগবে।

মহেন্দ্র। সৈন্যের প্রয়োজন হবে না।

চিন্ময়ী। তাহলে কি দিয়ে তুমি জালাল উদ্দিনকে বন্দী করবে ঠাকুরপো? তোমার তো কিছুই নেই?

মহেন্দ্র। আমি তো আছি বৌদি!

চিন্ময়ী। ঠাকুরপো!

মহেন্দ্র। পিতার আদেশ আমাকে পালন করতেই হবে।

ব্রজ। ছোড়দা!

মহেন্দ্র। অন্যথায় আমি জারজ প্রতিপন্ন হবো ব্রজদা!

শ্যাম। কিন্তু কাকু—

মহেন্দ্র। কোন কিন্তু নেই শ্যাম, কোন কিন্তু নেই। হৃদয়কে আমি পাষাণ করে ফেলেছি। মায়া, মোহ, মমতার মূলোচ্ছেদ করে রোপণ করেছি বিষ-বৃক্ষের চারা।

চিন্ময়ী। ঠাকুরপো!

মহেন্দ্র। মানুষের রক্ত দেখলে আমার আনন্দ হয় বৌদি। কাউকে কাঁদতে দেখলে উল্লাসে আমি হাসতে থাকি।

ব্রজ। মহারাজার মত তুমিও শেষকালে পাগল হয়ে গেলে?

মহেন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

শ্যাম, চিন্ময়ী ও ব্রজ। হাসছো!

মহেন্দ্র। হাসি পাচ্ছে—ভীষণ হাসি পাচ্ছে—ভয়ংকর হাসি পাচ্ছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ব্রজ। ছোড়দা!

মহেন্দ্র। শিশু আমি নই ব্রজদা। জুজুর ভয় আর আমাকে দেখিও না।

চিন্ময়ী। ঠাকুরপো!

মহেন্দ্র। জানো, তুমি জানো বৌদি, এই যুদ্ধে আমি কত মানুষ খুন করেছি? তুমি জানো ব্রজদা, এই সর্ব্বনাশা সংগ্রামে আমি কত মানুষের বুকে বিষাক্ত হাতিয়ার বসিয়ে দিয়ে দানবের মত আনন্দ পেয়েছি? তুই ভয় পাবি শ্যাম! তোর মত কত অসহায় শিশু বাঁচাও বাঁচাও বলে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিয়েছে। আর আমি জানোয়ারের মত এই শাণিত তরবারি তার বুকে বসিয়ে দিয়ে হৃদপিণ্ডটা টেনে ছিঁড়ে নিয়ে, দুহাতে করে দু'চোখ ভরে দেখেছি—মানুষের রক্ত কত লাল—মানুষের রক্তের কেমন স্বাদ—মানুষের রক্তে কেমন আদিম রাক্ষসের আদিম হিংসার ভয়ংকর বিষ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ব্রজ। ছোড়দা!

মহেন্দ্র। পিতাকে বলো—

চিন্ময়ী। ঠাকুরপো!

মহেন্দ্র। মহেন্দ্র নারায়ণ!

শ্যাম। কাকু!

মহেন্দ্র। একাই পাণ্ডুয়া গেছে।

দুলালের প্রবেশ।

দুলাল। না, একা নয়।

মহেন্দ্র। দুলাল!

দুলাল। আমিও তোমার সঙ্গে পাণ্ডুয়া যাবো রাজকুমার। শয়তান নাসির উদ্দিন আমার বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে। সোনা বৌকে চুরি করে নিয়ে গেছে—যাবার সময় ঘরে জ্বেলে দিয়ে গেছে আগুন। আমার ঘর পুড়ে ছাই। শোকে দুঃখে মা পাগল হয়ে কোথায় চলে গেছে আমি কিছুই জানি না।

চিন্ময়ী। আমি জানি।

দুলাল। জানেন! জানেন কোথায় আছে আমার মা?

চিন্ময়ী। কোথায় আছে তা জানি না, তবে কিছুক্ষণ আগে তিনি এখানে এসেছিলেন।

দুলাল। মা, মাগো! [প্রস্থানোদ্যত হইয়া ফিরিল] না-না, মাকে খোঁজবার সময় এখন নয়। আগে খুন করবো তাকে, যে আমার মাটির মায়ের সম্ভ্রম দু'পায়ে দলে ঘর থেকে টেনে নিয়ে গেছে সোনা বৌয়ের মত অসংখ্য মেয়েকে। এস রাজকুমার! এক রসিদ বেইমানি করলেও, আরও অনেক রসিদ আছে যারা আমাদের সঙ্গে গভীর রাত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে পাণ্ডুয়ার সুলতানী মঞ্জিলে।

[প্রস্থান।

মহেন্দ্র। সুলতানী মঞ্জিল—সুলতানী মঞ্জিল—আজ গভীর রাত্রে পাণ্ডুয়ার সুলতানী মঞ্জিলে শুরু হবে, এক বীভৎস অভিনব যুদ্ধ—

পদ্মনাভ ঠাকুরের প্রবেশ।

পদ্মনাভ। চিঠি আছে রাজকুমার।

চিন্ময়ী। কার চিঠি?

পদ্মনাভ। তাতো জানি না মা।

মহেন্দ্র। কে দিল?

পদ্মনাভ। একজন মুসলমান সৈনিক।

ব্রজ। মুসলমান সৈনিক!

পদ্মনাভ। হ্যাঁ। চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে বললো, কুমার মহেন্দ্র নারায়ণের হাতে পৌছে দিও। [চিঠি দিয়া প্রস্থান।

মহেন্দ্র। [চিঠি পাঠ করে] আশ্চর্য্য! একটু আগেও ভেবেছিলাম মানুষকে আর বিশ্বাস করবো না। এখন বুঝছি বিশ্বাস যদি কোথাও থাকে, তবে তা মানুষের কাছেই।

চিন্ময়ী। কার চিঠি ঠাকুরপো!

মহেন্দ্র। আজ বলবো না বৌদি, আজ বলবো না। বলবো কাল। এখনি আমি দুলালকে সঙ্গে নিয়ে উল্কার বেগে ছুটে চললাম পাণ্ডুয়ার দিকে। এ চিঠির কথা যদি সত্য হয়, তাহলে কাল ভাতুরীয়া ফিরে এসে বলবো, এ চিঠি কার, এ চিঠি কে লিখেছে, এ চিঠি কতখানি বয়ে এনেছে আনন্দ-বেদনার সংবাদ। [প্রস্থান।

ব্রজ। আমিও তোমাকে একটা মজার সংবাদ দিচ্ছি বৌরাণী?

চিন্ময়ী। কি?

ব্রজ। বলদেব ঠাকুরকে মুসলমানরা ধরে নিয়ে গেছে।

শ্যাম। বাঃ-বাঃ-বাঃ, কি মজা—কি মজা!

চিন্ময়ী। চুপ কর শ্যাম সুন্দর।

ব্রজ। কেন চুপ করবে বৌরাণী। আমি তো দেবতা শ্যাম সুন্দরের কাছে বলতে চললাম, হে ঠাকুর! তুমি হিন্দু জাতটাকে ছালেপাতে ধ্বংস করে দাও।

চিন্ময়ী। ব্রজদা!

ব্রজ। জালাল উদ্দিনের দোষ কি বলতে পারো? তাকে কে না অপমান করেছে? কে না ঘৃণা করেছে? কাঁদতে কাঁদতে হিন্দু-সমাজ থেকে বেরিয়ে গেছে ছেলেটা,—যে মূর্খ সমাজ তাকে লাথি মেরে দূর করে দিয়েছে, আজ সেই সমাজকে তার লাথি খেতে হবে না?

শ্যাম। ব্রজ দাদু!

ব্রজ। তাই হয় দাদুভাই, তাই হয়। মানুষকে পিছনে ফেলে রেখে যে সমাজ এগিয়ে যেতে চায়, সে সমাজ এমনি করেই ধ্বংস হয়।

[প্রস্থান।

শ্যাম। ঠিক এই কথাটাই দাদু কাল ব্রহ্ম দাদুকে বলছিল।

চিন্ময়ী। আর কি বলছিলেন রে শ্যাম সুন্দর?

শ্যাম। কত কি। তবে একটা কথা বার বার বলছিল।

চিন্ময়ী। কি?

শ্যাম। জালাল উদ্দিন—জালাল উদ্দিন, আচ্ছা মা! জালাল উদ্দিন লোকটা কে?

চিন্ময়ী। কেউ নয়—ওরে শ্যাম সুন্দর, জালাল উদ্দিনকে আমি চিনি না।

শ্যাম। আমি কিন্তু জানি।

চিন্ময়ী। কি জানিস বাবা?

শ্যাম। জালাল উদ্দিন আমাদের শত্রু। [প্রস্থান।

চিন্ময়ী। হ্যাঁ-হ্যাঁ শত্রু—শত্রুই তো! শত্রু জালাল উদ্দিনকে বন্দী করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছুটে গেছে মহেন্দ্র নারায়ণ—। সত্যিই যদি তাকে বন্দী করে বাবার কাছে নিয়ে আসে? বাবা যদি তাকে মৃত্যুদণ্ড—না-না-না—হে দেবতা শ্যাম সুন্দর! তোমার কাছে আশীর্ব্বাদ নয়, অভিশাপ চাইছি—শত্রু জালাল উদ্দিনকে তুমি দীর্ঘজীবী করো ঠাকুর—দীর্ঘজীবী করো। [প্রস্থান।

চতুর্থ অংক।

প্রথম দৃশ্য।

নিদমহল।

সুলতানী পোষাকে সজ্জিত যদু নারায়ণের প্রবেশ।

যদু। না-না-না, বাঁচতে আমি চাই না, দীর্ঘ জীবনের দারুণ যন্ত্রণা বয়ে বেড়াবার শক্তি আমার নেই। আমি দুর্ব্বল, আমি শক্তিহীন, আমি—না-না, এ তুমি কি বলছো সুলতান জালাল উদ্দিন! তুমি দুর্ব্বল, একথা শুনলে যে কাফের হিন্দুরা হাসবে। তোমার মনের কথা জানতে পারলে যে ওরা সাবধান হবার সুযোগ পেয়ে যাবে। না, তুমি দুর্ব্বল নও। তোমার অনেক নাম, তুমি ভীষণ, তুমি ভয়ংকর, তুমি নররাক্ষস! হাঃ-হাঃ-হাঃ! কে! কে তোমরা? শত সহস্র বিধবা হিন্দু-নারী! সন্তানহারা অসংখ্য হিন্দু মা! জালাল উদ্দিনের অত্যাচারে অসহায় হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা! তোমরা আমাকে অভিশাপ দিচ্ছো, হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রসিদের প্রবেশ।

রসিদ। বান্দার সেলাম পৌঁছে জাঁহাপনা।

যদু। কে! ও রসিদ। তুমি হঠাৎ নিদমহলে কেন?

রসিদ। জাঁহাপনা আমাকে নিদ-মহলের দ্বার-রক্ষীর পদে বহাল করেছেন।

যদু। ও হ্যাঁ। তুমি ঠিক কথা বলেছো রসিদ। কথাটা আমার খেয়াল ছিল না। আচ্ছা, তোমাকে কি যেন বলছিলাম?

রসিদ। কই, কিছুই বলেন নি তো জাঁহাপনা!

যদু। বলিনি! ও হ্যাঁ, বলিনি। বলবো, তুমি কিছু সরাব দিয়ে যাও।

রসিদ। দিয়েছি জাঁহাপনা। আপনি এখানে আসবার আগেই আমি সরাবের পাত্র ঠিক করে রেখেছি।

যদু। বহুতাচ্ছা রসিদ। তোমাকে আমি মনসবদারের পদে বহাল করলাম।

রসিদ। জাঁহাপনা মেহেরবান।

যদু। এই নাও আমার ফারমান। এই ফারমানের বলে তুমি প্রাসাদের সর্ব্বত্র যাতায়াত করতে পারবে—আর প্রাসাদ-রক্ষী দু'হাজার সৈন্য আজ থেকে তোমার হুকুম মত চলবে। [ফারমান দিল] যাও—

রসিদ। যো হুকুম জাঁহাপনা।

যদু। শোনো!

রসিদ। বলুন জাঁহাপনা।

যদু। তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো রসিদ? মনে পড়ছে, সেই অসহায় যদু নারায়ণকে আশ্রয় দেওয়ার কথা?

রসিদ। জাঁহাপনা!

যদু। কাছে এস, আরও কাছে এস রসিদ! তুমি কি বলতে পারো আমার পিতা, ভাই মহেন্দ্র, স্ত্রী চিন্ময়ী, পুত্র শ্যাম সুন্দর এরা সব কেমন আছে? কেমন আছে আমার ব্রজদা? তারা কি আমার নাম করে? তারা কি আমার জন্যে কাঁদে? না-না, যাও সরে যাও তুমি আমার কাছ থেকে। আমার কথাগুলো তুমি বিশ্বাস করো না, আমি

বলিনি, তাদের কথা আমি বলিনি, তাদের কথা জিজ্ঞাসা করেছে অতীতের যদু নারায়ণ। যাও, নাসিরকে বল, জাঁহাপনা ডেকেছে। যাও—

রসিদ। যো হুকুম জাঁহাপনা!

[প্রস্থান।

যদু। হেরে যাচ্ছে, হিন্দু যদু নারায়ণের কাছে ইসলাম জালাল উদ্দিন বার বার হেরে যাচ্ছে। না-না, হারতে দেব না, জালাল উদ্দিনকে জিততে হবে, জালাল উদ্দিনকে আরও মন্দির ভাঙ্গতে হবে, অতীতের অপমানের চরম প্রতিশোধ নিতে জালাল উদ্দিনকে হিন্দু-সমাজটাকে ভেঙ্গে চুরমার করতে হবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

নাসির উদ্দিনের প্রবেশ।

নাসির। আমাকে তলব দিয়েছেন জাঁহাপনা?

যদু। হ্যাঁ, সিপাহশালার নাসির উদ্দিন! বল, কতগুলো হিন্দুকে আটকে রাখা হয়েছে?

নাসির। পাঁচশো নব্বই।

যদু। তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা?

নাসির। দুশো তিন।

যদু। নারি?

নাসির। তিনশো সাতাশী।

যদু। তিন দিনের মধ্যে মন্দির ভাঙ্গা হয়েছে কটা?

নুর কুতুব আলমের প্রবেশ।

নুর কুতুব। একশো বাহান্ন।

যদু। কতগুলো ব্রাহ্মণকে হত্যা করা হয়েছে?

নুর কুতুব। চারশো ছাব্বিশ।

যদু। মোট নিহতের সংখ্যা?

নুর কুতুব। পনেরো হাজার আটশো উনচল্লিশ।

যদু। মাত্র? মাত্র এই কটা হিন্দুকে আপনারা হত্যা করেছেন? সিপাহশালার নাসির উদ্দিনের তরবারির ধার কি ভোঁতা হয়ে গেছে? দরবেশ নুর কুতুব আলম কি প্রাসাদে বসেই দিন কাটাচ্ছেন?

নুর কুতুব। }
নাসির। } জাঁহাপনা!

যদু। আরও চাই—আরও খুন চাই, আরও ধ্বংস চাই। এইখানে, এই নিদমহলে মেহগিনির পালংকে শুয়ে শুয়ে যেন শুনতে পাই আমি হিন্দুনারীর কাতর কান্না। যে অঞ্চলে আমার সৈন্যবাহিনী হিন্দু নিধন যজ্ঞ চালাবে, ঘরে আগুন লাগাবে, সেই অঞ্চলের হিন্দুদের মর্মভেদী হাহাকারে ভীত হয়ে যেন পাখীরা উড়ে যায়। জালাল উদ্দিনের নাম শুনলে যেন সুস্থ সমর্থ হিন্দু থরথর করে কেঁপে ওঠে।

নাসির। একটা কথা জাঁহাপনা!

যদু। বল নাসির উদ্দিন।

নাসির। আটক হিন্দুদের বিচার না করলে অসুবিধা হচ্ছে।

যদু। কয়েদখানা ভর্ত্তি হয়ে গেছে বুঝি?

নুর কুতুব। হ্যাঁ জাঁহাপনা। আমি বলছিলাম কি, আপনি কষ্ট করে বিচার নাই বা করলেন, সামান্য কটা হিন্দুর বিচার—

যদু। আপনি করুন দরবেশ।

নুর কুতুব। আমি! আমি কি বিচার করবো সুলতান, আমার কতটুকু বিচার বুদ্ধি, তবে খোদার নাম করে চেষ্টা করতেই হবে; কেননা স্বয়ং জাঁহাপনার হুকুম। ইয়া-নফসী—ইয়া-নফসী—

নাসির। তাহলে আর দেরি করে কোন ফায়দা হবে না, এখনি আমি হাজতখানায় ঘোষণা করে দিই, আজকের বন্দীদের বিচার করবেন —দরবেশ নুর কুতুব আলম।

[প্রস্থান।

যদু। দরবেশ নুর কুতুব আলম আর কিছু বলবেন?

নুর কুতুব। বলবো বলেই এসেছিলাম, কিন্তু না থাক, না বলাই ভাল। হাজার হোক সে তোমার পিতা।

যদু। দরবেশ! বলুন, আপনি কি বলতে চান?

নুর কুতুব। না-না, সেকথা আমি বলতে পারবো না। অবশ্য কথাটা আমি চিন্তাই করিনি, মনে পাড়িয়ে দিলেন ওমরাহ সাহেবের দল। তারা বলছিলো—

যদু। কি বলছিলেন ওমরাহ সাহেবরা?

নুর কুতুব। বাংলার রাজধানী ভাতুরীয়া। ভাতুরীয়া দখল করতে না পারলে পুরোপুরি সুলতান হওয়া যায় না। তাছাড়া—

যদু। বলুন, তাছাড়া কি বলুন দরবেশ?

নুর কুতুব। সুলতানের প্রথমা বেগম সুলতানের পাশে না থাকলে ঠিক মানায় না।

যদু। দরবেশ নুর কুতুব আলম!

নুর কুতুব। আমি ওমরাহদের বললাম, এ তোমরা কি কথা বলছো? সুলতান যতই হিন্দু বিদ্বেষী হোন না কেন পিতা গণেশ নারায়ণকে তিনি ভয়ংকর ভয় করেন। আর স্ত্রী চিন্ময়ী, সুলতানের পাশে থাকা তো দূরের কথা স্বামীর নাম করে হররোজ একশোবার থুথু ফেলে। ইয়া-নফসী—ইয়া-নফসী—

[প্রস্থান।

যদু। চিন্ময়ী আমার নাম করে দিনে একশোবার থুথু ফেলে! আমি রাজা গণেশ নারায়ণকে ভয়ংকর ভয় করি। [মদ্যপান] রাজা গণেশ নারায়ণকে ভয় করে সুলতান জালাল উদ্দিন—সুলতান জালাল-উদ্দিনকে ঘৃণা করে যদু নারায়ণের স্ত্রী চিন্ময়ী—[সহসা যেন ফাটিয়া পড়িল] না-না-না, কাফের গণেশ নারায়ণকে আমি ভয় করি না। চিন্ময়ীর ঘৃণা আমি সহ্য করবো না। আমি ভাতুরীয়া আক্রমণ করে, রাজা গণেশ নারায়ণের রাজপ্রাসাদ ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে পূজারিণী চিন্ময়ীকে পাণ্ডুয়া নিয়ে এসে নামাজ পড়াবো। [মদ্যপান] চিন্ময়ী জালাল উদ্দিনকে ঘৃণা করে, জালাল উদ্দিন চিন্ময়ীকে চাবুক মারবে। জালাল উদ্দিন সেই ব্রতচারিণী চিন্ময়ীর, হাঃ-হাঃ-হাঃ! কিন্তু সেই চিন্ময়ী? যে যদু নারায়ণকে একদিন না দেখলে পাগল হয়ে যেতো। সেই যদু নারায়ণ! যার চিন্ময়ীর গান না শুনলে কিছুতেই ঘুম আসতো না। তারা কোথায়? সেই চিন্ময়ী কোথায়! [চেয়ারে অর্ধশায়িত হইয়া ধীর কণ্ঠে] কোথায় আমার সে—ই—চি—ন্ম—য়ী? [ঘুম]

[সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হইলে দেখা গেল চিন্ময়ী স্বপ্নের মধ্যে আসিয়া গান গাহিতেছিল।]

চিন্ময়ী। **গীত।**

ঘুমালো প্রিয় ফুল শয্যায়।
আমার চকোরী মন ওঠে শিহরি, জানি না কি ভীরু লজ্জায়।
সরমে হলো না খোলা মরমের বাতায়ন,
পিয়া সনে পাপিয়ার হলো না তো আলাপন,
বুকের বকুল কাঁদে মধুর ভারে ভ্রমর এল না মন বন ছায়।

[গানের শেষে চিন্ময়ী মিলাইয়া গেল। তাহার স্থানে দাঁড়াল আশমান তারা, যদু নারায়ণ তন্দ্রামুক্ত হইয়া বলিতেছিল।]

যদু। চিন্ময়ী—চিন্ময়ী, আমার প্রাণের প্রতিমা চিন্ময়ী—

[চিন্ময়ী ভ্রমে আশমানকে বক্ষলগ্ন করিল।]

আশমান। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও প্রভু, আমি চিন্ময়ী নয়—

যদু। আশমান তারা। [দূরে সরে গেল] কিন্তু চিন্ময়ী গেল কোথায়? সে যে এখনি এখানে এসেছিল—সে যে সেই গান গাইলো, যে গান না শুনলে আমার ঘুম আসতো না!—চিন্ময়ী—চিন্ময়ী।

আশমান। তুমি স্বপ্ন দেখেছো প্রভু।

যদু। স্বপ্ন—অতীতের স্মৃতিগুলো আজ স্বপ্ন হয়ে দেখা দিতে চায়। না-না, স্বপ্নকে আমি সত্য করে তুলবো।

আশমান। স্বামী!

যদু। চিন্ময়ীকে আমি পাণ্ডুয়া নিয়ে আসতে চাই।

আশমান। পারবে না।

যদু। পারবো না!

আশমান। না।

যদু। আশমান তারা!

আশমান। কি ভেবেছো স্বামী, কি ভেবেছো তুমি!

যদু। জালাল উদ্দিন কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেবে না।

আশমান। দিতে হবে।

যদু। কার কাছে?

আশমান। যদু নারায়ণের কাছে!

যদু। কি বললে?

আশমান। মিথ্যা বলেছি স্বামী? বল, তোমার বুকের মধ্যে এখনও কি জেগে ওঠে না হিন্দু যদু নারায়ণ? গভীর রাত্রে একাকী নির্জ্জনে যখন মাতাল হয়ে ওঠো, তখন ককিয়ে ওঠে না যুবরাজ যদু নারায়ণের কণ্ঠ?

যদু। তুমি কি করে জানলে? তুমি আমার কাছে থাকো না, তবে এ সব কথা তুমি কি করে জানলে আশমান তারা?

আশমান। আমি জানি স্বামী।

যদু। কি জানো?

আশমান। হিন্দু-সমাজের উপর অভিমান করে যত মন্দির তুমি ভেঙ্গেছো, তার শতগুণ মন্দির গড়ে উঠেছে তোমার মনে।

যদু। আশমান তারা!

আশমান। হিন্দুর যত ধর্মশাস্ত্র তুমি ছিঁড়েছো, আগুনে পুড়িয়েছো তার সহস্রগুণ শাস্ত্র মনে মনে তুমি অধ্যয়ণ করছো।

যদু। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ধরা পড়ে যাচ্ছি—ধরা পড়ে যাচ্ছি, ইসলাম জালাল উদ্দিন হিন্দু যদু নারায়ণের কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছে—না-না, ধরা পড়লে চলবে না,—জানো চিন্ময়ী! আমি ভুলতে পারি না, কিছুতেই আমার অতীত জীবনকে ভুলতে পারি না—কেন পারি না—কি জন্য পারি না, তুমি কি বলতে পারো চিন্ময়ী?

আশমান। হাঃ-হাঃ-হাঃ, চিন্ময়ী—চিন্ময়ী—চিন্ময়ী—

যদু। তুমি আমাকে ক্ষমা কর আশমান তারা। [হাত ধরিতে গেল]

আশমান। না-না, ছুঁয়ো না—ছুঁয়ো না।

যদু। ছোঁব না।

আশমান। কেন ছোঁবে? হিন্দুর স্ত্রী তারাকে জালাল উদ্দিন ছোঁবে কোন অধিকারে?

যদু। ঘৃণা, সেই বিজাতীয় ঘৃণা, সেই নারকীয় ঘৃণা, তোমার মুখেও শুনতে পাচ্ছি, চিন্ময়ীর সেই শ্লেষ কঠিন ঘৃণার সংলাপ। চিন্ময়ী আমাকে ঘৃণা করে, না-না, সহ্য করবো না—তাকে আমি মুসলমানী করে তার

অহংকার চূর্ণ করে দেব। যে মন্দির এখনও ভাঙ্গা হয়নি, তা আমি ভাঙ্গতে আদেশ দেব, যে শাস্ত্র এখনও অক্ষত আছে, তা আমি জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেব।

আশমান। সাবধান জালাল উদ্দিন! এবার আমি বাধা দেব।

যদু। বাধা দেবে!

আশমান। হ্যাঁ, তোমার স্বেচ্ছাচারিতার কণ্টকময় পথে আমি প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবো।

যদু। আশমান তারা!

আশমান। তোমার স্বৈরাচারী শাসনের চাবুক আমি জোর করে ছিনিয়ে নেব। আমার হৃদয়ের নির্মমতার পাহাড়ের আড়ালে আমি তোমাকে লুকিয়ে রাখবো। তোমার হৃদয়ে বিষ কুম্ভ থেকে বিষ ঢেলে নিয়ে মধু দিয়ে ভরিয়ে দেব।

যদু। কিসের অধিকারে?

আশমান। স্ত্রীর অধিকারে—সহধর্মিনীর অধিকারে।

যদু। স্ত্রী—সহধর্মিনী—তুমি! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

আশমান। স্বামি!

যদু। না-না-না, জালাল উদ্দিনের স্ত্রী নেই, সহধর্মিনী নেই, আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই আছে শুধু বুকভরা জ্বালা। আমি সৃষ্টির জন্য জন্মাই নি নারী, আমি জন্মেছি ধ্বংসের জন্য। আমি আগুন জ্বালবো—আমি রক্ত নিয়ে খেলা করবো—আমি বাংলার হিন্দু-সমাজের আকাশে রচনা করবো ধ্বংসের কালো মেঘ! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

আশমান। ভগবান! তুমি আমাকে মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও। [কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।]

হজ-যাত্রির পোষাকে সজ্জিত আজিম শাহ প্রবেশ করিল।

আজিম। কাঁদছিস মা?

আশমান। বাবা! [বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ল]

আজিম। মা!

আশমান। তুমি যেও না বাবা, আমাকে একা ফেলে তুমি মক্কায় চলে যেও না। তুমি ছাড়া যে এ সংসারে আর আমার কেউ নেই।

আজিম। আছে মা, আছে।

আশমান। কে আছে বাবা?

আজিম। স্বামী।

আশমান। স্বামী!

আজিম। হ্যাঁ মা। স্বামীই তো তোর ইহকালের দেবতা, পরকালের স্বর্গ।

আশমান। বাবা!

আজিম। পতিই তো সতীর সব দুঃখের সান্ত্বনা।

আশমান। কিন্তু আমি যে স্বামী পেয়েও পাইনি। আমার যে স্বামী থেকেও নেই। বল বাবা, বল—আমার এই নারী-জীবনে আমি কি পেলাম?

আজিম। পাবি মা পাবি—সব পাবি।

আশমান। কি করে পাবো?

আজিম। তপস্যা করে। সতী-সাবিত্রী, বেহুলার ব্রত পালন করেছিস, শুরু করেছিস রাত্রির তপস্যা—নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ হবে, রাত্রির তপস্যা-শেষে দিনের সূর্য্যকে তুই নিশ্চয় দেখতে পাবি।

আশমান। বাবা!

আজিম। ছেড়ে দে মা। আমার ডাক এসেছে। জীবনের যে কটা দিন বাকি আছে, সেই দিন কটা আমাকে মক্কাতেই কাটাতে দে। কাঁদিস না মা, কাঁদিস না। স্বামীকে ফেরা, তোর প্রাণ দিয়েও তুই তোর অভাগা স্বামীকে ফেরা।

আশমান। বাবা!

আজিম। তোর মনের সবটুকু শান্তি দিয়ে, তোর স্বামীর জীবনে শান্তি এনে দে।

[প্রস্থান।

আশমান। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই দেব—শান্তিই আমি এনে দেব আমার স্বামীর জীবনে। সে আমাকে নাইবা বাসলো ভালো, তার মনের মন্দিরে আমায় নাইবা দিল স্থান,—তবু আমি তার দুঃখের সাজিতে সাজিয়ে দেব আমার মনের ফুল। সে আমাকে ঘৃণা করবে, আমি ভাববো, ভালবাসছে। সে আমাকে দূরে ঠেলে দেবে, আমি মনে করবো কাছে টেনে নিচ্ছে। সে আমার মৃত্যু কামনা করবে, আমি জানবো নতুন করে জীবন ফিরে পেলাম।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সদর-হাজত।

নাসির উদ্দিনের প্রবেশ।

নাসির। পেলাম না—পেলাম না,—আশমান তারাকে আমি আজও পেলাম না।

নুর কুতুব আলমের প্রবেশ।

নুর কুতুব। পাবে, জরুর পাবে নাসির উদ্দিন।

নাসির। কবে পাবো, কখন পাবো, কি করে পাবো দরবেশ নুর কুতুব আলম?

নুর কুতুব। গোসা মৎ কর নাসির। আর দু'রোজ সবুর কর। [পিঠে হাত দিল]

নাসির। দু'রোজ!

নুর কুতুব। হ্যাঁ, দু'রোজ। জালাল উদ্দিন আগামীকাল ভাতুরীয়া আক্রমণ করবে।

নাসির। হজরৎ!

নুর কুতুব। রাজা গণেশ নারায়ণকে গ্রেপ্তার করে হজরৎ পাণ্ডুয়ায় নিয়ে এসে তুমি তাকে কোতল করবে না?

নাসির। দরবেশ!

নুর কুতুব। তার তাজা খুনে ইলিয়াছ শাহী বংশের শের আদমী তুমি, মউজছে গোছল করবে না?

নাসির। আমি—

নুর কুতুব। হ্যাঁ, তুমি—তুমি মীর মহম্মদ নাসির উদ্দিন মোবারক শাহ খেতাব নিয়ে কাফের জালালের কলিজায় হাতিয়ার বসিয়ে, তার বেগম আশমান তারাকে বুকে টেনে নেবে।

নাসির। বেগম আশমান তারা—

নুর কুতুব। হবে তোমার প্রথমা বেগম, আর দ্বিতীয়া বেগম হবে—

নাসির। কে?

নুর কুতুব। জালাল উদ্দিনের প্রথমা স্ত্রী রূপসী চিন্ময়ী।

নাসির। ইয়ারব—ইয়ারব—

নুর কুতুব। আনন্দে আত্মহারা হয়ো না নাসির। আবার কাজ শুরু কর।

নাসির। ঠিক হ্যায় হজরৎ, বান্দার কসুর মাফ করবেন। দু'শো এক পর্যন্ত হয়ে গেছে, এবার দু'শো দুই। বন্দী—দুশো দু—ই—

ইয়াকুব খাঁ বন্দী যাদব ঘোষ সহ প্রবেশ করিল।

যাদব। ছেড়ে দাও! আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও—

নাসির। ছেড়ে দেব?

যাদব। কেন ছেড়ে দেবে না? আমি তো তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি?

নুর কুতুব। ক্ষতি করিস নি কাফের?

যাদব। কখন করলাম তোমাদের ক্ষতি? আমি চাষ নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম। সকাল হলে মাঠে যেতাম, সন্ধ্যেবেলায় ফিরতাম। সন্ধ্যের পর বসে বসে গল্প করতাম, আমি আর ওসমান ভাই।

নুর কুতুব। খামোশ বেআদব। ভাই! ভাই নয়। তোরা

আমাদের দুশমন। তুই জালাল উদ্দিনকে আশ্রয় না দিলে, অনেক আগেই তাকে কাজে লাগাতে পারতাম।

নাসির। বল, স্বেচ্ছায় কলমা পড়বি, না কি জোর করে পড়াতে হবে?

যাদব। কলমা আমি পড়বো না।

নুর কুতুব।
নাসির। } পড়বি না!

যাদব। না। তোমরা আমার সোনা মাকে চুরি করে এনেছো, তোমরা আমার সোনার সংসার ছারখার করে দিয়েছো, তবু কি আমি একটুও ভেঙ্গে পড়েছি?

নাসির। দেখি এবার ভাঙ্গিস কিনা। [মুহুর্মুহু চাবুকাঘাত]

যাদব। ভগবান রক্ষা কর, রক্ষা কর—

নাসির। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ভগবান রক্ষা করছে। বল শয়তান! কলমা পড়বি কি না? [চাবুকাঘাত]

যাদব। না-না-না।

নুর কুতুব। ইয়াকুব! কাফেরটাকে বান্দার হাতে তুলে দিয়ে এস। মজলিশে মৌলভীরা তৈরী হয়ে আছে, জোর করে একে কলমা পড়িয়ে দেবে।

[ইয়াকুব যাদবকে টানিতে টানিতে লইয়া যাইতেছিল।]

যাদব। পারবি না—পারবি না পশুর দল! কিছুতেই তোরা আমাকে কলমা পড়াতে পারবি না। যাদব ঘোষ মরবে, তবু নিজের ধর্মত্যাগ করে পরের ধর্ম গ্রহণ করবে না—করবে না।

[ইয়াকুব সহ প্রস্থান।

নুর কুতুব। মজলিশে যা কাফের হিন্দু! কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে যাবে, খোদাতালার গোলামের গোলাম নুর কুতুব আলম!

নাসির। দুশো তিন। বন্দী—দুশো তিন—

ইয়াকুব খাঁ বন্দী বলদেব ঠাকুরকে লইয়া প্রবেশ করিল।

বলদেব। না-না-না। আমি পারবো না।

নুর কুতুব। কি পারবি না বদতমীজ কাফের?

বলদেব। কলমা পড়তে, নামাজ পড়তে, মুসলমান হতে।

নাসির। পারতে হবে কশবীর বাচ্ছা। [চাবুকাঘাত]

বলদেব। মেরো না—মেরো না, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও।

নুর কুতুব। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ছেড়ে দেব। ছেড়ে তো দেবই। ইয়াকুব, এই ইবলিশটাকে আধখানা মাটিতে পুঁতে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবে।

[ইয়াকুব বলদেবকে টানিতেছিল, বলদেব বলিতেছিল।]

বলদেব। না-না, আমি মরতে চাই না—মরতে চাই না, তোমরা আমাকে বাঁচাও। কে আছো, কেউ নেই—কেউ নেই, হায় ভগবান—

[ইয়াকুব সহ প্রস্থান।

নুর কুতুব। ইয়া-নফসী—ইয়া-নফসী, এবার আমি চলি। মজলিশে গিয়ে মৌলভী সাহেবদের বলি, জলদি কর—জলদি কর, কোন ভয় নেই। এতে তোমাদের বহোৎ বহোৎ নেকী হচ্ছে। হাসতে হাসতে বেহেস্তে গিয়ে দেখবে, হুরীরা তোমাদের তসলীম জানাচ্ছে—সামনে ছড়ানো রয়েছে রাশিরাশি বেহেস্তী মেওয়া। ইয়া-নফসী—ইয়া-নফসী।

[প্রস্থান।

নাসির। হাঃ-হাঃ-হাঃ, মৌলভীরা বেহেস্তে গিয়ে যা পাবে,—আমি অনেক আগেই তা পেয়ে যাচ্ছি।

পাগলী সোনার প্রবেশ।

সোনা। এই শুনছো!

নাসির। তুমি!

সোনা। হাঃ-হাঃ-হাঃ। সে কি গো, আমাকে চিনতে পারলে না? আমি লোহা। হ্যাঁ গো, সেই শয়তান নাসির উদ্দিন আমাকে লোহা করে দিয়েছে। তুমি দেখেছো সেই কশবীর বাচ্ছা নাসিরকে?

নাসির। সোনা!

সোনা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, সোনা আমাকে থাকতে দিলে কই! জানোয়ারটা আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে পালিয়েছে। কে? ওই আসছে, ওই তো আমাকে অজগর সাপের মত জড়িয়ে ধরল। গেল—গেল। আমার সব গেল, সব গেল—হাঃ-হাঃ-হাঃ।

নাসির। দূর হয়ে যাও নারী!

সোনা। [সহসা চিনিয়া] কে! ও তুমি! তুমিই তো সেই জানোয়ার। তুমিই তো আমার সতীত্ব-সোনা চুরি করেছ। তোমাকে আমি সহজে ছেড়ে দেব না শয়তান। তোমাকে আমি—না-না, তোমাকে বলে কিছু হবে না। আমি বলতে চললাম সুলতানকে, হাঃ-হাঃ-হাঃ—সুলতান আমাকে চেনে। সুলতান—সুলতান হবার আগে বলেছিল, না-না, যাচ্ছি, এই শুনছো! তুমি যেন ভয়ে পালিয়ে যেও না জানোয়ার। কি হল ভয় পাচ্ছ?

নাসির। না-না, যেও না সোনা, আমি তোমাকে বেগম করবো।

সোনা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, জন্তুটা মনে করেছে এখনও ওকে চিনতে পারিনি। চিনেছি—চিনেছি রাবণ, তুমিই তো সীতাকে চুরি করেছিলে—

নাসির। শয়তানীকে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক হবে না। সুলতানের কাছে

আমার চরিত্রের কথা প্রকাশ করে দেবে। [সোনাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল]

সশস্ত্র মণির উদ্দিনের প্রবেশ।

মণির। বাঃ-বাঃ ভাইজান!

সোনা। কে! তুমি কে?

মণির। ভয় নেই বহিন।

সোনা। বহিন। হ্যাঁ, বহিনই তো। তোমার মত জওয়ানদের তো আমি ভাই বলেই জানতাম, ভাই বলেই ডাকতাম।

মণির। শুনছো ভাইজান, শুনছো? তোমার পাশব প্রবৃত্তির যূপকাষ্ঠে সর্ব্বস্ব বলি দেওয়ার পরেও কত মধু এদের মনে, কত মমতাময়ী এরা? আপশোষ! দুনিয়ায় এসে শুধু কটু কথাই তুমি শুনলে, একটা মধুর কথা তোমার নসীবে জুঠলো না!

নাসির। বে-আদবি না করে এখান থেকে বেরিয়ে যা—

মণির। নিশ্চয়ই যাবো, তবে একা নয়, আমার এই হিন্দু-বহিনকে সঙ্গে করে নিয়ে।

সোনা। এসেছে—এসেছে দেবর লক্ষ্মণ এসেছে, তার সীতা বৌদিকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করতে।

মণির। বহিন! তুমি আমার সঙ্গে এস।

নাসির। না।

মণির। না মানে?

নাসির। ওকে যেতে দেব না।

মণির। আমি নিয়ে যাবই।

নাসির। জান দিতে হবে শয়তান।

মণির। তাই দেব, তবু ওই বহিনকে তোমার সামনে ফেলে রেখে যাবো না। এস বহিন—

নাসির। হুঁশিয়ার ইবলিশ!

মণির। ভাইজান!

[উভয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হইল, কিছুক্ষণ পরে মণিরের বক্ষে তরবারি বিদ্ধ হইলে আর্ত্তনাদ করিল।]

মণির। আঃ!

সোনা। পারলো না! লক্ষ্মণ সীতাকে উদ্ধার করতে পারলো না। রামকে আসতে হবে। রামচন্দ্র ছাড়া ওই লম্পট রাবণকে কেউ মারতে পারবে না। উঃ কত রক্ত, লক্ষ্মণের বুকে শক্তিশেল মেরেছে, রক্ত ঝরছে, লক্ষ্মণ মরছে, লক্ষ্মণ প্রাণ দিচ্ছে—

মণির। প্রাণ দিয়েও তোমাকে রক্ষা করতে পারলাম না বহিন। তুমি যদি এখান থেকে পালাতে পার তাহলে সকলকে বলো, মণির মরে বেঁচে গেছে, আর মরবার সময় বলে গেছে, তোমার মত হিন্দুর মেয়েরা বাংলার তামাম মুসলমান জওয়ানদের কাছে দেবী বহিন সালামের পাত্রী। বিদায় বহিন, বিদায়—　　　　[প্রস্থান।

নাসির। মণির—মণির—

সোনা। [মণিরের হস্তচ্যুত তরবারি কুড়াইয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ, এইবার অসুর মরবে।

নাসির। সোনা!

সোনা। সোনা নয়, রণচণ্ডী। [হত্যায় উদ্যত]

নাসির। না-না শয়তানী। [সহসা সোনার অস্ত্রে আঘাত করিলে অস্ত্রচ্যুত হইল। সোনার গলা টিপিয়া ধরিয়া] পাপের চিহ্ন আমি শেষ করে দিলাম।

[সোনাকে চেয়ারে বসাইয়া গলা টিপিয়া ধরিলে সোনা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেল। তাহার চোখ যেন ঠিকরে পড়ছে। নেপথ্যে বহু কণ্ঠের কোলাহল।]

নাসির। কি হলো! কিসের এত হল্লা! তবে কি মঞ্জিলে দুশমন প্রবেশ করেছে। [উঁকি দিয়ে দেখে] সর্ব্বনাশ, পঙ্গপালের মত কাফের হিন্দুরা ছুটে আসছে। দুশমন—মঞ্জিলে দুশমন—

[দ্রুত প্রস্থান ।

দ্রুত রসিদের প্রবেশ ।

রসিদ। সোনা ভাবী! সোনা ভাবী! আমি এসেছি—একি, তুমি চলে গেছ সোনা ভাবী! দেশের স্বার্থে স্বজাতীর সঙ্গে বেইমানি করেও আমি তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না সোনা ভাবী!

দ্রুত দুলালের প্রবেশ ।

দুলাল। সোনা! সোনা!

[রসিদ সোনাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল।]

দুলাল। সোনাকে পেয়েছিস রসিদ?

রসিদ। পেয়েছি, তুই তাকে দেখবি দুলাল?

দুলাল। কই, কোথায় আমার সোনা?

রসিদ। এই দেখ দুলাল। [সরিয়া গেল]

দুলাল। সোনা!

রসিদ। ঘুমিয়ে গেছে দুলাল। নাসির উদ্দিনের অত্যাচারে সোনা ভাবী শেষ ঘুমে ঘুমিয়ে গেছে।

দুলাল। ঘুমিয়ে গেল! আমার সোনা ঘুমিয়ে গেল! এত কষ্ট

করেও আমার সোনাকে রক্ষা করা গেল না। আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তুই রাজকুমারকে বলিস রসিদ, দুলাল তার সোনাকে নিয়ে আগেই চলে গেল—

রসিদ। কোথায়?

দুলাল। ঠিকানা নেই, রসিদ! আমার সোনাকে নিয়ে চলার পথের কোন ঠিকানা নেই।

[সোনাকে লইয়া প্রস্থান।

রসিদ। দুলাল—দুলাল, শোন্—যাস না—

সশস্ত্র যদু নারায়ণের প্রবেশ।

যদু। দাঁড়াও বেইমান!

রসিদ। আপনি—

যদু। হ্যাঁ আমি। আমি সুলতান জালাল উদ্দিন। তুমি আমার সঙ্গে বেইমানি করেছো, বন্ধুর ছদ্মবেশে তুমি আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছো, তুমি যদু নারায়ণের অহঙ্কার, কিন্তু জালাল উদ্দিনের অপমান, তোমাকে আমি কঠিন শাস্তি দেব।

সশস্ত্র মহেন্দ্র নারায়ণের প্রবেশ।

মহেন্দ্র। হুঁশিয়ার সুলতান জালাল উদ্দিন!

যদু। কে! মহেন্দ্র নারায়ণ! ভাই—

মহেন্দ্র। কে তোমার ভাই জালাল উদ্দিন? আমি তোমার কেউ নই। আমি দুশমন—

যদু। দুশমন!

মহেন্দ্র। দুশমন না হলে তোমার প্রাসাদ রক্ষীদের হত্যা করে

তোমার সুলতানী মঞ্জিল তছনছ করে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম কি জন্য?

যদু। তুমি আমাকে বন্দী করতে চাও?

মহেন্দ্র। নিশ্চয়ই।

যদু। পারবে বন্দী করতে?

মহেন্দ্র। না পারি বন্দী হবো।

যদু। মহেন্দ্র!

মহেন্দ্র। কথা রেখে যুদ্ধ কর।

যদু। যদি যুদ্ধ না করি?

মহেন্দ্র। জালাল উদ্দিন।

যদু। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তবু দাদা বলে ডাকবে না। রক্তের সম্বন্ধ স্বীকার করবে না। ভয় কি মহেন্দ্র, রসিদ তো আমাকে চেনে, আর তো এখানে কেউ নেই—তুই একবার দাদা বলে ডাক, আমি হাতিয়ার ফেলে দেব, সুলতানী পোষাক খুলে ফেলবো, স্বেচ্ছায় বন্দী হয়ে পিতার কাছে গিয়ে তার দেওয়া শাস্তি মাথা পেতে নেব। বল—বল মহেন্দ্র, একবার শুধু একবার বল তুই আমার ভাই!

মহেন্দ্র। না।

যদু। বলবি না?

মহেন্দ্র। না। ইসলাম জালাল উদ্দিনের সঙ্গে হিন্দু মহেন্দ্র নারায়ণের কোন কথা নেই।

যদু। হুঁশিয়ার হিন্দু!

মহেন্দ্র। সাবধান ইসলাম।

[উভয়ে যুদ্ধ শুরু হইল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর উভয়ে দাঁড়াইয়া পড়িল। যদু নারায়ণ বলিল।]

যদু। পিতা কেমন আছেন মহেন্দ্র?

মহেন্দ্র। জানি না।

যদু। শ্যাম সুন্দর ব্রজদা আমার নাম করে?

মহেন্দ্র। জানি না।

যদু। কিছুই জানো না হিন্দু। জানো শুধু জালাল উদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

[পুনরায় যুদ্ধ শুরু এবং পূর্ব্ববৎ যদুর প্রশ্ন।]

যদু। চিন্ময়ী কেমন আছে?

মহেন্দ্র। জানি না।

রসিদ। আমি জানি।

যদু। জানো! বলতো—বলতো ভাই, কেমন আছে আমার চিন্ময়ী?

রসিদ। দুলালের মুখে শুনলাম, বৌরাণী মৃত্যুশয্যায়।

যদু। কি বললে—চিন্ময়ী মৃত্যুশয্যায়! [হাত থেকে অস্ত্র পড়ে গেল]

মহেন্দ্র। রসিদ! বন্দী কর।

রসিদ। রাজকুমার!

যদু। ভয় নেই রসিদ, ভয় নেই। এক মুহূর্ত্তও দেরি করো না। তাড়াতাড়ি আমাকে বন্দী করে ভাতুরীয়া নিয়ে চল—সেখানে মৃত্যু-শয্যায় আমার যৌবনের প্রিয়-সঙ্গিনী চিন্ময়ী, তাকে আমি দেখতে চাই, জীবনের শেষ দেখা দেখে আমার হৃদয়ের জ্বালা জুড়োতে চাই। মহেন্দ্র নারায়ণ! তুমি পিছনে পিছনে এস, তুমি স্পষ্ট শুনতে পাবে আমি রাজপথের পথিকদের ডেকে বলবো, জালাল উদ্দিন স্বেচ্ছায় বন্দী হয়নি, বীর মহেন্দ্র নারায়ণ যুদ্ধে পরাজিত করে জালাল উদ্দিনকে বন্দী করেছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[রসিদ ও বন্দী যদুর প্রস্থান।

মহেন্দ্র। শয়তান সুর কুতুব আলম আর নাসির উদ্দিন সুড়ঙ্গ পথে পালিয়েছে।

আশমান তারার প্রবেশ।

আশমান। আমি কিন্তু পালাই নি।

মহেন্দ্র। কে!

আশমান। চিনতে পারলে না ভাই?

মহেন্দ্র। ও হ্যাঁ, চিনেছি।

আশমান। কিন্তু আমি যে আজও চিনলাম না।

মহেন্দ্র। কি?

আশমান। আমার স্বর্গ।

মহেন্দ্র। দেবি!

আশমান। আমার স্বামীর ঘর। আমার শ্বশুরবাড়ী।

মহেন্দ্র। যাবে, যাবে তুমি দেবী?

আশমান। কি করে যাবো? তীর্থে যাবার তপস্যা কি করেছি?

মহেন্দ্র। করেছো দেবী—করেছো। তোমার সর্ব্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে তপস্যার জ্যোতিঃ। তুমি এস, তোমাকে আমি নিয়ে যাবো।

আশমান। না-না, আমি যাবো না।

মহেন্দ্র। জোর করে নিয়ে যাবো।

আশমান। মহেন্দ্র নারায়ণ!

মহেন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওগো দেবী! নিয়ে তোমাকে যাবোই। তবে ঘৃণা করে নয়, উপেক্ষা করে নয়, নিয়ে যাবো সন্তান যেমন করে তার মাকে নিয়ে যায়। [আহ্বান করিতেছিল]

[আশমান তারা মাতৃ-মূর্ত্তির ন্যায় প্রস্থান করিল।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

বৃদ্ধ স্থবির, ভগ্ন-হৃদয় গণেশ নারায়ণকে ধরিয়া চিন্ময়ীর প্রবেশ।

গণেশ। মায়ের মত সন্তানকে বুকে করে তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এলে মা?

চিন্ময়ী। বিচার সভায় নিয়ে এলাম বাবা।

গণেশ। বিচার সভা!

চিন্ময়ী। হ্যাঁ বাবা। ওই দেখুন, রাজ্যের বিশিষ্ট প্রজারা আপনার অপেক্ষায় বসে আছেন।

গণেশ। কিন্তু কার বিচার করতে হবে মা?

চিন্ময়ী। সে কি! আপনি ভুলে গেছেন বাবা! ঠাকুরপো যে হিন্দুদ্বেষী জালাল উদ্দিনকে বন্দী করে নিয়ে এসেছে।

গণেশ। মা!

চিন্ময়ী। ভেঙ্গে পড়বেন না বাবা। অপরাধীর বিচার আপনাকে করতেই হবে। আপনি যে রাজা।

গণেশ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি রাজা। আমি রাজা গণেশ নারায়ণ। আমাকে বিচার করতে হবে—হাঁা মা, আমি করবো—আমি অপরাধীর বিচার করবো—

ব্রজর প্রবেশ।

ব্রজ। তাহলে আগে আমার বিচার হয়ে যাক রাজা।

চিন্ময়ী। ব্রজদা!

ব্রজ। হ্যাঁ বৌরাণী। অপরাধ আমিও কিছু কম করিনি।

গণেশ। ব্রজ!

ব্রজ। কতদিন হলো সংসারে এসেছি—কত কি দেখলাম, এখনও বেঁচে আছি—একি আমার কম অপরাধ? দাও রাজা, তুমি বিচার করে আমাকে জীবনের মত ছুটি দিয়ে দাও।

চিন্ময়ী। তুমি চলে যাবে ব্রজদা! [কান্না]

ব্রজ। যাবো না? যাবো না তো কি এই সংসারে থেকে কেবল তোমাদের চোখের জল ঝরা দেখবো? কেবল তোমাদের কান্না দেখবো?

গণেশ। ব্রজ!

ব্রজ। বেজো দেখেছে এই সংসারের সেই হাসি-খুশী মাখা সুন্দর দিনগুলো। বেজো দেখেছে একটা একটা করে প্রদীপগুলো জ্বলে উঠতে, কত হাসি—কত গান, না রাজা, না—আর তুমি আমাকে আটকে রেখো না—আমি দেখতে পারবো না এ সংসারের প্রদীপ নিভে যাওয়া, হাসি হারিয়ে যাওয়া আর আমি দেখতে পারবো না। তুমি আমার ছুটি মঞ্জুর করে দাও, আমি এগিয়ে যাই—

চিন্ময়ী। কোথায় যাবে ব্রজদা?

ব্রজ। তোমার শ্বশুর যেখানে যাবে।

গণেশ। ব্রজ।

ব্রজ। বুঝতে পেরেছি রাজা, আমি বুঝতে পেরেছি। সবার চোখকে ফাঁকি দিলেও এই বেজোর চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারোনি।

গণেশ। আমি—

ব্রজ। মঞ্জুর কর। বেজোর ছুটি মঞ্জুর কর।

গণেশ। বেশ। মঞ্জুরই করলাম ব্রজ, তোমাকে আমি ছুটি দিলাম।

ব্রজ। বৌরাণী আমার ছুটি হয়ে গেল।

চিন্ময়ী। ব্রজদা !

ব্রজ। কি আনন্দ। আজকের সেই ভীষণ দৃশ্য আমাকে দেখতে হবে না। আমি বেঁচে গেলাম বৌরাণী, কোলে পিঠে করে যাদের মানুষ করেছিলাম, তাদের দুঃখ কি আমি আর সইতে পারি, মনের ভুলে তোমাকেও আমি কত কি বলেছি বৌরাণী, যাবার বেলায় বুড়ো চাকরকে তুমি ক্ষমা করে দাও।

চিন্ময়ী। ক্ষমা করার মত কি অপরাধ তুমি করেছো তা আমার মনে নেই ব্রজদা, তবু যখন চাইছো, তখন ক্ষমা তোমাকে করলাম।

ব্রজ। তা আবার করবে না কেন—তা আবার করবে না কেন ? ক্ষমা করে করে তোমার জীবনটাকেই তো তুমি শেষ করে ফেললে—

গণেশ। ব্রজ !

ব্রজ। কিছু নেই রাজা—কিছু নেই, ওই পিতিমের বুকের ভেতরটা একেবারে শূন্য হয়ে গেছে।

গণেশ। বৌমা !

চিন্ময়ী। না—বাবা না, আমি ভালই আছি।

ব্রজ। সেইজন্যেই তো চললাম।

গণেশ। }
চিন্ময়ী। } কোথায় ?

ব্রজ। যেখানে তোমরা যাবে।

চিন্ময়ী। ব্রজদা !

ব্রজ। চললাম, বৌরাণী চললাম। বুড়ো শ্বশুরের হাত ধরে তুমি নিয়ে এস। আমি তোমাদের জন্যে নতুন রাজ্যিতে ঘর বাঁধতে ছুটি নিয়ে দুদিন আগে চললাম। [প্রস্থান।

গণেশ। ব্রজ ছুটি নিয়ে চলে গেল, কিন্তু আমাকে ছুটি কে দেবে?

চিন্ময়ী। মহারাজ!

গণেশ। ও হ্যাঁ, আমি মহারাজ। আমি বাংলার শেষ-স্বাধীন হিন্দু রাজা গণেশ নারায়ণ, আমার ছুটির এখনও কিছুক্ষণ দেরি আছে।

চিন্ময়ী। বাবা!

গণেশ। ওই দেখ, ওই দেখ মা! বাংলার প্রজারা রাজা গণেশ নারায়ণের দিকে চেয়ে আছে—তারা হিন্দুদ্বেষী, দেশদ্রোহী জালাল-উদ্দিনের বিচার চায়। বিচার করতে হবে। রাজা গণেশ নারায়ণকে বিচার করতে হবে। মহেন্দ্র নারায়ণ! শয়তান নুর কুতুব আলমের মন্ত্রশিষ্য—শত শত মন্দির ধ্বংসকারি, ইসলাম জালাল উদ্দিনকে নিয়ে এস।

বন্দী যদু নারায়ণ সহ মহেন্দ্র নারায়ণ প্রবেশ করিল। যদুর দৃষ্টি চিন্ময়ীর দিকে, যদু নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ, চিন্ময়ী টলিতে-ছিল, মহেন্দ্র ধরিল। যদু অস্ফুট কণ্ঠে বলিল।]

যদু। চিন্ময়ী—

গণেশ। চুপ কর ইসলাম জালাল উদ্দিন! মহেন্দ্র নারায়ণ! অপরাধীর অপরাধের কাহিনী বিশ্লেষণ কর।

মহেন্দ্র। মহারাজ গণেশ নারায়ণ! আপনি আর এই রাজ কুল-বধূ আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন যেমন করেই হোক, সমাজ-দ্রোহী, দেশদ্রোহী, হিন্দুদ্বেষী জালাল উদ্দিনকে বন্দী করে জীবন্ত অবস্থায় আপনাদের কাছে হাজির করে দিতে। আমি বন্দী করে নিয়ে এসেছি। রাজা গণেশ নারায়ণের সামনে পৌঁছে দিয়েছি। মহারাজ গণেশ নারায়ণের অনুমত্যানুসারে আমি বাংলার নিরাপত্তা রক্ষক মহেন্দ্র নারায়ণ, আপনাদের সামনে বাংলার প্রজা-সাধারণের সামনে ঘোষণা করছি, ওই

জালাল উদ্দিন অসংখ্য হিন্দু পরিবারকে জোর করে মুসলমান করেছে, শত শত মন্দির ভেঙ্গেছে, হিন্দু-দেবতার পবিত্র বিগ্রহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে পথের ধূলায় নিক্ষেপ করেছে। হে সভাসদবর্গ! হে বাংলার প্রজ্ঞা-সাধারণ, আমি জানি ওই জালাল উদ্দিন হিন্দুধর্মকে ঘৃণা করে ইসলাম ধর্মকে ভালবাসতে পারেনি, নূর কুতুব আলমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলার স্বাধীনতা গুজরাটের সুলতানের কাছে বিক্রি করতে চায়। সেই হেতু ও দেশদ্রোহী।

গণেশ। দেশদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী, অত্যাচারী জালাল উদ্দিনের কিছু বলবার আছে? [সভা চুপ, যদু চুপ] না, কিছু বলবার নেই। থাকলে বলতো। তাহলে আমি রাজা গণেশ নারায়ণ, বাংলার হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির ধর্মের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য, বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অধর্মাচারী, স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারী জালাল উদ্দিনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলাম।

[যদু নারায়ণ মাথা নত করিল। চিন্ময়ী পড়িয়া
গেল। মহেন্দ্র নারায়ণ যদুকে ধরিল।]

প্রবেশ করিল পাগলী কমলা।

কমলা। না-না, রাজা না। বিচার তোমার ঠিক হলো না।

গণেশ। নারি!

কমলা। মৃত্যুদণ্ড মকুব কর রাজা। আমি জানি সন্তান হারানোর কি জ্বালা, তুমি ওকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে, পিতা গণেশ নারায়ণের বুক ভেঙ্গে দিও না।

গণেশ। রাজা গণেশ নারায়ণ দু'বার বিচার করে না।

কমলা। রাজা!

গণেশ। নারি !

কমলা। আমাকে তুমি চেনো রাজা ? আমি বাংলার মা। বাংলার অসংখ্য ছেলেমেয়ের মনের কথাই আমি তোমাকে বলেছি। ওই শোন, কেউ যদু নারায়ণের মৃত্যু চায় না। তুমি ওকে অন্য শাস্তি দাও।

[প্রস্থান।

গণেশ। হে আমার সোনার বাংলার সোনার মানুষ, তোমরা কি সত্যই এই কথাবলছো ? বেশ, তাই হোক। জালাল উদ্দিনের মৃত্যু-দণ্ড মকুব করে আমি ওকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলাম।

[গণেশ নারায়ণ বুকে ব্যথা অনুভব করিল। চিন্ময়ী তাকে ধরিল, মহেন্দ্র যদুকে লইয়া গেল। গণেশ ও চিন্ময়ী অপলক চাহিয়াছিল। গণেশ নারায়ণ বলিল।]

গণেশ। বিচার শেষ। সিংহাসন শুন্য। রাজা গণেশ নারায়ণের দিন ফুরিয়ে গেল। এবার তুমি আমাকে ছুটি দাও মা !

চিন্ময়ী। বাবা !

গণেশ। সিংহাসন, রাজমুকুট, রাজদণ্ড মহেন্দ্র নারায়ণকে দিয়ে গেলাম। তুমি তাকে বলো, পিতা গণেশ নারায়ণ শেষ বিচার করে শেষ দিনের পথে পা দিয়েছে।

গীতকণ্ঠে পদ্মনাভ ঠাকুরের প্রবেশ।

পদ্মনাভ। গীত।

পা চালিয়ে আয় রে পথিক করিস না দেরি।
সময় হলো, ছাড়ছে এবার ওপারে যাবার তরী।
মিছে মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে, আয় রে ভব-নদীর তীরে।
সঙ্গে নিতে ভুলিস নারে শেষ পারানির কড়ি।

গণেশ। ঠাকুর!

পদ্মনাভ। এস গণেশ নারায়ণ! আর কেন, কার জন্যে কাঁদছো? তুমি কে চিন্তা কর। চিন্তা কর তুমি কার, কে তোমার? মিথ্যা—মিথ্যা, সব মিথ্যা। এস, আমার হাত ধর। মায়ার বাঁধন ছিন্নকর—

[গণেশ নারায়ণের হাত ধরিয়া পূর্ব্ব-গীত গাহিতে গাহিতে গণেশ সহ প্রস্থান। চিন্ময়ী গণেশ নারায়ণের বিদায় পথের দিকে চাহিয়াছিল। দুই চোখ দিয়া জল ঝরিতেছিল, আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল।]

চিন্ময়ী। বাবা!

সহসা প্রবেশ করিল আশমান তারা। সে পতিতা চিন্ময়ীকে তুলিবার জন্য চিন্ময়ীর দুই স্কন্ধে হাত দিয়া মৃদু কণ্ঠে ডাকিল।

আশমান। দিদি!

চিন্ময়ী। [সচকিতা] কে! কে তুমি?

আশমান। আমি তোমার বোন।

চিন্ময়ী। বোন! তবে কি, তবে কি তুই আশমান তারা?

আশমান। হ্যাঁ দিদি। কিন্তু কি করে চিনলে?

চিন্ময়ী। হাঃ-হাঃ-হাঃ, হতভাগী মেয়ে, নিজেকে নিজের চিনতে কখনও ভুল হয়?

আশমান। দিদি!

চিন্ময়ী। ওরে বোন! তুই যে আমি—আমিই যে তুই। আমরা দুই দেহে এক মন, দুই হৃদয়ে এক স্পন্দন।

আশমান। এমন করছ কেন দিদি?

চিন্ময়ী। দেখছিস না পাগলী, বাবা আমাকে ডাকছেন।

শ্যাম সুন্দরের প্রবেশ।

শ্যাম। মা! মাগো! দাদুর পাশে বসে কাকু খুব কাঁদছে।

চিন্ময়ী। কাঁদছে?

শ্যাম। হ্যাঁ মা। খুব কাঁদছে। তুমি যাবে না?

চিন্ময়ী। যাবো বইকি বাবা। নিশ্চয় যাবো। তোমার দাদুকে কি আমি একা ছেড়ে দিতে পারি। আমিও যাবো তাঁর কাছে, তাঁকে সেবা করবো, পূজো করবো।

আশমান। দিদি! তুমি যে টলছো, তোমার সর্ব্বাঙ্গ যে কাঁপছে, তোমার—

চিন্ময়ী। কথা বলতে বড় কষ্ট হচ্ছে তারা।

শ্যাম। মা, ও আমার কে হয়?

চিন্ময়ী। মা।

আশমান। মা!

চিন্ময়ী। মনে করেছিস মহেন্দ্রের সঙ্গে চুপি চুপি এসে সব দেখে শুনে আবার চুপি চুপি ফিরে যাবি? তা হবে না। তোকে আমি কঠিন শাস্তি দেব।

আশমান। কি শাস্তি দেবে দিদি! কি শাস্তির বাকি আছে আমার? জীবন ভরই তো শাস্তির বোঝা মাথায় বয়ে মলাম, তুমি আমাকে আর কি শাস্তি দিতে চাও?

চিন্ময়ী। এই গয়না তোকে পরিয়ে দিলাম—[নিজের সমস্ত গয়না আশমানকে পরাইয়া দিল] এই শ্যামকে তোকে দান করলাম, আর দেবতা শ্যাম সুন্দরের পূজার, ভোগের, রক্ষার দায়িত্ব দিলাম।

আশমান। না-না, আমি পারবো না। এ আমি বইতে পারবো না দিদি!

চিন্ময়ী। পারবি রে পারবি।

শ্যাম। মা!

চিন্ময়ী। বড় জ্বালা বাবা। বুকটা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে—ওই তোর মা। ওকে তুই মা বলে ডাকিস—

আশমান। দিদি!

চিন্ময়ী। ভয় নেই বোন। আমি মরছি না, আমি নিজেকে তোর মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে তুই আমি এক হয়ে যাচ্ছি।

শ্যাম। মা!

আশমান। আমার বুকে আয় বাবা। [বুকে টেনে নিল]

চিন্ময়ী। আঃ কি শান্তি, কি আনন্দ, কি সুখের স্বর্গ।

আশমান। দিদি! দিদি!

চিন্ময়ী। লৌহকারার অন্ধকারে যে মানুষটা ডুকরে ডুকরে কাঁদছে তাকে বলিস—তোমার চিন্ময়ী মরেনি। সে তারার মধ্যে মিশে গেছে। সে যেন তারার মধ্যেই চিন্ময়ীকে দেখে। বিদায়। [প্রস্থান।

শ্যাম। মা—মাগো!

আশমান। ভয় কি শ্যাম সুন্দর! আমি তো আছি।

শ্যাম। তুমি আমাকে ছেড়ে পালাবে না তো মা?

আশমান। না বাবা। তাই কি পারি। আমি তোকে বুকে করে রাখবো। দেবতা শ্যাম সুন্দরের মন্দিরে প্রদীপ জালবো, দেবর মহেন্দ্র নারায়ণকে বলবো, লৌহকারার অন্তরালে বসে সেই অসহায় মানুষটা যদি চিন্ময়ী চিন্ময়ী বলে কাঁদে, তাকে বলো চিন্ময়ী মরেনি, চিন্ময়ী আছে, শিশু শ্যাম সুন্দরকে বুকে নিয়ে দেবতা শ্যাম সুন্দরের মন্দিরে।

[শ্যাম সুন্দর সহ প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কারাগার।

চুপিসারে নুর কুতুব আলমের প্রবেশ।

নুর কুতুব। আরতি হচ্ছে—কাফের হিন্দুদের দেবতার মন্দিরে শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসোর বাজিয়ে আরতি হচ্ছে। না-না-না। অসহ্য, এ অসহ্য! বন্ধ করতে হবে, শ্যাম সুন্দরের মন্দিরটাকে মসজিদ বানাতে হবে, কশবী আশমান তারা রক্ষা করছে শ্যাম সুন্দরের মন্দির। কে? না কেউ না, বাতাসের শব্দ। কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়ে কারাগারে প্রবেশ করেছি, যেমন করেই হোক জালাল উদ্দিনকে এখান থেকে বার করে নিয়ে যেতে হবে। খোদা! হে দুনিয়ার মালেক! বান্দার খোয়াব সত্যে পরিণত কর মেহেরবান।

যদু নারায়ণের প্রবেশ।

যদু। কে!

নুর কুতুব। আমি নুর কুতুব আলম।

যদু। দরবেশ!

নুর কুতুব। চুপ। এখনি কেউ জানতে পারবে।

যদু। কিন্তু আপনি এখানে এলেন কি করে?

নুর কুতুব। কারারক্ষীকে ঘুষ দিয়ে।

যদু। মহেন্দ্র নারায়ণ জানতে পারলে যে আপনার জীবন চলে যাবে?

নুর কুতুব। যায় যাবে।

যদু। দরবেশ!

নুর কুতুব। খোদার বান্দা নুর কুতুব আলমের জ্ঞানের কি মূল্য জালাল উদ্দিন? তোমাকে উদ্ধার করতে এসে জ্ঞান যদি দিতেই হয় দেব।

যদু। আপনি এত বড়।

নুর কুতুব। তোবা তোবা, এ তুমি কি বলছো জালাল! এ ফকির অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ খোদাতাল্লার বান্দার বান্দা। ইয়া-নফসী—ইয়া-নফসী—

যদু। ফকির সাহেব!

নুর কুতুব। দেরি করো না জালাল উদ্দিন! পালিয়ে চল। রাজা গণেশ নারায়ণ, এই সুযোগে এই সুযোগে তোমাকে দখল করতে হবে বাংলার মসনদ। ভেঙ্গে ফেলতে হবে শ্যাম সুন্দরের পাথরের মূর্ত্তি। প্রধানা বেগম করতে হবে তোমার প্রথমা স্ত্রী চিন্ময়ীকে। এই সুযোগে—

সহসা মহেন্দ্র নারায়ণ প্রবেশ করিয়া নুর কুতুবের বক্ষে তরবারি বিদ্ধ করিল।

মহেন্দ্র। সে সুযোগ তোমাকে দেব না শয়তান।

নুর কুতুব। আঃ, খোদা!

যদু। এ তুমি কি করলে হিন্দু!

নুর কুতুব। হলো না—হলো না, হে দুনিয়ার মালেক! তোমার বান্দা নুর কুতুব আলমের সব কাজ শেষ হলো না। কে, বেহেস্তের আজরাইল। তুমি এসেছো! এস, এস তুমি খোদার বান্দা এই নুর কুতুব আলমকে বেহেস্তে নিয়ে চল। ইয়া-নফসী—ইয়া-নফসী—

[প্রস্থান।

যদু। দাঁড়াও দরবেশ! আমিও আপনার সঙ্গে যাবো।

মহেন্দ্র। না।

যদু। তুমি আমাকে হত্যা কর হিন্দু। আমি আর জীবনের জ্বালা সইতে পারছি না। তুমি আমাকে হত্যা করে জালাল উদ্দিনের জীবন-যন্ত্রণা শেষ করে দাও।

মহেন্দ্র। শেষ কোথায়?

যদু। তার অর্থ?

মহেন্দ্র। এইতো শুরু।

যদু। হিন্দু!

মহেন্দ্র। ও সম্বোধন নয়—ওই সম্বোধন নয়—বল, ভাই মহেন্দ্র।

যদু। ভাই মহেন্দ্র! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মহেন্দ্র। দাদা! সমাজ-সূর্য্যের প্রচণ্ড দাবদাহে শুধু তোমার জীবনই পুড়ে ছাই হয়নি। জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে আমারও দেহ মন। আমি মুখর হতে গিয়ে মুক হয়ে গেছি। আমি জ্বলে উঠতে গিয়ে নিভে গেছি। রামচন্দ্রের বেদনার বোঝা বয়ে বয়ে আমি লক্ষ্মণের মত নীরব হয়ে গেছি দাদা!

যদু। চুপ! হিন্দুসমাজ শুনতে পাবে। দেবতার পূজা বন্ধ হয়ে যাবে, পূজারিণী চিন্ময়ীর অঞ্জলি ভরা ফুল-চন্দন ধুলোয় ঝরে পড়বে।

মহেন্দ্র। আর পড়বে না দাদা।

যদু। কেন?

মহেন্দ্র। বৌদি নেই।

যদু। মহেন্দ্র!

মহেন্দ্র। পিতার মৃত্যুর পরেই বৌদি মারা গেছে।

যদু। চিন্ময়ী নেই। চিন্ময়ী নেই—

মহেন্দ্র। ব্রজদা নেই, পিতা নেই—

যদু। খুন করেছে—ধর্মান্ধ হিন্দুসমাজ পিতাকে, ব্রজদাকে, আমার প্রাণের প্রিয়া চিন্ময়ীকে খুন করেছে।

মহেন্দ্র। এবার তুমি আমায় খুন কর।

যদু। মহেন্দ্র।

মহেন্দ্র। রাজ-সিংহাসন, রাজমুকুট, রাজদণ্ড সব তোমার জন্য রেখে দিয়েছি। এবার এই তরবারি নাও, আমাকে শেষ করে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে, রাজা হয়ে বস বাংলার রাজ সিংহাসনে। নাও, ধর তরবারি, বসাও আমার বুকে। আর তো আমি সমাজের ভয় করি না, সংসারের ভয় করি না। সমাজ, সংসার, সংস্কারের বহু উর্দ্ধে পৌছে গেছে ভাগ্যহীন মহেন্দ্র নারায়ণের মনের ঠিকানা। নাও, কাজ শেষ কর। তোমার প্রতি অনেক অবিচারের তুমি আজ বিচার কর দাদা। বুঝেছি, পারবে না। ইসলাম জালাল উদ্দিনের বুকে কেঁদে উঠেছে হিন্দু যদু-নারায়ণ—তাই কাঁদুক। আমি চললাম!

যদু। কোথায়?

মহেন্দ্র। যেখানে সমাজ নেই, সংসার নেই, নেই মানুষের কোন কোলাহল। নিবিড় বনরাজীর শ্যামল আঁচলে আমার স্নেহময়ী বৌদির কল্যাণ স্মৃতির চিহ্ন। গহন অরণ্যের নাম না জানা পাখী আমার মাতৃ-সমা বৌদির কণ্ঠ চুরি করে ডাকবে। আয় মহেন্দ্র, কোলে আয়—কোলে আয়—এখানে পিতা আছে, ব্রজদা আছে, আর আছে সর্ব্ব-দুঃখহারী ভগবান শ্যাম সুন্দর।

[প্রস্থান।

যদু। ভগবান শ্যাম সুন্দর। ভগবান—হিন্দুর ভগবান,—হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা—তেত্রিশ কোটি দেবতার অন্ধ ভক্ত হিন্দুদের

অত্যাচারে আমার পরমাত্মীয়রা একে একে প্রাণ দিল—কিন্তু অচল, অটল রইলো দেবতা শ্যাম সুন্দরের মন্দির। মন্দিরের বেদীর উপরে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে পাষাণ শ্যাম সুন্দর। না-না, তাকে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে দেবো না, তাকে আমি হাসতে দেবো না, তাকে আমি টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেব।

[প্রস্থান।

———

পঞ্চম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

শ্যাম সুন্দরের মন্দির-প্রাঙ্গণ।

সশস্ত্র রসিদের প্রবেশ।

রসিদ। ছুটে আসছে—ঝড়ের মত ছুটে আসছে সুলতান জালাল-উদ্দিনের সৈন্য। রাক্ষসের মত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি জালাল উদ্দিন অসংখ্য হিন্দু সৈন্য ধ্বংস করে উল্কার বেগে ছুটে আসছে শ্যাম সুন্দরের মন্দির ভাঙ্গতে, দেবতা শ্যাম সুন্দরের বিগ্রহ ভাঙ্গতে। না, দেব না ভাঙ্গতে, শ্যাম সুন্দরের বিগ্রহ। কুমার মহেন্দ্র নারায়ণ দেশত্যাগ করবার সময় এই হাতিয়ার আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছে। আমি জান দেব, তবু জালাল উদ্দিনকে মন্দিরে প্রবেশ করতে—

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।

সৈনিক। দিবি না কেমন?

রসিদ। হুঁশিয়ার দুশমন!

সৈনিক। তুই হুঁশিয়ার হ' কাফের।

[উভয়ের তুমুল যুদ্ধ, পরে সৈনিকের মৃত্যু।]

সৈনিক। আঃ, খোদা।

[প্রস্থান।

রসিদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, এক দুশমন খতম! হে খোদা! তুমি আমাকে শক্তি দাও মেহেরবান! আমি যেন দুশমনের কবল থেকে রক্ষা করতে পারি—

ভয়ঙ্কর দর্শন যদু নারায়ণের প্রবেশ।

যদু। শ্যাম সুন্দরের বিগ্রহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রসিদ। ফিরে যাও দুশমন!

যদু। না। ফিরে আমি যাবো না।

রসিদ। তাহলে জান দিতে হবে।

যদু। কেন? কেন রসিদ। তুমি তো মুসলমান, মুসলমান হয়ে মুসলমানের জান নেবে কেন? হিন্দুর মন্দিরের পথ বন্ধ করেছো কেন?

রসিদ। আমরা ধর্মের চেয়ে দেশকে বেশী ভালবাসি।

যদু। রসিদ!

রসিদ। আমরা মুসলমান পরে, আগে মানুষ।

যদু। মন্দিরের পথ ছাড়ো!

রসিদ। না।

যদু। ছাড়ো!

রসিদ। জান থাকতে নয়।

যদু। তাহলে জান দাও মূর্খ।

[উভয়ের যুদ্ধ, ও রসিদ নিহত।]

রসিদ। আঃ, পারলাম না। জান দিয়েও রক্ষা করতে পারলাম না, শ্যাম সুন্দরের মন্দির। ওগো হিন্দুর দেবতা শ্যাম সুন্দর! ইসলাম রসিদকে তুমি ক্ষমা করো—ক্ষমা করো।

[প্রস্থান।

যদু। হাঃ-হাঃ-হাঃ, শেষ। শেষ বাধা শেষ। হিন্দুরা মরে পড়ে আছে, পাষাণের পুতুল শ্যাম সুন্দর তাদের একজনকেও রক্ষা করতে পারলো না, ইসলাম জালাল উদ্দিনের বীভৎস আক্রমণ থেকে। মৃত-

দেহের উপর মৃতদেহ, রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে ভাতুরীয়ার রাজপথ দিয়ে, পাষাণের বিগ্রহ এখনও মন্দিরে দাঁড়িয়ে হাসছে, না-না, আর তাকে হাসতে দেবো না। সব বাধা শেষ, ইসলাম জালাল উদ্দিনকে বাধা দেবার আর কেউ নেই।

সহসা চিন্ময়ীর সাজে সজ্জিতা আশমান তারার প্রবেশ। তাহার পিছনে বালক শ্যাম সুন্দর।

আশমান। আছে।

যদু। কে চিন্ময়ী! তুমি তাহলে বেঁচে আছো—হাঃ-হাঃ-হাঃ! দৃষ্টি বিভ্রম—চিন্ময়ী নয়—আশমান তারা। পথ ছাড়ো আশমান তারা।

আশমান। না।

যদু। শ্যাম সুন্দরের বিগ্রহ আমি ভাঙ্গবোই।

আশমান। দেবো না ভাঙ্গতে।

যদু। কি দিয়ে বাধা দেবে?

আশমান। বুক পেতে দিয়ে।

যদু। তোমার বুকে সে শক্তি আছে?

আশমান। ছিল না। দিয়ে গেছে।

যদু। কে?

আশমান। আমার দিদি—তোমার চিন্ময়ী।

যদু। চিন্ময়ী—চিন্ময়ী—

আশমান। চিন্ময়ী আমার হৃদয়ে দিয়ে গেছে তার হৃদয়ের ভালবাসা, আমার বুকে দিয়ে গেছে তার সুখ। তারার মনের মণি-ঘরে প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছে তোমার প্রাণের প্রিয়া চিন্ময়ী।

যদু। ভোলাতে চেয়ো না—ভোলাতে চেয়ো না নারী। যে পাষাণ

দেবতা শ্যাম সুন্দর আমার চিন্ময়ীকে কেড়ে নিয়ে পাষাণের মত হাসছে, তাকে আমি রেণু রেণু করে বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে দেবো।

আশমান। ভাঙ্গবে তাহলে শ্যাম সুন্দরকে?

যদু। হ্যাঁ-হ্যাঁ। ভাঙ্গবো—ভাঙ্গবো—ভাঙ্গবো!

[সহসা আশমান তারা পিছন থেকে শ্যাম সুন্দরকে লইয়া সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিল।]

আশমান। তাহলে ভাঙ্গো তুমি জালাল উদ্দিন।

যদু। শ্যাম—শ্যাম সুন্দর।

আশমান। কই ভাঙ্গো। এইতো সেই শ্যাম সুন্দর। শিশু আর দেবতায় কি কোন পার্থক্য আছে? ভাঙ্গো তুমি শিশু-দেবতা শ্যাম সুন্দরকে।

যদু। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [অট্টহাসি]

শ্যাম। মা!

আশমান। ভয় কি বাবা, আমার বুকে আয়।

[সহসা যদু নীরব হইয়া গেল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। তরবারি হস্তচ্যুত হইল, বিস্ময়াবিভুত দৃষ্টিতে আশমান তারাকে দেখিতেছিল।]

যদু। হেরে যাচ্ছে—জালাল উদ্দিন হেরে যাচ্ছে যদু নারায়ণের কাছে। হারিয়ে দিলে—চিন্ময়ী আমাকে হারিয়ে দিলে। না-না, চিন্ময়ী মরেনি। তাকে আমি তোমার মধ্যে খুঁজে পেয়েছি।

আশমান। স্বামি!

যদু। তোমার চোখে চিন্ময়ীর দৃষ্টি, তোমার মুখে চিন্ময়ীর হাসি, তোমার বুকে আমার চিন্ময়ীর অফুরন্ত বরাভয়।

শ্যাম। বাবা!

যত্নু। বুকে আয় শ্যাম সুন্দর! [বুকে নিয়ে] আঃ, শিশু-দেবতার পবিত্র স্পর্শে শূন্য হৃদয় আমার কাণায় কাণায় ভরে গেল।

আশমান। প্রভু! [প্রণাম করিল]

যত্নু। ওঠো প্রিয়া। [তুলিয়া] এখানে সমাজ নেই, সংসার নেই, আছি কেবল তুমি, আমি, শ্যাম সুন্দর, আর দেবতা শ্যাম সুন্দরের বিগ্রহ। তাই একদিকে তোমাকে আর একদিকে শ্যাম সুন্দর নিয়ে, দেবতা শ্যাম সুন্দরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে আমি সোচ্চারকণ্ঠে স্বীকার করছি, আমি তোমার, তুমি আমার বেগম আশমান তারা।

[সকলে শ্যাম সুন্দরকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

